গ্লোবাল ডায়লগ

৯.২

১৭ টি ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

ম্যাগাজিন

International Sociological Association

নন্দিনী সুন্দরের সাথে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলাপ

জোয়ানা গ্রাবনার

রূপান্তর এবং বিকল্প

ম্যাট ডসন
রেনার রিলিং
মাতেও মার্তানেজ আবারকা
আবদেলকদের লাত্রেছে
তেরেসা পেরেজ
ক্রিস্টোফার মাবেজা

স্বরণে: এরিক অলিন রাইট

মাইকেল বুরাউই
মিশেল উইলিয়ামস

লিঙ্গ এবং সামাজিক বৈষম্য

বিরজিট রিগ্রাফ
লিনা আবিরফাহ
কাদরি আভিক
লিসা হোসু
ব্লাঙ্কা নাইক্লোভ á
মার্গারেট আব্রাহাম
নিকোলা পিপার
জেফ হর্ন

আফ্রিকা (দক্ষিণ) থেকে সমাজবিজ্ঞান

জেরেমি সিকিংস
মোকং এস ম্যাপাদিমেং
আসান্দা বন্যা
থাবাং সেফালাফালা
মার্ক সি.এ ওয়েজেরিফ
জাবুসিলে মধ্যাভিম্বিশি শুম্বা
আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার
এডওয়ার্ড ওয়েবস্টার

উন্মুক্ত বিভাগ

> সংহতি থেকে ডানপন্থি জনতার দৃষ্টিকোণ

ভলিউম ৯ / সংখ্যা ২ / আগস্ট ২০১৯
http://globaldialogue.isa-sociology.org/
জিডি

> সম্পাদকীয়

সমাজবিজ্ঞানীদের লক্ষ্য কেবল তাদের বিজ্ঞানী গণ্ডির মধ্যেই আলোচনা চালিয়ে যাওয়া নয়, বরং জনসাধারণের সাথে জনস্বার্থ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কেও জড়িত হওয়া । গত এক দশকে নন্দিনী সুন্দর, একজন প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী এবং সামাজিক কর্মী একাডেমিয়া এবং অ্যাক্টিভিজমের মধ্যকার সীমানাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ভারতে সামাজিক অবিচারের মুখোমুখি হয়েছিলেন। গ্লোবাল ডায়লগের এই সংখ্যাটির সূচনা সাক্ষাতকারে সুন্দর ভারতের "বাস্তার যুদ্ধ" এর অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি এবং এই তাৎক্ষণিক সময়ে একজন ভাল বুদ্ধিজীবী এবং একজন ভাল সমাজ কর্মী হওয়ার সমস্যার সম্পর্কে কথা বলেছেন।

আমাদের প্রথম সিম্পোজিয়াম "রূপান্তর ও বিকল্প" শুরু হয় দুটি গ্রন্থের আলোচনার মাধ্যমে যেখানে সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসের মাধ্যমে বিকল্প সমাজ এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের উপর সমাজতাত্ত্বিক প্রতিচ্ছবি চিহ্নিত করে এবং এই জাতীয় প্রতিচ্ছবিটি কেন মুক্ত চেতনার ধারণার সাথে সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনাকে একত্রিত করার জন্য আলোচনা হয়। লাতিন আমেরিকার একটি বই একটি সুসংহত সমাজের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং "বুয়েন ভিভির" (সুন্দর জীবন) এর মত ধারণার ভূমিকার কথা তুলে ধরেছে। অন্যদিকে, কাতারের একটি অবদান আরব বিশ্বের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জিম্বাবুয়ের নিবন্ধগুলো কীভাবে মানুষ তাদের জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে (এই ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উল্লেখ্য) এবং কাঙ্ক্ষিত নীতিগত পরিবর্তনগুলি কী কী বাধার মুখোমুখি হতে পারে সে সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক গবেষণা অবতারিত হয়।

এরিক ওলিন রাইট, একজন অসাধারণ সমাজবিজ্ঞানী যার জীবন এবং কর্মজীবন সমতা, স্বাধীনতা এবং সম্প্রদায়ের ধারণাগুলির প্রতি নিবেদিত ছিল; তিনি ২০১৯ এর জানুয়ারীতে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন । তাঁর মহাপ্রয়াণে আমরা এমন একজন সমাজবিজ্ঞানী হারিয়েছি যার শ্রেণী, মার্কস এবং "সত্যিকারের ইউটোপিয়া" সম্পর্কে কাজ কেবল বিশ্বজুড়ে সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করেনি, এমনকি অধিকতর ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য সংগ্রামী সব কর্মীদেরও প্রভাবিত করে । বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর জীবন এবং কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ।

আমাদের দ্বিতীয় সিম্পোজিয়ামে বিরজিত রিগ্রাফে, লিনা আবীরাফেহ এবং কাদ্রি আভিক বিশ্বজুড়ে পণ্ডিতদের "লিঙ্গ এবং সামাজিক বৈষম্য" এর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে তাদের গবেষণা উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। নিবন্ধগুলি এই সম্পর্কের বিভিন্ন দিক যেমন ইউরোপীয় এবং নর্ডিক দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য, চেক প্রজাতন্ত্রের স্থিতাবস্থা এবং জেন্ডার স্টাডির ভাগ্য, আরব অঞ্চলে লিঙ্গ বৈষম্যের ধারা এবং প্রতিবন্ধকতা এবং এশীয়াতে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমের উপর আলোকপাত করে।

নিবন্ধগুলি আমাদের সামাজিক অগ্রগতি বা লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে বিভিন্ন বিতর্ক সম্পর্কে একটি অন্তর্দৃষ্টি দেয় এবং একটি বিজ্ঞান হিসাবে সমাজবিজ্ঞান কীভাবে সাম্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য বাস্তব সম্মত সমাধান দিতে পারে তা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে। অবদানগুলি সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা এবং লিঙ্গ সমতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে যাতে সমতা ভিত্তিক সমাজের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় । "দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সমাজবিজ্ঞান" আমাদের আঞ্চলিক আলোচনার অংশ হিসাবে প্রথম নিবন্ধটি দক্ষিণ আফ্রিকার দারিদ্র্য এবং বৈষম্যের অবস্থা আলোচনার মাধ্যমে পুরো আফ্রিকার জন্য একটি সতর্কতা বানী হিসাবে তুলে ধরেছে।

দ্বিতীয় পাঠ্যটি দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যারিশম্যাটিক গীর্জার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং বিতর্কগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং এই বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক কন্ঠের নীরবতাকে আলোচনাতে নিয়ে এসাছে। পরবর্তী দুটি প্রবন্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার খনি শ্রমিকদের পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করেছে, একটিতে দেখায় যে কীভাবে অন্তর্ভুক্তির বক্তব্যটি নারীদের কিছু নির্দিষ্ট কাজ থেকে বাদ দেওয়ার বিরোধিতা করে এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটি কালো বেকার প্রাক্তন-খনি শ্রমিকদের একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা উপস্থাপন করে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমূল্যের উপর বেকারত্বের প্রভাব তুলে ধরে ।

দার এস সালামের খাদ্য ব্যবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটি নিবন্ধে তানজানিয়ার শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে আমরা কি শিখতে পারি তা আলোচনা করা হয়েছে। জিম্বাবুয়ের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে, পরবর্তী নিবন্ধটি জিম্বাবুয়ের শিকারী রাষ্ট্রের রূপান্তর এবং সেক্ষেত্রে মুনাফা সঞ্চয় এবং রাজনৈতিক প্রজননের পদ্ধতিগুলি পরীক্ষা করে। এই সিম্পোজিয়ামটি শেষ হয় অ্যালেক্সিয়া এবং এডওয়ার্ড ওয়েবস্টারের একটি অসাধারণ এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ফটো-প্রবন্ধ সোনার উপর নির্মিত জোহানেসবার্গের ইতিহাসের মাধ্যমে । ■

ব্রিজিত আলেনবার্কার ও ক্লাউস দোরে
গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সম্পাদকদ্বয়

> আইএসএ-এর ওয়েবসাইটে ১৭টি ভাষায় অনূদিত গ্লোবাল ডায়লগ ম্যাগজিনটি পাওয়া যায়।
>লেখা পাঠাতে পারেন globaldialogue.isa@gmail.com -এই ইমেইলে।

ISA International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকারী সম্পাদক: Johanna Grubner, Christine Schickert.

সহযোগী সম্পাদক: Aparna Sundar.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy.

গণমাধ্যম পরামর্শক: Juan Lejárraga.

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ
আরব বিশ্ব: Sari Hanafi, Souraya Mouloudji Garroudji, Fatima Radhouani, Mounir Saidani.

আর্জেন্টিনা: Alejandra Otamendi, Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

বাংলাদেশ: হাবিবুল হক খন্দকার, হাসান মাহমুদ, জুয়েল রানা, ইউএস রোকেয়া আক্তার, তৌফিকা সুলতানা, খাইরুন নাহার, হেলাল উদ্দিন, মুহাইমিন চৌধুরী, মোঃ ইউনুস আলী, মোস্তাফিজুর রহমান, হাসান আল বান্না, তাহমিদ উল ইসলাম, ইশরাত সুলতানা নিশি, ফাতিমা-তুজ জোহরা ঝিলাম।

ব্রাজিল: Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Lucas Amaral Oliveira, Benno Warken, Angelo Martins Junior, Dmitri Cerboncini Fernandes.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Nidhi Bansal, Pragya Sharma, Manish Yadav, Sandeep Meel.

ইন্দোনেশিয়া: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Abbas Shahrabi, Sayyed Muhamad Mutallebi, Vahid Lenjanzade.

জাপান: Satomi Yamamoto, Yuko Masui, Riho Tanaka, Marie Yamamoto, Shogo Ariyoshi, Kauzma Kawasaki, Sae Kodama, Koki Koyanagi, Tatsuhiro Ohata, Shunji Sugihara, Ryo Wakamatsu.

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul.

পোলান্ড: Jakub Barszczewski, Iwona Bojadżijewa, Katarzyna Dębska, Anna Dulny-Leszczynska, Krzysztof Gubański, Monika Helak, Sara Herczyńska, Justyna Kościńska, Agata Kukla, Adam Müller, Weronika Peek, Zofia Penza-Gabler, Jonathan Scovil, Agnieszka Szypulska, Aleksandra Wagner, Mateusz Wojda.

রোমানিয়া: Cosima Rughini, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Luciana Anăstăsoaie, Cristian Chira, Diana Alexandra Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Dan Gîtman, Alecsandra Irimie-Ana, Cristiana Lotrea, Ioana Mălureanu, Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Codruţ Pînzaru, Susana Maria Popa, Adriana Sohodoleanu, Maria Stoicescu, Cătălin Varzari.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina Isaeva.

তাইওয়ান: Jing-Mao Ho.

তুর্কি: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

সমাজের বর্তমান সংগঠনের রূপান্তর এবং বিকল্পগুলির প্রতিচ্ছবি সর্বদা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন সামাজিক পরিবর্তন ও রূপান্তরের বিষয়ে পরিক্ষামূলক গবেষণা রয়েছে। বিশ্বজুড়ে এই অবদানগুলি এই সমস্যাগুলির তাত্ত্বিক পাশাপাশি অভিজ্ঞতাগত গবেষণার দৃষ্টি দেয়।

বিশ্বব্যাপী, নারীরা এখনও দরিদ্র ও প্রান্তিকদের একটি বৃহৎ অনুপাতের অংশ। এই সিম্পোজিয়ামের জন্য সংগৃহীত নিবন্ধগুলি গবেষণা তহবিল এবং নিওলিবারেলিজম রাষ্ট্র ও শ্রম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

এই বিভাগটি দক্ষিণ আফ্রিকার তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার অন্তর্দৃষ্টি দেয় যা কেবলমাত্র এই দেশ নয়, জিম্বাবুয়ে এবং তানজানিয়া পাশাপাশি সমগ্র আফ্রিকা সম্পর্কিত বিতর্কিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। জোহানেসবার্গের ইতিহাস সম্পর্কে ফটো-প্রবন্ধটি শহরের একটি সচিত্র ধারণা দেয়।

জিডি

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে-গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

> এই ইস্যুতে

সম্পাদকীয় ২

>সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলাপ

অগ্নিগর্ভা অরণ্য : নন্দিনী সুন্দরের একটি সাক্ষাৎকার

জোহানা গ্রুবনার, অস্ট্রিয়া ৫

>রূপান্তর ও বিকল্পসমূহ

সমাজবৈজ্ঞানিক বিকল্পসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ম্যাট ডাওসন, যুক্তরাজ্য ৮

>নির্মানাধীন ভবিষ্যৎ

রাইনার রিলিং, জার্মানি ১০

>বুয়েন ভিভিরের বহুস্বর

মাতেও মার্তেঞ্জ আবারকা, মেক্সিকো ১২

>আরব বিশ্বের ব্যতিক্রম ভবিষ্যত

আবদেলকাদের লাট্রেচে,কাতার/আলজাজিরা ১৪

>কলঙ্ক কীভাবে নীতিগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে:

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্জ্য সংগ্রহকারীদের চিত্র

তেরেসা পেরেজ, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬

>জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে খাপ কাইয়ে নেওয়া: জিম্বাবুয়ের ক্ষুদ্র জোতদার

ক্রিস্টোফার মাবেজা, জিম্বাবুয়ে ১৮

>স্মৃতিচারণে: এরিক অলিন রাইট

এরিক অলিন রাইট:একজন প্রকৃত কল্পবিলাসী

মাইকেল বুরাউই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০

>এরিক ওলিন রাইটকে স্মরণে

মিশেল উইলিয়ামস, দক্ষিণ আফ্রিকা ২২

> লিঙ্গ ও সামাজিক বৈষম্য-এর যোগসূত্র: একটি প্রারম্ভিক আলোচনা

বিরজিট রিগ্রাফ, জার্মানি, লিনা আবিরফাহ, লেবানন, এবং কাদরি আভিক, ফিনল্যান্ড ২৩

>গবেষণা তহবিল গঠনে জেন্ডার চ্যালেঞ্জ

লিসা হুসু, ফিনল্যান্ড/সুইডেন ২৫

>চেক প্রজাতন্ত্রের লিঙ্গ সমতাকে চ্যালেঞ্জ

ব্লাস্কা নাইক্লোভা,চেক প্রজাতন্ত্র ২৭

>স্থিতি ও পরিবর্তন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লিঙ্গ বৈষম্য ২৯

মার্গারেট আব্রাহাম, যুক্তরাষ্ট্র

>আরব বিশ্বে লিঙ্গ অসমত ৩১

লিনা আবিরাফেহ, লেবানন

>এশিয়ায় লিঙ্গভিত্তিক শ্রম ও অসমতা ৩৩

নিকোলা পাইপার, যুক্তরাজ্য

>IPSP: সামাজিক অগ্রসরতা, কিছু লিঙ্গভিত্তিক প্রতিবিম্ব ৩৫

জেফ হার্ন, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, যুক্তরাজ্য

> আফ্রিকার(দক্ষিন) সমাজবিজ্ঞান

দারিদ্র এবং অসমতা: দক্ষিণ আফ্রিকা সমগ্র আফ্রিকার জন্য হুমকি ৩৭

জেরেমি সিকিংস, দক্ষিণ আফ্রিকা

> সাউথ আফ্রিকার আকর্ষনীয় খ্রিষ্টানবাদ এবং পেন্টেকোস্টালিজম ৩৯

মকং এস মাপাদিমেং, দক্ষিণ আফ্রিকা

>মহাকাশ আক্রমণকারী: আন্ডারগ্রাউন্ড উইমেন মাইনার্স ৪১

আসন্দা বেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা

>কর্মহীনতার অর্থনীতি বহির্ভূত প্রভাব ৪৩

থাবাং সেফালাফালা, দক্ষিণ আফ্রিকা

>কিভাবে বিশ্বের আহার যোগাতে হয়: তানজানিয়া থেকে শিক্ষা ৪৫

মার্ক সি.এ. ওয়েজেরিফ, দক্ষিণ আফ্রিকা

>জিম্বাবুয়ের লুটেরা রাষ্ট্র: রাজনৈতিক দল, সামরিক বাহিনী ও ব্যবসা ৪৮

জাবুসিলে মধ্যযাভিম্বিশী শুমবা, জিম্বাবুয়ে

>জোজি: সোনার বিপদজ্জনক শহর

আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার এবং এডওয়ার্ড ওয়েবস্টার, দক্ষিণ আফ্রিকা ৫০

> উন্মুক্ত বিভাগ

সংহতির দৃষ্টিকোণ থেকে ডানপন্থি জনপ্রিয়তা

জার্গ ফ্লেকার, ক্যারিনা আল্ট্রেইটার, ইস্তভান গ্রাজকজার এবং সাস্কজা শিন্ডলার, অস্ট্রিয়া ৫৫

"সমাজে গবেষণা চালিয়ে যাওয়াও যে আমাদের দায়িত্বের অংশ; এমন সংকটে এটা মনে রাখা খুবই দুরুহ। মাঝে মাঝে মনে হয় সমাজবিজ্ঞানের পাঠগুলো ব্যক্তিগত যা শুধু এর লেখককে উপকৃত করে; মাঝে মাঝে মনে হয় এগুলি সব ভোগাস বিশেষ করে যখন গবেষণার বিষয় হয় তুচ্ছ কোন বিষয়ে; কিন্তু দিনশেষে পৃথিবীর জন্য ক্রমাগত এই সামান্য অবদানের জন্য আমাদের পারিশ্রমিক দেয়া হয়।"

নন্দিনী সুন্দর

> অগ্নিগর্ভা অরণ্য:

নন্দিনী সুন্দরের সাথে একটা সাক্ষাৎকার

নন্দিনী সুন্দর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দিল্লী স্কুল অব ইকোনমিক্সের অধ্যাপক। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো The Burning Forest: India's War in Bastar (Juggernaut Press, 2016, and new edition under the title The Burning Forest: India's War Against the Maoists, Verso, 2019), The Scheduled Tribes and Their India (OUP, 2016), Civil Wars in South Asia: State, Sovereignty, Development (co-edited with Aparna Sundar, SAGE, 2014), এবং Inequality and Social Mobility in Post-Reform India, Special Issue of Contemporary South Asia (co-edited with Ravinder Kaur, 2016). এগুলো ছাড়াও তিনি লিখেছেন Subalterns and Sovereigns: An Anthropological History of Bastar (2nd ed., 2007), যুগ্মভাবে লিখেছেন Branching Out: Joint Forest Management in India (2001), সম্পাদনা করেছেন Legal Grounds: Natural Resources, Identity and the Law in Jharkhand (2009) এবং যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন Anthropology in the East: The founders of Indian sociology and anthropology (2007)। সুন্দর Contributions to Indian Sociology জার্নালের সম্পাদক ছিলেন ২০০৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত। এছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি জার্নালের সম্পাদনা পর্ষদে, গবেষোণা প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারের কমিটিতে দায়িত্বশীল পদে ছিলেন। তিনি ২০১০ সালে টhe Infosys Prize for Social Sciences (Social Anthropology) পুরস্কার, ২০১৬ সালে the Ester Boserup Prize for Research in Development পুরস্কার, এবং ২০১৭ সালে The Malcolm Adiseshiah Award for Distinguished Contributions to Development Studies পুরস্কার লাভ করেন।

সুন্দর ২০০৫ সাল থেকে মানবাধিকার-সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনায় জড়িত। তাঁর মামলাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০১১ সালে সশস্ত্র ভিজিলান্টিজমের নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী 'নন্দিনী সুন্দর-বনাম-ছত্তিশগড় রাজ্য' নামে পরিচিত সুপ্রিম কোর্টের রায়। তিনি নিয়মিত গণমাধ্যমে লেখালিখি করেন এবং তাঁর লেখাগুলো পাওয়া যাবে http://nandinisundar.blogspot.com এই ওয়েবসাইটে।

গ্লোবাল ডায়ালগ পত্রিকায় তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন Johanna Grubner। তিনি Johannes Kepler University, Linz, Austria থেকে পিএইচডি করেছেন এবং গ্লোবাল ডায়ালগ-এর একজন সহকারী সম্পাদক।

নন্দিনী সুন্দর।

জোয়ানাঃ আপনার বিখ্যাত গ্রন্থ Subalterns and Sovereigns: An Anthropological History of Bastar প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৭ সালে। আপনি ১৯ ও ২০ শতকে বাস্তারের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। আপনি কি বলবেন কিভাবে মধ্য-ভারতের এই এলাকা নিয়ে কাজ করতে আপনার আগ্রহ ও উদ্দীপনার তৈরি হলো?

নন্দিনীঃ যখন ১৯৮০র দশকের শেষভাবে আমি আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানে পিএইচডি করতে যাই, আমি সেখানে মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, E.P. Thompson এবং Eric Hobsbawm এর গবেষোনাকর্ম দিয়ে অনুপ্রাণিত হই। পাশাপাশি June Nash এবং William Roseberry-এর মতো নৃতাত্ত্বিকদের রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকেও উৎসাহিত হয়েছি। সেসময় ভারতে স্কলাররা সাবল্টার্ন ইতিহাস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত। আমি জানতাম যে আমি উপনিবেশিকতা, পুঁজির বিস্তার, কৃষক আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক সামাজিক আন্দোলন নিয়ে পড়তে চাই। কিন্তু কোথায় এবং কিভাবে তা নির্ধারণ করতে বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়। ১৯৯০ সালে প্রথম আমি বাস্তার অঞ্চলে যাই এবং উপলব্ধি করি যে,

>>

সেখানে আমার পিএইচডি গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে- অতিথি পরায়ন মানুষ, চলমান সামাজিক আন্দোলন, একটা বিদ্রোহের অতীত। তাছাড়া আর কেউ এই অঞ্চলের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেনি।

জোয়ানাঃ আপনার সর্বশেষ গ্রন্থ The Burning Forest: India's War Against the Maoists যেখানে আপনার গবেষণা ও মাঠপর্যায়ের কাজ নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন। আপনি কি সেখানকার বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলো নিয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলবেন?

নন্দিনীঃ বিগত একশ বছর বা তারও বেশি সময়কাল ব্যাপী ভারতের এই মধ্যাঞ্চল তার বনজ ও খনিজ সম্পদের জন্য শোষণের শিকার হয়ে আসছে। এই প্রক্রিয়া প্রবলভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে একুশ শতকে এসে। বৃহৎ কর্পোরেটগুলোর হাতে খনিগুলোকে লিজ দেওয়া হয়েছে, যা স্থানীয় মানুষের বাস্তুচ্যুতি ঘটিয়েছে, পরিবেশের ক্ষতি করেছে, এবং সামাজিক অবস্থার অবনমন ঘটিয়েছে। জনতা বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধের জন্য নানারকম আন্দোলনে নেমেছে। এসবের মধ্যে একটা হলো বিগত কয়েক দশক ধরে চলা মাওবাদী গেরিলাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-বিরোধী সরকারি অভিযান পরিচালনা করা হয় যার মধ্যে ছিল বিশাল সংখ্যক আইন-বহির্ভূত-হত্যা, সুবিস্তৃত এলাকায় নিরাপত্তা ক্যাম্প স্থাপন, এবং সমগ্র এলাকার সামরিকিকরণ। বর্তমানে সরকার এবং মাওবাদী উভয়েই সশস্ত্রপন্থার বিরুদ্ধে কথা বলে এবং জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় উভয়েই সংলাপ ও শান্তির কথা বলে।

জোয়ানাঃ The Burning Forest গ্রন্থে আপনি ভারতে গণতন্ত্রের অবস্থা, বোঝাবুঝি এবং গণতান্ত্রিক চর্চা নিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, "ভারতের গণতন্ত্র হচ্ছে সকল প্রতিষ্ঠান নিয়ে কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ সম্ভবত আমরা যা চাই, তা নয়।" আপনি কি এই সমালোচনাকে আরেকটু বিসদভাবে বলবেন?

নন্দিনীঃ যেসব উপাদানকে গণতন্ত্রের জন্য আবশ্যিক মনে করা হয়- যেমন নির্বাচন বা সমাজসেবা ব্যবস্থা এগুলোকে প্রায়শঃই ব্যবহার করা হয় রাষ্ট্রের কর্মসংস্থানবিহীণ উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক আন্দোলন এবং জীবনযাত্রাকে বেআইনি সাব্যস্থ করার কাজে। এসবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বনভূমির সাথে সম্পৃক্ত জীবনপ্রনালি, নানা রকম কুটিরশিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা। এমনকি স্বাভাবিক অবস্থায় পরিচালিত নির্বাচনেও এদের প্রতিনিধিত্ব সমস্যাসঙ্কুল নির্বাচনের কাঠামোগত প্রতিকূলতার জন্য, যথা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বিপুল পরিমাণের অর্থের অভাব, পার্টিসমূহের বৃহদাকার কর্পোরেটগুলোর উপর মুখাপেক্ষিতা, এবং নানা রকম দূর্নীতির আশ্রয় নেওয়া। তবে সন্ত্রাসবিরোধি অভিযান বা সশস্ত্র বিপ্লবের সময়কালে গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলোকে গণপ্রতিনিধিত্বের বদলে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন, জনগণকে বাধ্য করা হয় ভোটের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোকে বৈধতা দিতে, বেছে বেছে কিছু পার্টি ও সংগঠনকে নিষিদ্ধকরণ। বর্তমানে ভারতের গণমাধ্যমের বড় অংশ ডানপন্থীদের হাতে জাতিয়তাবাদের নামে হিংসাত্মক প্রপাগান্ডার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্রের সহায়ক সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করে ফেলা হয়েছে, যেমন বিচার ব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, ইত্যাদি। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আর গণ-অংশিদারিত্বের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতি একটা সমাজ তৈরি করে যেখানে সৃষ্টিশীল চিন্তার সম্ভাবনা জাগে।

জোয়ানাঃ বাস্তার অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জড়িত রাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর কাঠামো এবং অভিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। আপনি এইসবকে পাঠ করতে গিয়ে যে তত্ত্বীয় কাঠামো এবং মাঠপর্যায়ের গবেষণা করা হয়েছে, সেগুলো কতটা সফল হয়েছে তা নিয়ে একটু আলোকপাত করুন।

নন্দিনীঃ আমার তত্ত্বীয় কাঠামো সব সময় মোটাদাগে মার্কসীয়। তবে আমার "The Burning Forest" গবেষণায় আমি গণতন্ত্রের এথনোগ্রাফি অনুসরণ করে পাঠ করেছি বিভিন্ন মানুষ কিভাবে নানান স্বপ্ন নিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামিল হয়, একই সাথে কিভাবে গণমাধ্যম, বিচার-ব্যবস্থা, এবং রাজনৈতিক পার্টি প্রতিক্রিয়া করে। আমরা দেখেছি কিভাবে দায়মুক্তি আর নিরাপত্তাহীনতা সমন্বিতভাবে তৈরি করা হয়। কিন্তু আমরা এটাও দেখেছি কিভাবে মানুষ টিকে থাকে এবং সংগ্রাম চালিয়ে যায়। আমি একটা আম-পাঠক সমাজের জন্য লিখেছি। ফলে আমার এই ক্রিটিক সমালোচনাটা অনুক্ত। গবেষণা পদ্ধতি এবং স্থান নির্বাচন ছিল ঘটনাক্রমে। আমার লেখায় আমি খুবই সমালোচনা মুখর ছিলাম, যেমন মানবাধিকার হরণের বিরুদ্ধে আমার কোর্টে লড়াই। এর ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার প্রবেশ সংকুচিত হয়েছিল, পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ। তবে কিছু কিছু বিষয়ে গবেষণা সহজও হয়েছিল, যেমন, গণঅধিকার বিষয়ক মামলা পরিচালনার আইনী প্রক্রিয়া, এবং বিচার প্রক্রিয়া।

জোয়ানাঃ আপনার অভিজ্ঞতায়, আপনি বাস্তার অঞ্চলে যে গবেষণা করেছেন, অনুরূপ সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণা কি সামাজিক দ্বন্দ্বের কাঠামো বিষয়ে আমাদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করতে পারে? আর যদি তাই হয়, তাহলে আপনার গবেষণার কোন কোন উপাদান বাস্তার অঞ্চলের বাইরের সামাজিক দ্বন্দ্বের আলোচনায় সহায়ক বলে মনে করেন?

নন্দিনীঃ বাস্তার অঞ্চলে যা ঘটছে আর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আদিবাসী অধ্যুষিত অন্যান্য আরও অঞ্চলে যা ঘটছে তাঁর মধ্যে অনেক সাযুজ্য আছে। আমি ল্যাটিন আমেরিকার আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান, বৃটিশদের জরুরিবস্থা-বিষয়ক আইন প্রণয়ন, মালয় উপদ্বীপ ও ভিয়েতনামে কৌশলগত বসতিস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে প্রকাশনা থেকে অনেক কিছু জেনেছি।

এই জাতীয় বিষয়ে গবেষণায় আরও অনেক উপায় আছে। আমার গবেষনা থেকে আমি অন্ততঃ আরও তিনটি বই লিখতে পারতাম বলে মনে করি- ভিজিলান্টিজম ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের প্রক্সি-ক্ষমতাচর্চা এবং ব্যক্তির দায়; আইনের ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের বিকাশ, অথবা গণযুদ্ধের দ্বান্দ্বিকতা। উপরন্তু, ল্যাটিন আমেরিকার বামপন্থা দিয়ে করা দারুণ সব সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মতো আমাদের কাছে স্থানীয় ভূমিবন্টন বা কৃষিকাঠামোয় মাওবাদীদের প্রভাব নিয়ে কোন গবেষণা নেই। আমার মনে হয় এমন গবেষণা করা দরকার।

জোয়ানাঃ যেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো হুমকির মুখে আর মানবাধিকারসমূহ লঙ্ঘিত, এমন পরিস্থিতিতে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানের দায় কিরূপ বলে মনে করেন?

নন্দিনীঃ নাগরিক, সমাজবিজ্ঞানী, এবং শিক্ষক হিসেবে আমাদের অনেকগুলো দায় আছে। কখন কখন আমাদেরকে নাগরিকের অবস্থান নিতে হয় মিছিলে অংশগ্রহণ করে, স্বাক্ষরতা অভিযানে অংশ নিয়ে, আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে, ইত্যাদি। অন্য সময়ে আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মিরা অগ্রাধিকার পায়, একাডেমিক জীবন অন্যান্য কর্মসূচিকে হটিয়ে দেয়। সংকটময় মুহূর্তে সবথেকে কঠিন বিষয় হলো এইটা স্মরণ রাখা যে, আমাদের গবেষণা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় আছে। আমার কাছে কখনো কখনো মনে হয় সমাজতাত্ত্বিক লেখালেখি অন্য যেকারোর থেকে লেখককেই বেশি উপকৃত করে। কখনো লেখালেখিকে অর্থহীন মনে হতে পারে সেটা যুগান্তকারী না হলে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই জ্যাম, আমাদেরকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় জ্ঞানের প্রসারের জন্য, তা সে যত সামান্যই হোক। শিক্ষা জীবনের নিরাপত্তাহীনতাঁর সময়ে এই কথাও মনে রাখা দরকার যে, এখন চাকুরী থাকাটা একটা সুবিধাবিশেষ, অধিকার নয়।

>>

জোয়ানাঃ আপনি একাধারে একাডেমিশিয়ান এবং আন্দোলনকর্মী হিসেবে সুপরিচিত। আপনি কি এই পরিচয়ের সাথে একমত? আর আপনি কিভাবে ভারতে পড়াশোনার সাথে রাজনীতির সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেন, এবং কিভাবে তা আপনার গবেষণাকে প্রভাবিত করেছে?

নন্দিনীঃ আমি সবসময়ই নানা ধরণের গণমুক্তি এবং সাম্প্রদায়িকতাবিরোধি কর্মসূচিতে জড়িত ছিলাম। তবে ২০০৫ সাল নাগাদ আমি প্রায় পুরোদস্তুর মানবাধিকার কর্মী হয়ে পড়েছিলাম বাস্তবে আমার গবেষণায় গভীরভাবে সম্পৃক্ততার কারণে। ২০০৭ সালে যখন আমরা ভিজিলেন্টালিজম ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা শুরু করলাম, আমি কল্পনাই করিনি যে ২০১৯ সালেও আমদের অবস্থান সেই আদালতেই থাকবো। ২০১১ সালে আমরা কোর্ট থেকে একটা দারুণ রায় পেয়েছি ভিজিলান্টিজমের পক্ষে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্রকে নির্যাতিতদের জন্য ক্ষতিপুরণ প্রদানের আদেশ দিয়ে। কিন্তু সরকার এই রায় বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি জানায়। কাজেই, আমরা অদ্দাবধি সুবিচারের জন্য লড়ছি। ২০১৬ সালে ছত্তিশগর পুলিশ আমাদের মধ্যে ছয়জনের বিরুদ্ধে The Unlawful Activities Prevention Act এ প্রতিহিংসামূলক ও মিথ্যা মামলা দায়ের করে হত্যা, অবৈধ অস্ত্র বহন, রায়ট, ইত্যাদি অভিযোগে। এটি ভারতের অন্যতম একটা সন্ত্রাস-বিরোধি আইন। সৌভাগ্যবশত আমরা সুপ্রিম কোর্ট থেকে সেই মামলার উপর স্থগিতাদেশ লাভ করি এবং জেল-হাজত এড়াতে সক্ষম হই। অবশেষে সেই মামলা প্রত্যাহার করা হয় ২০১৯ সালে।

সময়ের পরিক্রমায় ছত্তিশগরে আমার এক্টিভিজম স্থিমিত হয়ে আসে আরও অনেকে এই ইস্যুতে সম্পৃক্ত হলে। ব্যক্তিগতভাবে, আমি মনে করি একই সাথে একজন ভালো এক্টিভিস্ট এবং একাডেমিশিয়ান হওয়া দুরূহ, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে। একদিকে অনেক ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী এক্টিভিজমের সাথে জড়িত এইজন্য যে আমাদের চারদিকে সামাজিক সমস্যাগুলো খুবই প্রকট এবং বিধ্বংসী। আরেকদিকে একদল আছে এক্টিভিজম নিয়ে এক ধরণের নাকউচা ভাব নিয়ে এই বিশ্বাস থেকে যে, এক্টিভিজম একাডেমিক গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠতা আর তত্ত্বীয় বিশ্লেষণকে ব্যাহত করে। মোদী সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকিয়ে রাখাই একটা চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। যেমন, একাডেমিক ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, বক্তাদেরকে প্রদত্ত আমন্ত্রনপত্র প্রত্যাহার করা হচ্ছে, ছাত্রদেরকে উস্কানির অভিযোগে হয়রানি ও মারধোর করা হচ্ছে, আমার বইসহ আরও অনেক বইপুস্তক সিলেবাস থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ বিরোধী অভিযোগে।

জোয়ানাঃ আপনার কাজ ব্যাপক আগ্রহ ও মনোযোগ লাভ করার প্রেক্ষিতে অনেকেই আপনার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে জানতে উৎসুক। আপনি কি গবেষক ও এক্টিভিস্ট হিসেবে সামনের দিনগুলোতে আপনার পরিকল্পনা নিয়ে খানিকটা বলবেন?

নন্দিনীঃ এইটা খানিকটা নির্ভর করে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের উপর এবং কতকটা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিভাবে সেটাকে গ্রহণ করে তার উপর। আমার ভাবনায় বেশ কয়েকটা প্রকল্প আছে, যেমন ভারতের সংবিধান প্রণয়ণ নিয়ে একটা গবেষণা, আরেকটা জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্ররাজনীতির প্রভাব। কিন্তু আমি জানিনা কোনটায় আমি আত্মনিয়োগ করবো। আমি অন্য আরেকটা মহাদেশে গবেষণা করতে খুবই আগ্রহী, কিন্তু জানিনা কবে কোথায় সেটা সম্ভব হবে। এর অনেকটাই নির্ভর করে আমার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি পাওয়ার উপর, যেটা ক্রমাগতভাবে কঠিন হয়ে পড়ছে।■

.

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
নন্দিনী সুন্দর <nandinisundar@yahoo.com>

> সমাজবিজ্ঞানের বিকল্পধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ম্যাট ডসন, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

সমাজকে সংগঠিত করার বিকল্প উপায় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা সর্বদা সমাজবিজ্ঞানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ছবি: সি ডানকান / ফ্লিকার r কিছু অধিকার সংরক্ষিত।

সুতরাং, বিকল্প কি?" আমি একমাত্র সমাজবিজ্ঞানী নই যে সামাজিক সমস্যার বিকল্প সমাধান সমাজবিজ্ঞান কিভাবে দিতে পারে তা খুঁজি। মূলত এই প্রশ্ন এবং আমার উত্তর দেওয়ার সাময়িক অক্ষমতা আমাকে "সোশ্যাল থিওরি ফর অল্টার্নেটিভ সোসাইটিস" লিখতে উৎসাহিত করেছিল, যেখানে আমি সমাজবিজ্ঞানী দ্বারা প্রস্তাবিত বিকল্পগুলির রূপরেখা সংগ্রহের চেষ্টা করেছি।বিকল্পগুলো সংগ্রকালীন, আমি জানতে পারলাম যে সামাজিক বিকল্পগুলোর একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। অন্যরা যেমন উল্লেখ করেছেন, সমাজবিজ্ঞান জ্ঞানের এমন একটি শাখা, যা সমালোচনার ভিত্তিতে নিজেকে স্থাপন করে এবং এর অনিবার্যতা নিয়ে প্রশ্ন করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা প্রশ্ন করে: বিকল্পগুলি কি হতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীরা যারা বিকল্পধারা নিয়ে চিন্তা করে, তাদের জন্য এই বিকল্পগুলির ইতিহাস জানা খুবই উপকারী হবে।

আমরা যখন এই ইতিহাসগুলো অধ্যয়ন করি তখন আমরা সমালোচনা এবং বিকল্প এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখতে পাই। এমন কি কার্ল মার্কস, বলেছিলেন, তিনি "ভবিষ্যতের অলীক কল্পনা" এমন কিছু লিখছেন না বরং সাম্যবাদকে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন - ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্মূল, শ্রমবিভাজনের হ্রাস, কাজ আমাদের "সবার আগে" ইত্যাদিভাবে- পুঁজিবাদের সমালোচনার উন্নতির উপায় হিসাবে। পরবর্তী মার্কসবাদী লেখকদের মধ্যে একই রকম ধারণা পাওয়া যায়, হেনরি লেফবেভের দৈনন্দিন জীবনকে কাজে লাগানোর উপায়গুলি আলোকিত করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তকরণ এ (স্ব-সংগঠন এবং পরিচালনা) বিকল্পের ব্যবহার থেকে শুরু করে, হার্বার্ট মারকুসের মানবতার জন্য "নতুন ব্যক্তিত্ব" ১৯৬০ এবং ৭০ এর "গ্রেট রিফউইসাল" আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বা অ্যাঞ্জেলা ডেভিসের জেলখানার উচ্ছেদে শিল্প কারখানার জালিয়াতি বিকল্পের ধারণা পোষণ করে। এই মার্কসবাদীগণ বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি খোঁজার এবং বিকল্পগুলির প্রশ্নবিদ্ধ স্থায়ীত্বের নেপথ্যে একত্রিত হয়েছিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সমালোচনা এবং বিকল্পের ঘনিষ্ঠ সংযোগকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এমিল ডুর্খেইম উত্তরাধিকার নিষিদ্ধসহ একাধিক বিকল্পের প্রস্তাব দিয়েছেন। উত্তরাধিকার, উদীয়মান আধুনিক ফ্রান্সের সাথে সাংঘর্ষিক কারন এটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বৈষম্যমূলক এবং মেধাতন্ত্রের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল এবং একই সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমস্যাযুক্ত রূপগুলিকে আরও বাড়িয়ে তোলার কারণে এটি নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিলেন। স্কটল্যান্ডে, প্যাট্রিক জেডেস "রক্ষণশীলতাকে কাটা ছেড়া" শিল্পায়িত শহরটির প্রচণ্ড অস্বাস্থ্যকর অবস্থা থেকে শহ-

>>

রণ্ডলিকে নাগরিক উপযোগীভাবে পুনর্নির্মাণ করার উপায় মনে করতেন। এডিনবার্গের পুরাতন শহরটিতে এখনও প্যাট্রিক জেডেস এর হেরিটেজ ট্রায়ালের ধারণাগুলির প্রভাব প্রতিফলিত। এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ডা-ব্লু.ই.বি. ডু বওস জাতিগত বৈষম্যে পরিবর্তনকে বিকল্প হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি অর্থনীতির একটি আশাবাদী, বিজ্ঞান এবং শিক্ষার উদার বিশ্বাস থেকে সরে "নেগ্রো একাডেমী" এরপক্ষে থেকে প্রকাশ্যে কালো অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের দাবিকে পুঁজিবাদের বাইরে বিকল্পের ইঙ্গিত মনে করতেন।

সমাজবিজ্ঞানী সি. রাইট মিলস তার "দ্য সোশিওলোজিক্যাল ইমাজিনেশন" এ দাবি করেন সমাজবিজ্ঞান সমাজকে আরও বেশি গণতান্ত্রিক করার চেষ্টা করেছে, ঠিক তেমনি বিকল্পধারা গণতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। শিকাগোতে, জর্জ হার্বার্ট মিড মনে করেন গণতন্ত্রের মধ্যে সকল লোকের "প্রতিভা" প্রকাশের সমস্যা রয়েছে যা রাজনীতিতে "ব্যক্তিত্ব"এর সংকট সৃষ্টি করে এবং এর পরিবর্তে নিম্নোক্ত সামাজিক সংস্কারকে সমর্থন করেছিলেন - সামাজিক বসতি, শহরের ক্লাব, অভিবাসী সুরক্ষা লীগ, ধর্ম-ঘট মধ্যস্থতাকরণ, রাজনৈতিক প্রচারণা, বিশেষ শিক্ষা যা নিশ্চিত করে সকল নাগরিকের গণতান্ত্রিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ। এদিকে, লন্ডনে নির্বাসিত, কার্ল ম্যানহেম ফ্যাসিবাদের উত্থান এড়ানোর জন্য“বিপ্লবী গণতন্ত্র”এরপক্ষে, যা কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সমাজবিজ্ঞানে শিক্ষিত "নতুন শাসক শ্রেণীর" ধারণা পোষন করে।

এছাড়াও ফেমিনিস্ট সমাজবিজ্ঞান বিকল্প অনুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। সেলমা জেমস এবং মারিরাসা ডাল্লা কোস্টা, আগের লেখকগণের যেমন মার্গারেট বেন্টসন এর সাথে সহমত পোষন করেছেন যিনি গৃহকর্মের সামাজিকীকরণের পক্ষে সমর্থন করেছিলেন, তারা পিতৃ-তান্ত্রিকতার অসমতাগুলি কাটিয়ে উঠার উপায় হিসাবে গৃহকর্মের জন্য বেতন প্রদানের পক্ষে ছিলেন। তারা এর মাধ্যমে নারীদেরকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিপ্লবী সংগ্রামের কেন্দ্রীয় অংশ হিসাবে গড়ে তোলার আশা করেছিলেন। পরবর্তীতে,পর্নোগ্রাফিতে"যৌনতায় আধিপত্য" নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং পুরুষদের জন্য সন্তুষ্টির প্রধান উৎস নারী এই ধারণাকে পুনঃ উপস্থাপিত করে, আন্দ্রেয়া ডার্কিনিন এবং ক্যাথরিন ম্যাককিনন পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এর বিপরীতে, লিনে সেগাল এবং শীলা ম্যাকগ্রেগরের মত নারীবাদীরা যুক্তি দিয়েছিল যে পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে আমাদের যৌনতার উপর নারীবাদীদের প্রতিক্রিয়া খুঁজে বের করতে হবে।

এই বিকল্পগুলি এবং অন্যরা যেমন এন্থনি গিডেনস এর "থার্ড ওয়ে", উলরিচ বেকের "এ ইউরোপ অফ সিটিজেন্স", বা মৌলিক আয় বিষয়ে বিতর্কে অবদান রেখেছেন এমন অনেক সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানকে জনকল্যানমূলক কাজের প্রকৃতি বিবেচনা করার জন্য পরামর্শ দেয়।সেখানে মাইকেল বুরওয়া "জন সমাজবিজ্ঞান" এর সমর্থনে সমাজবিজ্ঞানীগণকে তাদের জনসাধারণমূলক কার্যকলাপের প্রতিফলনে উৎসাহিত করেছেন, যা জন সমাজবিজ্ঞানের উদাহরণ থেকে ঐতিহাসিকভাবে সরানো হয়েছে। যাহোক, যখন আমরা দেখি সমাজবিজ্ঞানীগণ বিকল্পগুলিকে ইতিহাসে কীভাবে উপস্থাপন করেছে, তখন আমরা বর্তমান দিনের জন্য - জেডেসের শহুরে পুনর্নির্মাণ, মিড এর সম্প্রদায়ের সংগঠন, ডেভিস এর কারাগার-বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে ম্যানহেইমের রেডিও বক্তৃতাগুলিতে এর সমৃদ্ধ উদাহরণ খুঁজে পাই। এ ধরনের আলোচনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কথা-সাহিত্য সমাজবিজ্ঞানীদের বিকল্প রূপরেখা প্রনয়নে সহয়তা করে। সম্ভবত এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল শার্লট পারকিনস গিলম্যানের নারীবাদী কল্পকাহিনী হেরল্যান্ড, যেটা যৌথভাবে শিশু-পালন এবং মানবতা ও প্রকৃতির মধ্যে টেকসই সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছে।

রুথ লেভিটাস পরামর্শ দিয়েছেন, যেহেতু আমরা বৈষম্য এবং ক্ষমতার প্রকারভেদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় লিপ্ত, এবং এই আশাবাদ ধারণ করি যে এগুলোকে নির্মুল করা যেতে পারে, তাই সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের কাজের মধ্যে "নীরব কল্পরাজ্যে" বিচরণ করে। আমি এই সংক্ষিপ্ত লেখনী থেকে দেখাতে পেরেছি যে প্রায়শই সমাজবিজ্ঞানীগণ বিকল্প প্রস্তাব সম্পর্কে সরব নন। সমাজবিজ্ঞানে বিকল্পধারার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে যা থেকে আমরা অনুপ্রেরণার চাইতে, বরং বিতর্ক এবং সমালোচনায় লিপ্ত হতে পারি। যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় "তাহলে, বিকল্প কি?" আমাদের কাছে তখন রয়েছে বহু সম্ভাব্য উত্তর। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ম্যাট ডাউসন <Matt.Dawson@Glasgow.ac.uk>

> নির্মানাধীন ভবিষ্যৎ

রাইনার রিলিং, মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি

কে আমাদের ভবিষ্যতকে কী রূপ দেয়?
ছবি: এস। বাস্তো / ফ্লিকার।
কিছু অধিকার সংরক্ষিত।

'রূপান্তর' নামক ধারণাটির ইতিহাস দীর্ঘ নয়। কিন্তু বিচিত্র। আমাদের দৈনন্দিন জীবন, সব ধরনের পরিবর্তনের রাজনৈতিক-বৈজ্ঞানিক বর্ণনা, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন তথা উত্তর-উপনিবেশিক ব্যবস্থার উন্নয়ন থেকে উদার গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের উদ্ভব, বিশ্বায়িত হতে থাকা ধনতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের বদল এই ধারণার আওতায় পড়ে। এ ছাড়া আরও বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের 'বড় ধরনের পরিবর্তন', সমাজতান্ত্রিক থেকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি এবং আরও নানান কিছু এই রূপান্তর নামক ধারণাটির অন্তর্ভুক্ত। এখানে একটি বিতর্ক রয়েছে যে কিভাবে এবং কার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতারা 'এখান' থেকে 'সেখানে' যাবে। এই বিতর্কটির দিকে যখন নজর দেওয়া হয়, তখন রূপান্তরের ন্যারেটিভ, বর্ণনা বা আখ্যানগুলো বেশ কৌতূহল উদ্দীপকভাবেই 'ভবিষ্যতের রাজনীতির' কিছু উপাদানকে অবহেলা করে।'ভবিষ্যত ইতোমধ্যেই এখানে; এটা শুধু এখনও সমভাবে বণ্টিত হয়নি। 'সাইবারস্পেস' ধারণার প্রবক্তা উইলিয়াম গিবসন সোয়া শতক আগে এই কথা বলেছিলেন। যদিও আগের শতকগুলোতেই উত্থাপিত একটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন, তা হলো, বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের 'ভবিষ্যৎ বণ্টন'। বুর্জোয়া আধুনিকতাবাদে সময়ের আধুনিক সম্পর্কের উদ্ভব অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের এ যাবৎকালের গ্রহণযোগ্য যে পার্থক্য তাকে বৈপ্লবিকভাবে বদলে দিয়েছে। এবং সেই সঙ্গে 'ভবিষ্যতের' অর্থকে পরিবর্তন করে নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় করেছে ('ভবিষ্যত তৈরিকৃত')। শুধু তা-ই নয়, এটি মুনাফা তৈরি ও হিসাব নিকাশের সঙ্গে অনাগত সময়ের সম্পর্ক স্থাপন করেছে; ভবিষ্যৎকে করেছে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। মূলত, অতীতকে কেন্দ্র করে থাকা ধনতন্ত্র-পূর্ব সমাজগুলো রূপান্তরিত হয়েছে ভবিষ্যৎকেন্দ্রীক ধন-পুঞ্জিভূতকারী সমাজে। এটা অবশ্য তখন থেকেই যখন কৌশলী প্রকল্পগুলো প্রচুর পরিমাণে ভূমি দখল করতে থাকে। সে সময়ই 'ভবিষ্যতের মহাদেশ' ধারণাটি তৈরি হয়ে যায়।

বাজারকে সার্বজনীন করা এবং অর্থকে ধনতন্ত্রের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছিল। সেই সঙ্গে এই বাজার ও অর্থকে করা হচ্ছিল স্থানীয় ও সামাজিক বিষয়াদি থেকে সম্পর্কবিহীন (কার্ল পোলানি)। এর ফলে তখন কৌশলী ধরনে 'বর্তমান ভবিষ্যৎ' চলে আসে (নিকলাস লুহামান)। আর এই ব্যাপারটি কিন্তু আজ সব জায়গায় ও সব সময় দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, অর্থনৈতিক শিল্পের আধিপত্যবাদী অর্থ-ক্ষমতা মিশ্রণের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটি নিয়ে সারা বিশ্বের যে বাজি, সেটির কথা। কিংবা বলা যায়, 'ভবিষ্যতের যন্ত্রপাতির' বিস্তার। এই 'ভবিষ্যতের যন্ত্রপাতির' বিস্তার হতে পারে, নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি, প্রতিরোধমূলক, সহিংস, সামরিক রাষ্ট্রের কিংবা বাস্তুসংস্থানের টেকসইত্ব রক্ষার জন্য হিসাব-নিকাশ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জিওইঞ্জিনিয়ারিং আর ফসিল জ্বালানি পরবর্তী "সবুজ ধনতন্ত্র"কে একত্র করে রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুনাফা তৈরির কথাও।

তথাকথিত চতুর্থ শিল্প, বিগ ডেটা, ডিজিটাল সমাজ, স্মার্ট স্পেস, ডিজিটাল আধিপত্যবাদের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও সামাজিক আবিষ্কারের একটি জটিল ব্যবস্থা তৈরি হয়। এই জটিল ব্যবস্থাটি একটি বৈশ্বিক এক-ত্রীভূতকরণের একটি বিরাট প্রতিশ্রুতিকে অন্য যে কোনো কিছুর চাইতে

>>

বেশি প্রকাশ করে। আর এই প্রতিশ্রুতিটি মূলত প্রকাশ পায় বর্তমান ধনতন্ত্রের তথ্যগত ও শিল্পগত উৎপাদনশীল শক্তির রূপান্তরের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে।

আরও ধারণা করা যায়, এটি আরও একবার অনেকগুলো ব্যক্তিগত এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণের প্যাটার্নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। পরিবর্তন আসবে উনিশ শতক থেকে উদ্ভব হওয়া কিছু সামাজিক অনুশীলনেরও। যেমন, সতর্কতা, প্রতিরোধ, পূর্বেই গ্রহণ করার প্রবণতা, প্রস্তুতি, অভিযোজন (স্থিতিস্থাপকতা)। এই অনুশীলনগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শক্তিশালী ও টেকসই প্রতিশ্রুতি দেখা যায়।

এই বড় ফরম্যাটগুলো একই সময়ে ভবিষ্যতের জন্য ধনতান্ত্রিক সাফল্যের পাবলিক ও ব্যক্তি জীবনের অংশবিশেষ। এগুলো নিজ নিজ ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার জন্য ক্ষমতা ও মুনাফার জন্য পথ পরিষ্কার করতে চায় বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের গতিপথ স্পষ্টভাবেই সহিংসতা বা সংকট তৈরির মাধ্যমে নয়। কারণ সমন্বয়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের ক্ষমতার কলেরব এবং মডেল তৈরি করেছে। এর ফলে এদের আবর্তন ও রূপান্তর খুব সাধারণ নয়।

একই সময়ে এই প্রকল্পগুলোর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য হলো, ভবিষ্যতের পৃথিবীকে ব্যবহার করা। এরা নিত্য নতুন বৈশ্বিকভাবে কার্যকর, গভীর ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি, ইউটোপিয়া, মিথ ও আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে (জেন্স বেকার্ট)। এর মাধ্যমে সমসাময়িক ধনতন্ত্রের পদ্ধতিগত টেকসইত্ব আরও জোরালো হয়। এই প্রকল্পগুলো কাজ করে ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক হিসেবে (জর্জ বোলেনবেক)। এগুলো এই বিশ্ব এবং এই প্রকল্পগুলোর 'বর্তমান ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে কিছু পথনির্দেশক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

আমরা যখন ভবিষ্যৎকে তৈরি করি বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করি, হিসাব-নিকাশ করি, লিখি, আশাবাদ ব্যক্ত করি, পরিকল্পনা করি অথবা ভবিষ্যৎকে নিয়ে ফ্যান্টাসির জগতে অবগাহন করি, তখন কী হয়? তখন ভবিষ্যৎ পরিণত হয় বর্তমানে (সত্যিকারের এবং বাস্তব)। নামকরণ, ব্যাখ্যাদানকরণ, কাঠামোবদ্ধকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সংজ্ঞায়িত হয়। এবং এটি করার মাধ্যমে, এখানে এবং এখন, তাদের বর্তমানে আনা হচ্ছে তারা হয়ে যাচ্ছে 'বর্তমান ভবিষ্যৎ'। এই ভবিষ্যৎগুলোকে বিপন্ন হিসেবে নামকরণ করা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা হয় ও হয়েছিল। একই সঙ্গে তাদের নিজ নিজ বর্তমানে আনা হয়। এটি ভবিষ্যৎকে সমসাময়িক করে এবং সিদ্ধান্ত তৈরির জন্য প্রস্তুত করে। এই পুরো প্রক্রিয়াটির সঙ্গে 'ভবিষ্যৎ বর্তমান' ও 'বর্তমান ভবিষ্যতের' মধ্যে দূরত্ব ঘোচানোর প্রচেষ্টা যুক্ত হয়। প্রতিটি 'বর্তমান ভবিষ্যৎ'-এর অবস্থান হয় একটি 'এখানে ও এখন' এবং 'তখন ও সেখানে'র মধ্যে। বর্তমান ভবিষ্যৎরা বর্তমান। কিন্তু একই সময়ে তারা অনুপস্থিত। কারণ সেগুলো এখনও ঘটেনি। সেগুলো হয়তো অদ্যাপি নেই। কিংবা কখনও ঘটবেও না। এটা হলো সে সব বর্তমান কোনো কিছুর উপস্থিতির কারণে যা ঘটেনি, অথবা যা হয়তো কখনই ঘটবে না, যা এই বর্তমান ভবিষ্যৎকে সিদ্ধান্তগ্রহণের, ক্রিয়াকলাপের বা ক্রিয়াকলাপ না করার বিষয়বস্তুতে পরিণত করে।

সুতরাং এটা সেটি সম্বন্ধে যে কিনা বর্তমান ভবিষ্যতের 'সময় প্রতিলিপি' রেখে যায় ভবিষ্যৎ বর্তমানে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে ভবিষ্যৎকেন্দ্রীক আইডিয়া, মডেল, কল্পনা, বর্ণনা, ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত তৈরি করা দরকার। এগুলোকে ব্যবহার করা হবে আস্থা, বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, অনুমোদন এবং সর্বোপরি নিরাপত্তা তৈরিতে। এখানে মূলত সেই নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে যে, অনির্দিষ্ট ও অপ্রত্যাশিতভাবে এই নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ বর্তমান আসলে ঘটবে। আর এটাই হলো, এটাই হলো 'ভবিষ্যত রাজনীতির' পাঞ্চ লাইন! এটি দাঁড়িয়ে আছে কাঁপুনি ধরা পায়ের উপর। তবে এই পা-গুলো কিন্তু দৈত্যাকার!

তথাপি, বর্তমান ভবিষ্যৎ তৈরি করার অর্থ কিন্তু অন্যদের থেকে ভবিষ্যৎকে নিয়ে যাওয়াও। ব্রিটিশ ফিউচারোলজিস্ট বারবারা অ্যাডামের ভাষায়, 'আমরা তৈরি করি এবং নিয়ে নিই ভবিষ্যৎকে।' উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, শোষিত, চরম দরিদ্র, গৃহহীন, অনথিভুক্ত, কারাগারে বন্দী বা উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ করায়ত্ত করার কথা। এখানে যে কোনো ক্ষমতাবান ও হেজেমনি দ্বারা প্রভাবিত ভবিষ্যৎ-তৈরিকারী কল্পনা বা আকৃতি সেই মানুষগুলোর ভবিষ্যৎ বর্তমানকে নষ্ট করে, যারা এটি অনুসরণ করে। অভাব, দারিদ্র, অস্বচ্ছলতা এবং অনাড়ম্বরতা তাদের জীবনের সময়কে সংকুচিত করে প্রয়োজনে। এদের জীবনের উদ্দেশ্য হল, বর্তমানের এই মর্মপীড়ার মধ্যে টিকে থাকা। ফলে তাদের জন্য আকর্ষণীয় ভবিষ্যৎ, উত্তম জীবন এবং কল্পনার জন্য কোনো জায়গা আর থাকে না। অনাড়ম্বরতা দরিদ্রদের ভবিষ্যতের জন্য একটা অবিরত আঘাত।

ভবিষ্যতের এই পথকে লুহমানের ভাষায় বলা যায় 'সম্ভাবনার গুদামঘর'। একে বন্ধ করার এবং আধিপত্যবাদী প্রকল্পগুলোর বিপরীতে যেতে পারে এমন সব কিছুকে ক্ষমতা থেকে আলাদা করে দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া দেখি আমরা। আর এটিই হলো এখানে এবং এখন যে আধিপত্যবাদী ভবিষ্যৎ রাজনীতি দেখা যায়, তার একটি সংকেত।

যা হোক, এটা কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধনতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতির বড় বড় সাংস্কৃতিক মডেল এবং ন্যারেটিভ বা আখ্যান পৌঁছানো নয়। বরং এটা হলো তাদের আকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা এবং তাদের স্থিতিশীলতা। এটা অবশ্য পরিষ্কারভাবে মুছে গেছে গত ৫০ বছরে। গত দশক জুড়ে, অর্থনৈতিক সংকটের অভিজ্ঞতা, শৃঙ্খলার যে সামাজিক-গণতান্ত্রিক-উদার প্যাটার্ন তার দ্রুত পতন এবং ডানপন্থীদের থেকে সহিংস রাজনীতির উত্থান এই অস্থিতিশীলতার গতিকে দ্রুততর করে। জাতীয়তাবাদী ও ফ্যাসিস্ট আখ্যান বা ন্যারেটিভগুলো শুধু বাজারের ব্যাপার নয়। বরং এর দায় অভিজাতদের উপরও বর্তায়। এই ন্যারেটিভগুলোর উত্থান ঘটছে নতুনভাবে এবং তারা আরও উন্নতিলাভ করছে। ২০০৮ থেকে যে আর্থিকীকরণ এবং অর্থনৈতিক সংকট তা লক্ষ লক্ষ কল্পিত ভবিষ্যত বর্তমানকে গুরুত্বহীন করে তোলে এবং করে ধ্বংস। সহস্রাব্দের পালাবদলের শুরু থেকেই এই নতুন ও প্রধান ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক পথগুলো এসব অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনা থেকে পুনরায় সক্রিয় হয়েছে অথবা যুক্ত হয়েছে। ফলে তাদের নির্ভলশীলতা বাড়ছে অর্থনীতিতে বড় বড় ট্রেন্ডের যে ভাঙন এবং ঐক্যবিনাশ তার উপর। অর্থনীতিতে আমরা এই অবস্থা দেখছি, তার কারণ ডানপন্থীদের নিকট থেকে প্রতিক্রিয়াশীল বিপরীতমুখী সংস্কৃতিতে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে জোরদার করা। এভাবেই পূর্বের রাজনৈতিক কাউন্টার-ন্যারেটিভ বা বিপরীত আখ্যানগুলো ভারী হচ্ছে এবং নিজেদের স্থিতিশীল করছে প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিকভাবে।

যারা আজকের ধনতন্ত্রকে সমালোচনা, সংস্কার বা বৈপ্লবিক রূপান্তর করতে চায়, তাদের অবশ্যই এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, ধনতন্ত্র হলো ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি ভবিষ্যতকেন্দ্রীক সমাজব্যবস্থা যা কাজ করে সম্ভাব্য, বিশ্বাসযোগ্য ও সাধনযোগ্য করা এমন ভবিষ্যৎ নিয়ে। যদিও অবশ্যই এর বর্তমান মন্ত্র হলো, পূর্বের রাজনীতির আখ্যানগুলোকে আহ্বান করা। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
রাইনার রিলিং <rillingr@mailer.uni-marburg.de>

> বুয়েন ভিভিরের বহুস্বর

মাতেও মার্তেঞ্জ আবারকা, ইউনিভার্সিডেড ন্যাসিওনাল অটোনোমা ডি মেক্সিকো, মেক্সিকো এবং সেন্টার ফর স্যোশাল স্টাডিজ, কোয়িম্ব্রা বিশ্ববিদ্যালয়, পর্তুগাল

চিত্রিতঃ আরবু

লাতিন আমেরিকায় সাম্প্রতিক বছরগুলোয়, বিশেষ করে আন্দেয়ান অঞ্চলে, বুয়েন ভিভির নামক ধারণার বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রথমত, ১৯৯০ দশকের আদিবাসী সংগ্রামের অগ্নিময় সময়ে এটি একটি প্রস্তাব হিসেবে উত্থাপিত হয়, অতঃপর বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও একাডেমিক এলাকার গভীর আলোচনা হিসেবে, এবং অবশেষে, ইকুয়েডরের মতো দেশগুলোতে, ২০০৮ সালের নতুন জাতীয় সংবিধানের খসড়া করার সময় চূড়ান্ত ধারণা হিসেবে একে আমরা দেখতে পাই (এবং ফলে পরবর্তীতে এটি পাবলিক পলিসি হিসেবে অনূদিত হয়)। বুয়েন ভিভির একটা শক্তিশালী ধারণা যেটি বিস্তৃত হয়ে গেছে খুব স্বল্প সময়ে। কিন্তু বুয়েন ভিভির জিনিসটা আসলে কী? এটাকে কি কেউ একটি বাস্তবসম্মত প্রাসঙ্গিক প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা করবে যা শুধু লাতিন আমেরিকাই নয়, পুরো বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য?

বুয়েন ভিভিরকে সংজ্ঞায়নের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। যা মূলত এটি কোথায় ঘোষণা করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। এই হিসেবে স্পষ্ট-ভাবেই, এটা একটা ধারণা যেখানে ঠিক করা হয় এটি আহ্বান করার স্বর কেমন হবে বা এটি কতটা শক্তি ব্যবহার করে আহ্বান করা হবে। সে কারণে সব আদিবাসীদের কাছে বুয়েন ভিভিরের অর্থ এক নয়, অথবা সকল আদিবাসী নারী, পরিবেশবাদী, বুদ্ধিজীবী বা এনজিওদের জন্য, অথবা এমনকি ইকুয়েডরের সরকারের কাছেও নয়। বুয়েন ভিভির একটি স্প্যানিশ শব্দ যার বাংলা অর্থ হলো, 'ভালো জীবনযাপন'। এটি আসলে একটি খুব সমৃদ্ধ (কিন্তু নির্মানাধীন) ধারণাকে প্রকাশ করে, যাকে খুব সহজে স্থির রূপ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এটি সব সময় তৈরি হচ্ছে, আবার ভেঙে পুনরায় তৈরি হচ্ছে, আপোষ করছে এবং আবার আপোষ করছে।

যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট দর্শন এবং বাস্তবতার ধারণার মধ্যে প্রবেশ না করি তবে আদিবাসীদের জন্য বুয়েন ভিভির কী তা বোঝা যাবে না। ইকুয়েডরে কিচোয়া আদিবাসীরা "সুমাক কাওসায়" নামে একটা ধারণা ব্যবহার করে। এটি বুয়েন ভিভিরের সমতুল্য। সুমাক কাওসায় একটি ইউটোপিয়ান আইডিওলজি, যার মূল পাছামামায় (মোটামুটিভাবে

>>

অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায়: পৃথিবীর মা) প্রথিত, যেখানে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সব সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয় গোষ্ঠী এবং পরিপূরক, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সংহতি ও সমতাকে মুখোমুখি সামনে রেখে। কিচোয়া ভাষাভাষীদের জন্য, সুমাক কাওসায় হলো লাকিত কাওসায়ের বিপরীত ধারণা। লাকিত কাওসায় হলো 'খারাপভাবে বেঁচে থাকা'; জীবনের একটি দুর্ভাগ্যজনক বৈশিষ্ট্য যেখানে গোষ্ঠীর উপস্থিতি থাকে না। বলি-ভিয়ার আয়মারাদেরও কাছাকাছি (তবে ভিন্ন একটা ধারণা আছে): সুমা কামানা। প্যারাগুয়ের গুয়ারানিরা একে বলে নানদেরেকো। চিলি ও আর্জেন্টিনার মাপুচেসরা একে বলে কুমে মঙ্গেন এবং ইত্যাদি...

বুদ্ধিজীবী ও পন্ডিতদের জন্য, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকান বামপন্থীদের জন্য, বুয়েন ভিভিরের একটা শক্তিশালী সম্পর্ক আছে উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও নিষ্কাশনকরণ সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে। জীবনের ধনতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর আওতায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মানুষের উৎপাদনশীল কর্মকান্ড এবং প্রকৃতির পণ্যায়নের উপর নির্ভর করে (এমনকি অউৎপাদনশীল মানুষ ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করে)। ফলে বুয়েন ভিভির বাজার ভিত্তিক সমাজের মূল্যায়নের মডেলের বৈপ্লবিক বিরোধী ধারণা হতে পারে: ব্যবহারিক মূল্যকে বিনিময় মূল্যের উপরে স্থান দেওয়া, যেভাবে ১৯ ও ২০ শতকের বস্তুবাদী তাত্ত্বিকরা এর পার্থক্যকে কাঠামো দেন। এই অর্থে বুয়েন ভিভির শুধু প্রবৃদ্ধির পরবর্তী সামাজিক যুক্তি নিয়েই কাজ করে না। বরং এটি কাজ করে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধনতন্ত্র পরবর্তী অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা তৈরি করে।

যে কোনো ঘটনায়, বুয়েন ভিভিরকে ভিন্ন ও অপশ্চিমা তত্ত্বের উপর গড়ে ওঠা আধুনিকতার সমালোচক হিসেবে বুঝতে হবে যার মধ্যে রয়েছে সেগুলো যেগুলো মার্ক্সবাদ দ্বারা কাঠামোবদ্ধ হয় একটি উপনিবেশিক, ইউরোপকেন্দ্রীক ধারার বৈশ্বিক ক্ষমতার সংকটের মধ্যে। এর তাত্ত্বিক উন্নয়নের শর্তাবলির মধ্যে বুয়েন ভিভির ক্রিটিক্যাল থিওরি, উপনিবেশ পরবর্তী তত্ত্ব, নারীবাদ, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক ও জেন্ডার পাঠ এবং রাজনৈতিক বাস্তুসংস্থান থেকে একাধিক অন্তর্দৃষ্টি গড়ে। কিন্তু এর ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা গড়ে ওঠে মূলত সংকীর্ণ, প্রায়ই সামাজিক আন্দোলনগুলোর কঠোর জীবিত অভিজ্ঞতা থেকে, বিশেষ করে আদিবাসী আন্দোলনগুলো থেকে, যা তাদের প্রতিফলন ও প্রতিশ্রুতির তরজমাকে একসেট ধারণার দিকে চালনা করে যা তাদের সংগ্রাম কিভাবে কী করবে তা ঠিক করে। এই একই পরিমাপে, বুয়েন ভিভির সব সময়ই তরলতা ও সংস্কারকে এড়িয়ে চলে এই ধারণার ক্ষেত্রে। অন্যান্য ইউটোপিয়ানের মতো প্রস্তাবের পৌনঃপুনিক তাত্ত্বিক ভিত্তির বিরুদ্ধে যা এর অন্যতম একটি বড় সুবিধাকে তৈরি করে।

একাধিক ঘটনায় গোষ্ঠীটি বুয়েন ভিভিরের বাইরেও নতুন এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহারিক ধারণাকে আবিষ্কার করে। এই ধারণাগুলো মূলত তাদের সংগ্রামের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু চ্যালেঞ্জকে তুলে ধরে। একটা উদারহণ হতে পারে, কাওসাক সাশা অথবা জীবন্ত বন, সারাইয়াকুর আদিবাসীদের দ্বারা বর্ণিত, যাদের বসবাস ইকুয়েডরের আমাজন অববাহিকায়। এই প্রস্তাবটির শুরু হয় তাদের এলাকায় তৈল শোষণের হুমকির একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে। এবং এটির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় লক্ষ্য ছিল তাদের সম্প্রদায়ের জীবন প্রকল্পকে পরিচর্যা করা। এই লক্ষ্যটি মূলত তাদের উপর আরোপিত নিষ্কর্ষ মডেলগুলোর একটি বিকল্প হিসেবে এসেছিল। কয়েক বছর পরে সারায়াকু ও তার জোট সংস্থাগুলো কপ ২১ প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে (২০১৫) কাওসাক সাচাকে উপস্থাপন করে। পরবর্তীকালে এটি হাওয়াইয়ের আইউসিএন ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন কনগ্রেসে উপস্থাপিত হয় ২০১৬ সালে।

বুয়েন ভিভির নিছকই আমাদের পূর্বপুরুষদের বিশ্বদৃষ্টিরই এক নতুন রূপ নয় যদিও এটা আদিবাসীদের ঐতিহাসিক স্মৃতি থেকে বহু প্রথাগত উপাদানকে তুলে আনে ও পুনরায় উজ্জীবিত করে। বরং ধারণাটি আইডিলজি'র খুব একটি অগ্রসর নির্মান ও অনুশীলনকে মেনে চলে। এই নির্মান ও অনুশীলন সব সময়ই বাস্তবতার ছন্দের সাথে মানিয়ে নেয়। বাস্তবতা বলতে এখানে সেই বাস্তবতার কথা বলা হয়েছে যেটি মূলত শ্রমিক ও প্রকৃতিকে শোষণ তার কেন্দ্রে রেখেছে। বিশ্বের উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্তের একাডেমিক ও এক্টিভিস্টদের মধ্যে একটা প্রথাগত ভুল হলো, তাঁরা মনে করেন, বুয়েন ভিভির হলো নতুন যুগের আধ্যাত্মি-কতার সাম্প্রতিকতম স্বাদ। যেখানে পূর্ণিমা রাতে আদিবাসী ও তাদের জোট একত্র হয়ে ঢোল পেটায় যখন কি-না তাদের চারপাশের দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বুয়েন ভিভিরকে এমন রঙিন, যৌক্তিক- প্র্যাগমাটিস্ট চশমা দিয়ে দেখাটা আমাদের অজান্তেই একটি প্রস্তাবকে অরাজনৈতিক করে দেয়, তা হলো, এর নির্ভেজাল রূপ, একটি অন্তর্নিহিত ও গভীর রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ।

এমন ব্যাখ্যাদান সংক্রান্ত ভুল এবং রাষ্ট্র বিষয়ক যুক্তির কারণে ও জন্য একচেটিয়া মতবাদ হিসেবে এর নীতিমালার ক্ষেত্রে কিছু সরকারের অরাজনৈতিক সহযোগিতা দেখতে পাই আমরা। এর ফলে বুয়েন ভিভির একটি বৈপ্লবিক রূপান্তরমূলক প্রস্তাব হিসেবে নিন্দিত হয়। এটা আমরা ইকুয়েডরের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। যেখানে ২০০৮ সাল থেকে বুয়েন ভিভির জাতীয় সংবিধানের একটি অংশ। এর রূপান্তরমূলক সম্ভাবনার অন্তঃসার থাকা সত্ত্বেও, দক্ষিণ আমেরিকার তথাকথিক পিঙ্ক টাইডের সাথে সংযুক্ত একটি সরকারের নির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতায় রয়েছে বুয়েন ভিভির। ফলে এটি ইকুয়েডরের সমাজে আমলাতান্ত্রিকভাবে এর সম্ভাবনা হারানোর মাধ্যমে শেষ হয়েছে। এই সময়টা পুরো দেশ গভীর নিষ্কর্ষ এজেন্ডা, স্বৈরাচারী অনুশীলন এবং দুর্নীতি কেলেঙ্কারির ধারায় ডুবে যায়। এবং অদ্যাপি, এই প্রতিভাশালী বিপরীত রাজনৈতিক পরীক্ষণের ক্ষণিকের বিপত্তি একটি প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে। এই প্রক্রিয়াটি মূলত আত্মপর্যালোচনা, পুনঃনবায়ন এবং একাধিক নিম্নপদস্থ নির্বাচকমন্ডলীর যেখানে বিশ্বাস করা হয় এই প্রকল্পটির সঙ্গে থাকা এবং এর উপর আস্থা রাখা উচিত। এবং সবশেষে, এটা হবে সেইসব কণ্ঠস্বরের জোট যারা বিড়বিড় করে তাদের সংগ্রামের দার্শনিক ও রাজ-নৈতিক উপাদান হিসেবে বুয়েন ভিভিরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শেষ কথাগুলো বলে যাবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
মাতেও মার্তেঞ্জ আবারকা <abortocronico@gmail.com>

> আরব বিশ্বের ব্যতিক্রম ভবিষ্যত

আবদেলকাদের লাট্রেচে, সমাজবিজ্ঞানী ও জনতত্ত্ববিদ, কাতার/আলজেরিয়া

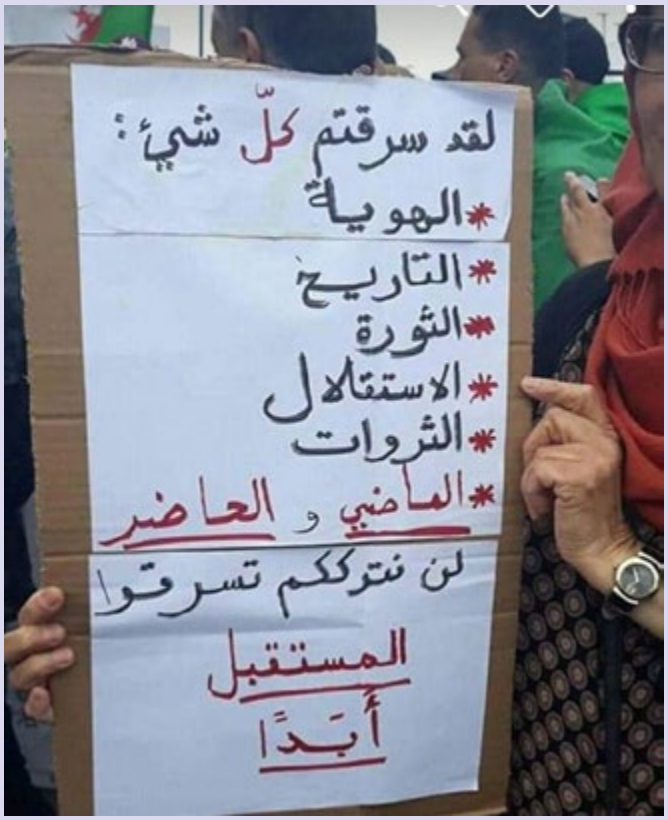

আলজেরিয়ায় একটি বিক্ষোভের সময় প্ল্যাকার্ডে লিখেছিল: "আপনি সমস্ত কিছু চুরি করেছেন: আমাদের পরিচয়, আমাদের ইতিহাস, আমাদের বিপ্লব, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের রিসোর্স, আমাদের অতীত ও বর্তমান। তবে আপনি আমাদের ভবিষ্যত চুরি করতে পারবেন না।"
ছবি: আবদেলকাদের লাট্রেচে।

আরব দেশ বা আরব বিশ্বের ভবিষ্যতবাণী, প্রত্যাশা বা ভবিষ্যতকে রূপদান করা একটি চ্যালেঞ্জিং ও কঠিন কাজ। চ্যালেঞ্জিং, কারণ এটি ভবিষ্যতের সাথে অত্যধিক মুগ্ধ দেশগুলির সাথে সম্পর্কিত, অতীতের জাঁকজমক এবং বর্তমানের দুর্দশাগুলির মধ্যে বিভক্ত। "আরব জাতির" রূপকথার নবীনতার জন্য চিরন্তন অনুসন্ধান সহ একটি ভাল আগামীর সন্ধানে এগুলি হল সনাতন (কাদিম) এবং আধুনিক (জাদিদ) এর মধ্যে চিরন্তন বিতর্কের সমাজ, এবং স্থায়ী দ্বন্দ্ব মতবিরোধ ও ধারাবাহিকতার মাঝে। কঠিন, কারণ আরব দেশগুলি উনিশ শতক থেকে পরিবর্তনের একটি পর্যায়ে রয়েছেঃ জাতি-রাষ্ট্রের গঠন এসেছিল ডিক্লোনাইজেশন পরে; এরপরে বিভাজন এবং দ্বন্দ্ব এবং নবায়ন (তাজদিদ) অনুসন্ধানের ফলে বিভিন্ন ধরণের সংকট দেখা দেয়। মুক্তির সংগ্রাম অবলম্বন করে নবায়ন (আধুনিকতাবাদ) ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ফাটল সৃষ্টি করে। আর এ কারণেই আরব দেশগুলি সর্বদা দুর্বল দেখা যায় এবং সব কিছু পুনরায় করতে চায়; ইউরোপের উনিশ শতকের মতো স্বাধীনতার জন্য তাদের বিপ্লবগুলি বর্তমান সর্বদা ইতিহাসের বিরোধী। যার চিহ্নগুলি অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। বিপরীতে, ভবিষ্যত ধারণাটি নবায়ন, ফাটল এবং আধুনিকতার সমার্থক। যেমন উনিশ শতকের আরব পুনর্জাগরণ আন্দোলনে দেখা গিয়েছিল যে আরব সমাজ স্থবিরতার নিন্দা করেছিল এবং একটি নতুন আধুনিক রাজনৈতিক স্থানের উত্থানের প্রচার করেছিল।

আরবদের, "আরব জাতির" বা আরব দেশগুলির ভবিষ্যতের ধারণাটি আরব দেশগুলির স্বাধীনতার আগে এবং পরে আরব চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং দলগুলিতে সর্বদা উপস্থিত ছিল। এই ধারণাটি, যা আরব দেশগুলির সমসাময়িক ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, বিশেষত নবজাগরণের আন্দোলন (নাহদা), ডিক্লোনাইজেশন, আধুনিকায়ন এবং নতুন দেশ-রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি কয়েক দশক ধরে আরব ঐক্য এবং/অথবা আরব সাধারণ কর্মের ধারণার সাথে একত্রে যুক্ত ছিল। আরব স্বপ্ন সম্পর্কিত সামাজিক ও জনপ্রিয় প্রচেষ্টা বিভিন্ন সাহিত্য, শৈল্পিক, ক্রীড়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এখনও অব্যাহত রয়েছে। স্পষ্টতই, আরবদের ভবিষ্যতের ধারণাটি প্রজন্ম এবং সময় উভয়ই অতিক্রম করে। তবে এটি আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে, বিশেষত ভবিষ্যতে আরব দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে।

> ব্যতিক্রম ভবিষ্যত

তাদের স্বাধীনতার পর থেকে আরব দেশগুলি নতুন জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, আইনী ও আইনসভা কাঠামো এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতি তৈরি ও গ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনার আধুনিকীকরণের প্রতি তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রচেষ্টাগুলি প্রচুর পরিমাণে জাতীয় সম্পদের একত্রিতকরণের প্রয়োজনীয়তা অর্জন করেছে এবং সর্বদা সম্পদের একটি প্রাথমিক উৎস তেল বা গ্যাস, পর্যটন বা কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রাথমিক ক্ষেত্রের সঙ্কট যেমন তেল ও গ্যাসের দামের ওঠানামা - বড় ঘাটতি সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণের বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয় এবং ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট দেখা দেয়। আরব অর্থনীতির স্বতন্ত্রতা এবং একটি ক্ষেত্রের উপর তাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা অব্যাহত রাখতে পারে না; আরব দেশগুলিকে তাদের অর্থনীতিকে আলাদাভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং যেভাবে তারা তাদের সংস্থানগুলি বিশেষত তেল এবং গ্যাস ব্যবহার করে সেগুলি পরিবর্তন করতে হবে। এই বড় পরিবর্তন বা "ফাটল" অর্থনীতির সত্যিকারের বৈচিত্র্যে প্রয়োজন যা তেল ও গ্যাস শিল্পের বাইরে চলে যায়, উৎপাদনশীল কাজের মূল্য বৃদ্ধি করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে স্থানীয় উৎপাদনমূলক উদ্যোগকে উৎসাহ দেয় এবং সমর্থন করে। এটি অন্যদের মধ্যে লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, নৃগোষ্ঠী এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, আঞ্চলিক এবং উপজাতি সম্পর্কিত, যার উপর ভিত্তি করে সমস্ত একচেটিয়া অনুশীলনগুলির বর্জন প্রয়োজন। আরব দেশগুলির ভবিষ্যতের স্থিতিশীলতার জন্য জনগণের সমস্ত উপাদানকে অংশীদার করার জন্য তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন, এবং জীবনের জন্য একজন নেতার ধারণা (ব্রেক্সিট) প্রয়োজন, বিংশ শতাব্দীতে যা সমগ্র আরব রাজনৈতিক দৃশ্যে আধিপত্য বিস্তার

>>

করেছিল। অন্যান্য রাজনৈতিক প্রাধান্যগুলি জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং আঞ্চলিক আরব প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণ ও পেশাদারকরণের উন্নতির উদ্বেগ; এগুলিকে ক্ষমতায়িত করা এবং রাজনীতির আরও স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন।

অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজে অংশ নেওয়া "নতুন নাগরিক" তৈরি করার জন্য আরবদের "ব্যতিক্রম" ভবিষ্যতের সাথে স্থানীয় (পৃথক বা গোষ্ঠী) উদ্যোগের তীব্রতা ও বর্ধনের উপর ভিত্তি করে নতুন কৌশল অবলম্বন করে সমস্ত মনোভাবের সাথে ফেটে যাওয়া বা বিরতি জড়িত। এই অংশীদারিত্বের জন্য বিভিন্ন অবাধ ও স্বায়ত্তশাসিত সামাজিক ও পেশাদার সমিতি গঠনের মাধ্যমে নাগরিক সমাজের সংগঠন প্রয়োজন, পাশাপাশি উদ্যোক্তা, পেশাজীবী (আইনজীবী, প্রকৌশলী, শিক্ষক), শিক্ষার্থী, যুবকগণের মতো বিভিন্ন গোষ্ঠী, মহিলা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির চলমান সম্পৃক্ততাও প্রয়োজন, সর্বপরি প্রয়োজন সমাজের উন্নয়ন। জাতীয় নীতিগুলির সম্প্রসারণ নিয়ে এটির সাধারণ বিতর্কও প্রয়োজন। এর অর্থ এই নয় যে রাজ্যের দক্ষতা হ্রাস পাবে, তবে প্রশাসনিক অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপ তৈরি করার জন্য বেসরকারী অংশীদারদের বর্ধিত অংশীদারিত্ব যা শাসক ও শাসিতদের মধ্যে সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে। আচরণ এবং চিন্তাভাবনা উভয় ক্ষেত্রেই এই বিচ্ছিন্নতা সব ধরণের জনবহুলতা এড়িয়ে আরব দেশগুলিতে নারীদের অবস্থান সম্পর্কিত এক ধরণের দায়িত্বশীল ও সাহসী আলোচনা জড়িত। তেমনি, রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূতিকে পুনরায় নিশ্চিত করতে সমাজে ইসলামের অবস্থানটি শান্তভাবে আলোচনা করা প্রয়োজনীয়।

একবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আরব দেশগুলির ভবিষ্যত কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক এবং আচরণগত ফাটল বা বিরতির উপর নির্ভর করবে না: এটি আরবরা জাতি এবং অঞ্চল হিসাবে উভয়েই তাদের স্থান, ভূমিকা এবং কার্যকারিতা কীভাবে দেখবে তার উপরও নির্ভর করবে। এগুলো কি চিরতরে কেবলমাত্র তেল এবং গ্যাস এবং বিভিন্ন দরকারী এবং অ-দরকারী উপভোক্তাদের পণ্য আমদানিকারক হতে চলেছে? আরব অঞ্চলটি কি সর্বদা দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধের অঞ্চল হয়ে উঠবে, আরও বেশি সংখ্যক শরণার্থী এবং বঞ্চিত মানুষ তৈরি করবে? বা আরব দেশগুলি কোনও দ্বন্দ্ব এবং বাস্তুচ্যুত মানুষদের ছাড়া এবং শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা এবং একটি সম্পাদনযোগ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে একটি স্থিতিশীল অঞ্চল গঠন করতে চলেছে? নতুন আরব প্রজন্ম শিল্প, চিকিৎসা, প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কী উৎপাদন করবে? তাদের অবদানসমূহ কী হবে?

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক এবং আচরণগত ফাটল এবং বিরতিগুলির মিথস্ক্রিয়াটি বিশ্বের আরব দেশগুলির নতুন ভূমিকা ও স্থানের উত্থান এবং বিস্তারের সাথে এক সাথে যেতে হবে। এটির জন্য আরব বিশ্বের সম্ভাবনার উপর যতটা বিশ্বাস আছে ততটি বিশেষ সংস্থা বা আইন প্রয়োজন নেই। এটি ভবিষ্যতে আরবদের যে নতুন অভ্যন্তরীণ আলোচনার প্রয়োজন তার আরম্ভ হতে পারে। এই ভবিষ্যতটি কেবল রাজনৈতিক সংস্কার, পুনরায় একীকরণ বা জোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তবে আরব দেশগুলির বাস্তববাদী, মৌলিক এবং সাধারণ স্বার্থ, স্থিতিশীলতা রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিরোধ এবং এর উপর ভিত্তি করে একটি আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণকে লক্ষ্য করবে। এটি মূলত দ্বন্দ্ব, সমৃদ্ধি, সুরক্ষা, আন্তঃআঞ্চলিক বিনিময় ও সহযোগিতার জন্য সমাধান নিয়ে আসবে।

একবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভবিষ্যত প্রজন্মকে নতুন আরব বিশ্বের ভিত্তির উত্তরাধিকারী করার জন্য আরবদের ভবিষ্যত তৈরি এবং পরিকল্পনা করতে হবে। যে ভিত্তিগুলি আমদানি করা হয়নি বা কৃত্রিমভাবে ডিজাইন করা হয়নি বরং অভ্যন্তরীণভাবে শুরু এবং নকশাকৃত হতে হবে। এটি অতীতের সমস্ত কৃতিত্বের ফাটল বা ভাঙ্গন হবে না। বিগত শতাব্দীতে আরব দেশগুলির বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়া জানা গেছে সহজেই। এগুলি ভবিষ্যত গঠনের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। অতীতের ও বর্তমান উভয়েরই একই রকম দুর্বিপাক, হতাশা এবং পরাজয়ের পুনরুৎপাদন এড়াতে, ভবিষ্যতকে এখন অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। বিশেষত অদূর ও সুদূর ভবিষ্যতের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক চ্যালেঞ্জগুলির বৃদ্ধি এবং বহুগুণনের সাথে তাল মিলিয়ে।

একটি নতুন সমৃদ্ধ আরব বিশ্বের উত্থানের জন্য উদ্দেশ্যপ্রনত বৈচিত্র্যময় শর্তগুলির কাছে আরবরা, তাদের প্রতিবেশী এবং বন্ধুরাও আকাঙ্ক্ষিত ছিল। যেখানে ফাটল এবং বিরতি প্রয়োজনীয়, সেগুলি সংলাপ এবং বিনিময়ের মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া উচিত, সহিংসতা এবং বর্জনের মাধ্যমে নয়। এটি আরবদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয় প্রজন্মের জন্য একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এই কারণে, আরবদের ভবিষ্যতকে অবশ্যই আজকের সমস্ত আরবদের একটি অগ্রাধিকারের বিষয় হতে হবে। যা একটি একক দেশের উদ্বেগ নয়, একটি আঞ্চলিক উদ্বেগ। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
আবদেলকাদের লাট্রেচে <ablatre@yahoo.fr>

> কলঙ্ক কীভাবে নীতিগুলিকে বাধাগ্রস্ত করে:

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্জ্য সংগ্রহকারীদের চিত্র

তেরেসা পেরেজ, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্জ্য সংগ্রহ সমিতি।
কপিরাইট: এসএইচপিএ।

গত মাসে আমি কেপটাউন থেকে সাত বছর পরে যুক্তরাজ্যে ফিরে যাওয়ার জন্য আমার জিনিসপত্র প্যাকিং শেষ করেছি। আমি চাই না এমন কিছু আমার বাড়ির বাইরে থাকুক এবং এক ঘন্টার মধ্যে চলে যাক। বর্জ্য বাছাইকারীরা আমার জিনিস সংগ্রহ, বাছাই এবং বিক্রি করেছিল। আমার কাছে এটি বর্জ্য হ্রাস করার একটি দ্রুত এবং সুবিধাজনক উপায় ছিল। একইসাথে লোকেরা উপার্জনের পক্ষে সহায়তা করে। অন্যদের জন্য, আমি গৃহহীন লোকদের আশেপাশের প্রতি আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করে দায়িত্বজ্ঞানী হচ্ছিলাম। সন্দেহ নেই যে এই অর্থটি অ্যালকোহল এবং অবৈধ পদার্থ-গুলিতে ব্যয় করেছিল। প্রতিবেশী নজরদারি দলগুলি কয়েক সপ্তাহ পরে পাশের বাড়ির চুরির বিষয়ে কিছুটা আশ্চর্য প্রকাশ করবে: এই "বর্জ্য বাছাইকারী"দেরকে তথাকথিত অপরাধীদের মতো চোখ এবং কান আছে বলে মনে করা হয়।

এই ধরণের মেরুকৃত মনোভাবগুলি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে নীতিগুলি এখনও বর্জ্য বাছাইকারীদের দ্বারা কলঙ্ককে কাটিয়ে উঠেছে। নেতিবাচক স্টেরিওটাইপগুলি বর্জ্য বাছাইকে "সবুজ কাজ" হওয়ার বা বর্জ্য বাছাইকারীদের পুনর্ব্যবহারকারী শিল্পে কর্মচারী হওয়ার সম্ভাব-নাকে প্রভাবিত করে। "বর্জ্য বাছাইকারী" এই শব্দটির নেতিবাচক ধারণা রয়েছে, যার ফলে "পুনরুদ্ধারকারী" হিসাবে অন্য শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করেছে। আমার "বর্জ্য বাছাইকারী" শব্দ এর ব্যবহার দক্ষিণ আফ্রিকার বর্জ্য পিক্কার্স অ্যাসোসিয়েশন (এসএইচপিএ) এবং গ্লোবাল অ্যালায়েন্স দ্বারা ব্যবহৃত ভাষার প্রতিধ্বনি করে বর্জ্য বাছাইকারী মধ্যে, যারা আরও ভাল কাজের অবস্থার পক্ষে ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আবর্জনা বাছাইকারীদের যে পরিস্থিতিতে সমর্থন করা উচিত সে সম্প-র্কে (যদি থাকে তবে) কোনও ঐক্যমত নেই।

> নীতি এবং বাস্তবতা

বিভিন্ন নীতিমালা স্কেল এবং অঞ্চলগুলির মধ্যে নেওয়া বিভিন্ন পদ দ্বারা বর্জ্য বাছাইয়ের বিষয়ে অস্পষ্টতা আরও বেড়ে যায়। বৈশ্বিক স্তরে, বর্জ্য বাছাই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার "শালীন কাজ" এজেন্ডার আওতায় পড়ে। বর্জ্য বাছাইকারীদের জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে চিত্রিত করা হয়। এর অর্থ বর্জ্য বাছাইকারীরা হ'ল বিশ্ব দক্ষিণের সবুজ অর্থনীতির সম্ভাব্য কর্মী। বৈশ্বিক উত্তরে তাদের অংশগুলির মতো, কখনও কখনও ফ্রিগান বা ডাম্পস্টার ডাইভার হিসাবে পরিচিত, বর্জ্য বাছাইকারীরা পরিবেশগত আন্দোলনের সাথে একত্রিত হয় না। খুব কম সময়ই দেখা যায় যে, বর্জ্য বাছাইকারীদের

>>

লোকে সক্রিয়ভাবে পছন্দ করছেন, বরং এই বিষয়টি তাঁদের হতাশাগ্রস্থ করে। এই চিত্রটি জাতীয় পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে, সরকারগুলি বর্জ্য বাছাইকারীদের নিয়োগ করতে পারে এমন বর্জ্য হ্রাস করার জন্য আরও শ্রম-নিবিড় পদ্ধতিগুলি বেছে নিতে পারে, তবে এটি উচ্চ স্তরের দারিদ্র্যের পরিচায়ক। অন্যদিকে, তারা "বর্জ্য থেকে শক্তি" এর মতো প্রযুক্তিগত সমাধানগুলি অনুসরণ করতে পারে যা আধুনিক ইউরোপীয় পদ্ধতিগুলির অনুকরণ করে, তবে কম কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং বর্তমানে বর্জ্য বাছাইকারী হিসাবে কাজ করা লোকদের দ্বারা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কেপটাউন আফ্রিকার প্রথম বৃহৎ আকারের বর্জ্য থেকে জ্বালানি কেন্দ্রের প্রথম ঘরে পরিণত হয়েছিল বিদ্যুতের ঘাটতির আলোকে এবং এই টুকরোটি লেখার সময় নিয়মিত বিচ্ছিন্নতার প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে জাতীয়করণের ইউটিলিটি সরবরাহকারীর (এসকোম) বিকল্প হলো সহজ বিক্রয়। উদ্ভিদের উদ্বোধনকালে আরও একটি সুবিধা হলো শ্রমিকদের (প্রায় ৮০ জন) ময়লা ফেলার মতো আবর্জনা সংগ্রহ করতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য স্থানীয় সরকারগুলির মতো নয় যেগুলি বর্জ্য বাছাইকারীদের সমবায় গঠনে সহায়তা করেছে, ল্যান্ডফিল সাইটে অপব্যয় বাছাই কেপটাউনে নিষিদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে এই প্রকরণটি সম্ভব, কারণ জাতীয় আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকারগুলির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা থাকতে হবে, তবে শূন্য বর্জ্য অর্জনের উপায় সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় নীতিনির্ধারকদের বিবেচনার ভিত্তিতে। "বিশ্ব শহর" হয়ে উঠতে সচেষ্ট শহুরে অঞ্চলে, বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য একটি আধুনিক চিত্র গুরুত্বপূর্ণ। ফিফা বিশ্বকাপের হোস্টিংয়ের মতো হাই-প্রোফাইল ইভেন্টগুলির প্রস্তুতির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবসায়িক জেলা থেকে রাস্তার বর্জ্য বাছাইকারীদের সরানো হয়। রাস্তার পর্যায়ের যে কোনও দাবি পুনরুদ্ধার করা স্থানীয় কর্মকর্তারা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে দেখেন তবে এটিকে অনেকাংশেই নিরুৎসাহিত করা হয়। এটি আংশিকভাবে বাসিন্দাদের অভিযোগের কারণে, বিশেষত ঐতিহাসিকভাবে "সাদা" শহরতলিতে যেখানে বাসিন্দারা অপরাধের সাথে আঁতকে ওঠে।

> বাসিন্দাদের মতামত

সবুজ চাকরির সম্প্রসারণে জনগণের অংশগ্রহণ জড়িত। কার্বসাইড সংগ্রহের প্রকল্পগুলির সাফল্য বাসিন্দাদের তাদের বর্জ্য পৃথক করে এবং প্রাক্তন বর্জ্য বাছাইকারীদের তাদের পরিবারের অস্বীকারের মাধ্যমে সংগ্রহ এবং বাছাই করতে খুশি হওয়ার উপর নির্ভর করে। এই মুহূর্তে, বর্জ্য বাছাইকারীরা নিজেকে সম্ভাব্য কর্মী হিসাবে এবং তারা জনসেবা হিসাবে কী করে তা উপস্থাপন করার জন্য লড়াই করে। আশেপাশের সন্দেহের বাতাস রয়েছে যে এই ব্যক্তিদের অনুপ্রেরণা কী। একাকী চেহারার ভিত্তিতে, বর্জ্য বাছাইকারীরা নিঃস্বার্থ ভ্রমণকারীদের থেকে আলাদা নয়। প্রায়শই "বার্গি" হিসাবে লেবেলযুক্ত, এটি ধরে নেওয়া হয় যে বন্ধু এবং পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী লোকদের জন্য বিনের মাধ্যমে রাইফেলিং একটি শেষ অবলম্বন, এমন সম্পর্ক যেগুলি "সাধারণ" মানুষ প্রয়োজনের সময় নির্ভর করতে সক্ষম হবে। বর্জ্য বাছাইকারীদের শারীরিক উপস্থিতি এই ধারণাটিও যুক্ত করতে পারে যে তারা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অনেক বর্জ্য বাছাইকারীদের কারাগারের ট্যাটু, দাগ এবং অন্যান্য শারীরিক চিহ্ন রয়েছে যা অপমানজনক চিহ্নিতকারী হিসাবে কাজ করে। এটি নিজেকে এমন একটি লোক হিসাবে উপস্থিত করা কঠিন করে তোলে যারা নিজের জন্য একটি চাকরি তৈরি করে অপরাধ থেকে সফলভাবে বেরিয়ে এসেছিল। পরিবর্তে, বর্জ্য বাছাইকারীদের কিছুটা অগ্রহণযোগ্যতা দেখা যায়। মিথস্ক্রিয়তার অভাব মানেই বাসিন্দারা বর্জ্য বাছাইকারীদের বিচার করার জন্য তথ্যের অন্যান্য উৎসগুলোর উপর নির্ভর করে।

সমৃদ্ধ শহরতলিতে, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সংস্থাগুলি বর্জ্য বাছাইকারীদেরকে দে বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়ে কুসংস্কার এবং বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে; এটি তাদের ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে এমন ভয়কে বোঝায়। একইভাবে, আশেপাশের নজরদারি গোষ্ঠীগুলি জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করা ব্যক্তি এবং তাদের বাড়িতে প্রবেশের জন্য কারও মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। বাসিন্দারা কাউন্সিলরদের সাথে রাস্তায় টহল তৈরি করতে যোগ দিয়েছেন যা "জাতি," বয়স এবং লিঙ্গ অনুসারে প্রোফাইলিং অনুশীলন করে, সুরক্ষা এবং সুরক্ষার জন্য হুমকী হিসাবে বিবেচিত কাউকে রিপোর্টিং এবং অপসারণ করে। বাসিন্দাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলি আশেপাশে দেখা অবাঞ্ছিত ধরণের লোকদের উপর নজর রাখতে "কৃষ্ণাঙ্গ" লোকের কোড হিসাবে "বিএম" ব্যবহার করে। রাস্তার বর্জ্য বাছাইকারীদের অবশ্যই রাস্তায় এবং গৃহস্থালি আবর্জনায় সংগ্রহের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে পুনরায় আলোচনা করতে হবে। যেমনটি দাঁড়িয়েছে, বর্জ্য বাছাইকারীরা সাধারণ জনগণের দ্বারা সম্ভাব্য পরিষেবা খাতের কর্মী হিসাবে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে সরকারী সহায়তার অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলির কাজ ব্যতীত, বর্জ্য বাছাইকারীরা প্রান্তিক রয়ে গেছে। সুতরাং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন দেখা যায়, ময়লা বাছাইকারীদের সংগ্রহ বা গঠনের জন্য কর্মচারী হওয়ার লক্ষ্যে নীতিগুলি এমন লোকদের কাছে পৌঁছায় না যারা উপদ্রব হিসাবে কলঙ্কিত হয়।

বৈশ্বিক এবং স্থানীয় স্কেলগুলিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি দ্বারা উদ্বেগজনক, কলঙ্ক দক্ষিণ আফ্রিকার বর্জ্য বাছাইকারীদের জন্য বাধা। অনিয়ন্ত্রিত (অ-ইউরোপীয়) কর্মীদের জন্য ঐতিহাসিক অবজ্ঞার দ্বারা জড়িত প্রচলিত স্টেরিওটাইপগুলি, সবুজ অর্থনীতিতে তাদের অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থনের স্তর অর্জন করতে বাধা দেয়। বর্জ্য বাছাইকারীদের ব্যাখ্যা করা হয় ভ্যাবাগ্যান্ট, অ্যালকোহল বা অবৈধ পদার্থের উপর নির্ভরশীল, যৌক্তিক চিন্তাধারায় অক্ষম এবং সমৃদ্ধ শহরতলিতে সুরক্ষা ও সুরক্ষার জন্য হুমকিস্বরূপ। বর্জ্য বাছাইয়ের বিষয়টি পশ্চাৎপদ, নোংরা এবং বর্জ্য হ্রাস করার একটি অদক্ষ উপায় হিসাবে দেখা হয়। এই নেতিবাচকতা নীতিগুলির আলোকে আরও দৃঢ়ভাবে অব্যাহত রয়েছে যে বর্জ্য বাছাইকারী এবং বর্জ্য বাছাইকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার প্রতীক হিসাবে দেখায়। সুতরাং, পর্যটন এবং ব্যবসায় আকর্ষণ করার জন্য সচেতন শহরগুলিতে, পুনর্ব্যবহারের যান্ত্রিক রূপগুলি তাদের শ্রম-নিবিড় অংশগুলির তুলনায় বেশি জনপ্রিয় হতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতেঃ
তেরেসা পেরেজ <tpz031@googlemail.com>

> জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া:

জিম্বাবুয়ের ক্ষুদ্র জোতদার

ক্রিস্টোফার মাবেজা, জিম্বাবুয়ে ওপেন ইউনিভার্সিটি, জিম্বাবুয়ে

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু যে পরিবর্তিত হচ্ছে তা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি বিশ্বজুড়ে অনুপাতহীনভাবে অনুভূত হচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে লোকেরা বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। জিম্বাবুয়েও এর ব্যতিক্রম নয়। জিম্বাবুয়ের গ্রামীণ ভূদৃশ্য জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ছাপ রয়েছে। বৃষ্টিপাতের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন স্বল্প খরচে খরা থেকে খরার দিকে ধাবিত হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি বেড়েছে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহে দিন দিন আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংকটের প্রথম লাইনে ক্ষুদ্র কৃষকরা যে ভূমিকা রাখছেন তা আলোচনার ঝোঁক রয়েছে। এই অস্তিত্বের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে, ছোট কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আশ্চর্যজনক অভিযোজিত কৌশলটি তৈরি করেছেন। দুঃখজনকভাবে, তাদের উদ্ভাবনগুলি প্রায়শই নীতিনির্ধারণীকরণের ক্ষেত্রে কদাচিৎ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এমন দৃষ্টিভঙ্গির সৌজন্যে যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করতে স্থানীয় উদ্ভাবনগুলি যে সমালোচনামূলক ভূমিকা পালন করে তাদের নাকের ঘিঞ্জি হয়। প্রযুক্তির স্থানান্তর জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনকে যতটা প্রভাবিত করে নীতিমালাকে অনেকটা প্রভাবিত করে। তবুও এই নিবন্ধটি যুক্তিযুক্ত যে গ্রামীণ বিকাশের জন্য ক্ষুদ্র কৃষকের কৌশলগুলি সমালোচিত হয়েছে।

জিম্বাবুয়ের গ্রামীণ ক্ষুদ্র কৃষকদের উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে। এ জাতীয় উদ্যোগুলো তাদের অস্তিত্ব প্রকাশ করছে। উদ্ভাবনগুলি অনেক মৃত প্রান্তের অনুসারী। এই কৌশলগুলি ক্ষুদ্র কৃষকদের ভঙ্গুর জীবিকার জন্য রূপোর বুলেট সমাধান গঠন করে না। এটা তাদের রূপালী বকশত সমাধান। সিলভার বকশট সলিউশন জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য একটি আংশিক ফিক্সের স্যুট। এর অর্থ এটি হ'ল কোনও একক সমাধান নেই, তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি সমাধান করার জন্য একযোগে কাজ করছে একাধিক সমাধান।

জিম্বাবুয়ের সোনা জনগোষ্ঠী সুদূর অতীতকাল থেকেই জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এরা দেশের বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী। তারা অলসতার জন্য শূন্য সহনশীলতার সাথে কঠোর পরিশ্রমী হিসাবে নিজেকে গর্বিত করে। তাদের খাবার নিশ্চিত করার উপায় হিসাবে তারা জমি চাষ করে। তাদের জীবিকা নির্ভর করে বৃষ্টিযুক্ত কৃষির উপর। এই কৃষকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা আছেন যারা কৃষিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে এবং পরিবর্তিত জলবায়ু পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। এই দক্ষ কৃষকরা স্থানীয়ভাবে হুড়ুদা নামে পরিচিত। কিছু ক্ষেত্রে, এই উৎপাদনশীল কৃষকরা মুটামনেভু (মাটির সাথে "খেলেন") নামে পরিচিত। তারা নিরলস নিরীক্ষক। তাদের উদ্ভাবনের বেশিরভাগ জল সংরক্ষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

বর্ধিত বৃষ্টিপাতের বৈচিত্র্যের সাথে খাপ খাইয়ে কৃষকদের পক্ষে জল আহরণ ক্রমবর্ধমান একটি কার্যকর বিকল্প হয়ে উঠছে। এই প্রান্তিক পরিবেশে বৃষ্টিপাত দ্রুত আসে এবং দ্রুত চলে যায় বলে এটি একটি কার্যকর বিকল্প পদ্ধতি। জিম্বাবুয়ের গ্রামাঞ্চলে, একজন কৃষক যিনি জল সংগ্রহকারী হিসাবে বিশ্বখ্যাত, প্রয়াত জাফানাইহ ফিরি তার জল সংগ্রহের দক্ষতার জন্য ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের কাছ থেকে একটি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি তার বাড়ির কাছাকাছি একটি শিলা খন্ডের নিচে জলে জমি কাটেন। তিনি বলতেন, "আমি জল এবং মাটি বিবাহ করি যাতে তারা পালাতে না পারে এবং আমার কাজের ভিত্তিতে একটি পরিবার গড়ে তুলবে।" এর অর্থ হ'ল তার উদ্ভাবনগুলি মাটির ক্ষয় রোধ করবে। এটি নিশ্চিত করে যে তিনি বেশিরভাগ জল ফসলের সেচের জন্য ব্যবহার করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষুদ্র কৃষক বিনা জলের ফসল সংগ্রহ করেন এবং তারা তাদের বাড়িতে নির্মিত ছোট ছোট বাঁধগুলিতে চ্যানেল সরবরাহ করেন (চিত্র ১ দেখুন)। তারা জলটি বাজারের বাগান করতে ব্যবহার করে। অন্যরা যারা নিজেকে "ক্ষয় প্রতিরোধকারী" বলে অভিহিত করেন তারা একটি গলির ওপারে প্রাচীর তৈরি করেন এবং এটি একটি ছোট বাঁধে রূপান্তর করেন যা বাজার উদ্যানের উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয় (চিত্র ২ দেখুন)। এর মাধ্যমে তারা ক্ষয় রোধ করে।

জিম্বাবুয়ের কয়েকটি গ্রামীণ অঞ্চলে, কিছু বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) কৃষকদের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কৃষিক্ষেত্র কৃষি (সিএ) চালু করেছে। সিএ সর্বনিম্ন মাটি বিঘ্ন এবং জল সংরক্ষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। সিএ অনুশীলনকারী বেশিরভাগ কৃষক মাল-

১. কৃষকের এক খণ্ড জমির উপর একটি ছোট পানির বাঁধ। এই পানি অসময়ে তার টমেটো ক্ষেতে সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়।

>>

২. ছোট বাধটি ভাঙন রোধের উপাদান

চিংয়ের জন্য ঘাস ব্যবহার করেন (চিত্র ৩ দেখুন)। কিছু উদ্ভাবনী সিএ কৃষক বৃষ্টির গেজ তৈরি করতে পুরানো টিনগুলি ব্যবহার করেন (চিত্র ৪ দেখুন)। তারা এই পরিকল্পিত বৃষ্টিপাতগুলি থেকে বৃষ্টিপাতের রেকর্ডিং রাখে।

গ্রামীণ জিম্বাবুয়ের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে একটি উদ্ভাসিত ঘটনা ঘটেছে, এটি একটি "নীল বিপ্লব"। নীল বিপ্লব হ'ল মাছ চাষ। প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের তুলনায় মাছের চাষ "সবুজ" এই অর্থে যে এটি গ্রিনহাউস গ্যাস কম নির্গত করে। এটা আনন্দের বিষয় যে জিম্বাবুয়ের কিছু অংশে মাছের চাষ একটি বড় ক্রিয়াকলাপে পরিণত হচ্ছে। ক্ষুদ্র কৃষকরা তাদের বাড়িতে মাছের পুকুর তৈরি করে (চিত্র ৫ দেখুন)।

৩. কৃষকরা মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য ঘাস ব্যবহার করেন।

৪. একজন কৃষক খালি টিন থেকে তৈরি একটি বৃষ্টিপাত পরিমাপকের সাহায্যে শুরুগ্বিতে সংরক্ষণ কৃষি (সিএ) অনুশীলন করছেন।

অন্যান্য কৃষকরা নির্বিঘ্ন মুরগি পালন করছেন বা আমি যেটিকে "সীমান্ত ছাড়াই মুরগি" বলতে পছন্দ করি। সীমানা ছাড়াই মুরগি চাষ করা অনেক ক্ষুদ্রতর কৃষক একটি জনপ্রিয় অভিযোজন হস্তক্ষেপে পরিণত হয়েছে। এই কৃষকরা বুঝতে পেরেছেন যে প্রতিকূলতার সুযোগ রয়েছে। পরিবর্তনের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত প্রতিক্রিয়া হ'ল সুযোগটি খুঁজে পাওয়া। এই বোঝার উপর ভিত্তি করেই এটি তৈরি করা হয়। কিছু কৃষক সীমানা ছাড়াই প্রায় ২ হাজারের মতো মুরগি পালন করছেন। তারা তাদের মুরগিগুলি পার্শ্ববর্তী শহরগুলিতে এবং বিশেষত রাজধানী হারারে যেখানে বেগতিকভাবে বেড়ে ওঠা মুরগির প্রচুর চাহিদা রয়েছে সেখানে তারা বিক্রি করে। সুতরাং, ব্যবসা খুব লাভবান এবং কৃষকরা তাদের মুরগির সংখ্যা বাড়ানোর আশা করছেন।

উদ্যোগী কৃষকরা তাদের জীবিকার বিকল্পগুলি বৈচিত্র্যময় করছেন। তারা কাঠহীন বনজাতীয় পণ্য যেমন মোপনে কৃমি সংগ্রহ করে যা স্থানীয়ভাবে আমাকিম্বি নামে পরিচিত (চিত্র দেখুন ৬)। আমাকিম্বি একটি সুস্বাদু খাবার এবং সহজেই উপলভ্য বাজার রয়েছে। উপার্জনগুলি স্কুল বাচ্চাদের খাবার কিনে এবং ফি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫। কৃষকের একটি ছোট আয়তনের মাছের পুকুর

৬.মোপানী কীট (আমাকিম্বি)।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বক্তৃতাতে ক্ষুদ্র ধারক কৃষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তারা নীতি বিশেষজ্ঞদের চেয়ে তাদের পরিবেশকে আরও ভাল করে বুঝতে পারে। এগুলি হ'ল জ্ঞানের মূল ভাণ্ডার যা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে সম্প্রদায়গুলিকে সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। নীতিনির্ধারকগণ ক্ষুদ্রতর মালিকদের দ্বারা এই উদ্ভাবনী রৌপ্য বাকশটগুলি চালাবেন। ■

সকল ফটো: ক্রিস্টোফার মাবেজা।

সরাসরি যোগাযোগ করতে ক্রিস্টোফার মাবেজা <cmmabezah@gmail.com>

> এরিক ওলিন রাইট: একজন প্রকৃত কল্পভিলাষী[১]

মাইকেল বুরাওয়ে, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে, যুক্তরাষ্ট্র

এরিক অলিন রাইট তাঁর "রিয়েল ইউটোপিয়াস" ধারণার কথা বলছেন।
রোজা-লাক্সেমবার্গ-স্টিফটং / ফ্লিকার।
কিছু অধিকার সংরক্ষিত।

এর শুরুটা ঠিক কখন হয়েছিল এটা বলা মুশকিল। বার্কলে-তে ইউনিটারিয়ান-ইউনিভার্সালিস্ট সেমিনারিতে শিক্ষার্থী থাকাকালীন এরিক সেনাবাহিনীতে যোগদান না করে বরং তাঁর আগ্রহকে ১৯৭১ এর ইউটোপিয়ার মাঝে খুঁজতে চেয়েছিলেন। তখন মার্কিন সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে "কল্পনা (ইউটোপিয়া) ও বিপ্লব" নামে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। এরপর তিনি একটি সক্রিয় সংগঠনের পক্ষ থেকে কারাগারের বন্দীদের সংশোধনের জন্য সানকুয়েন্টিন স্টেট প্রিজনে স্টুডেন্ট চাপ্লিন হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সত্তর দশকের গোড়ার দিকে এ অভিজ্ঞতা তাঁকে বার্কলেতে একজন স্নাতক শিক্ষার্থী হিসেবে ভালভাবে প্রস্তুত করে তুলেছিল। সেসময়ে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজবিজ্ঞানের পুনর্পাঠে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলোয় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে, এরিকের এই অভিসন্দর্ভ মূলধারার সমাজবিজ্ঞানকে আদর্শের ভিত্তিতে পর্যালোচনা না করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থেকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তিনি মার্ক্সবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণি সংজ্ঞার পুনর্ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা কিনা বিদ্যমান মডেলে বর্ণিত স্তরবিন্যাস ও মানব মূলধনতত্ত্বের চেয়ে আয়ের পার্থক্যকে ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিল।

সমাজবিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করার পাশাপাশি এরিক মার্ক্সবাদকে পুনর্ব্যাখ্যা করেছিলেন। মার্ক্সবাদে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান যেন সবসময়ই কণ্টকময়, যা বিলুপ্ত করতে না পারলে তা আরও বড় থেকে বড় হয়ে উঠবে। "বিতর্কিত শ্রেণি অবস্থান" ধারণার সূচনার মধ্য দিয়ে লুকাপেরনের সঙ্গে এরিক এ সমস্যাটির সমাধান করেছিলেন। এমন তিনটি বিতর্কিত শ্রেণি অবস্থান ছিল: পেটিবুর্জোয়া ও বড় মূলধনের মধ্যে ছোট চাকরিদাতা, মূলধন ও শ্রমজীবীদের মধ্যে সুপারভাইজার ও ম্যানেজার; এবং শ্রমজীবী ও পেটিবুর্জোয়াদের মধ্যে আধা- স্বায়ত্তশাসিত চাকরিজীবী।

১৯৭৬ সালে মেডিসনের উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হবার পর শ্রেণি বিশ্লেষণের জন্য এরিক একটি গবেষণা কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। বিদ্যমান জরিপগুলোতে তাঁর নিজের সংবর্গসমূহকে চিহ্নিত করা যায়নি, তিনি তাঁর নিজের জাতীয় জরিপ তত্ত্বাবধান করেছিলেন ও তাঁর সংবর্গসমূহকে সেখানে তালিকাভুক্ত করেছিলেন। মার্ক্সবাদের এ যুগেও তাঁর ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল আর এরপর দ্রুতই অন্যান্য দেশগুলোতে একইসঙ্গে পর্যায়ক্রমে আরো জরিপ করার জন্য তিনি ডজনখানেক দল সংগঠিত করেছিলেন।

>>

এরিকের সারাজীবনের দৃঢ়সংকল্প ছিল সঠিক কাজটি করা- যে বৈশিষ্ট্যটি তাঁর এ ধরনের জ্ঞানমূলক কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। এটি এমন নয় যে, তাত্ত্বিক ব্যাপকতা ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে নিবিড় সংলাপের সূচনা করেছিল বরং তাঁর বিশ্লেষণী প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ যৌক্তিকতাকে এটি আরো ব্যাপক করে তুলেছিল। তাঁর রচিত বইগুলোয় চিন্তার বিবর্তন খুঁজে পাওয়া যায়, যার শুরুটা ঘটে ক্লাস ক্রাইসিস অ্যান্ড দ্য স্টেট (১৯৭৮) এর মধ্য দিয়ে যেটা তাঁর অভিসন্দর্ভ প্রকাশের সালেই প্রকাশিত হয়, ক্লাস স্ট্রাকচার অ্যান্ড ইনকাম ডিটারমিনেশন (১৯৭৯), আর এরপর জনরোমারের ক্লাসেস(১৯৮৫)- অনুযায়ী তা আরো গভীরভাবে দিক পরিবর্তন করে এবং তাঁর দ্য ডিবেট অন ক্লাসেস (১৯৮৯)এর সমালোচনা স্বরূপ লিখাতেও এর ছাপ পাওয়া যায়।

১৯৮১ সালে এরিক মেধাবী সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে তিনি জি.এ. কোহেন ও ফিলিপ ভ্যান পারিৎজ এবং অর্থনীতিবিদ জন রোমারের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। মার্ক্সবাদের ভিত্তিকে ব্যাখ্যা না করে বরং পারস্পরিক কাজের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা "বিশ্লেষিত মার্ক্সবাদ"-এর ধারনার সূচনা করেছিলেন যাকে প্রচলিত অর্থে "কোনভাবেই মার্ক্সবাদ বলা যায় না"।

মার্ক্সবাদে গোড়া থেকেই অলীক চিন্তার বিরাগ ছিল। ১৯৮৯ সালের পর রাজনৈতিক সংকটের ফলে এটি বেড়ে গিয়েছিল। এরিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। নব্য রক্ষণশীলতার রসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে তিনি সমাজবৈজ্ঞানিক এজেন্ডার দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। তবে তিনি এর গভীরতাকে পুঁজিবাদী সমাজের মাঝেই খুঁজে পেয়েছিলেন।

১৯৯১ সালে নতুন প্রকল্পটির কাজ শুরু হওয়ার বছরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পড়েছিল। "রিয়েল ইউটোপিয়া"-যা মূলত কল্পনাসম আদর্শিক পৃথিবী নয়, বরং, প্রকৃত বিকল্পসমূহ যেগুলো বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে এগুলো নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে এরিক নানা সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সম্মেলনের বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে ছিল সংশ্লিষ্ট গণতন্ত্র, বাজার সমাজবিজ্ঞান, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র, সার্বজনীন আয়ের মঞ্জরি ও লিঙ্গ সমতা। সম্মেলনের প্রবন্ধসমূহের ধারাবাহিকতায় এরিক একটি সংকলন বের করেছিলেন। তার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে একটি হলো এনভিশনিং রিয়েল ইউটোপিয়াস।

সমাজবিজ্ঞান ও এর জনক- মার্ক্স, ডুর্খেইম ও বেবার যারা মূলত আজকের পেশাজীবী সমাজবিজ্ঞানীদের চেয়ে নৈতিক মূল্যবোধের তাত্ত্বিক কাঠামোর দিকে অধিক মনযোগী ছিলেন, এরিক তাঁদের কাছেই ফিরেছিলেন। এরিক সমাজবিজ্ঞানের প্রকল্পগুলোকে এদের প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভাবনাগুলোর বিভিন্ন দিক বিবেচনায় উৎসাহী ছিলেন।

এরিক তাঁর জীবনের শেষ সময়গুলোতে এটি উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রকৃত কাল্পনিক ভাবনা এক্টিভিস্টদের কাছে দৃষ্টিগ্রাহী হয়ে উঠে। তিনি তাঁর আদর্শিক-বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোতে নিজের প্রকল্পগুলোকে বের করে নিয়ে আসতে জীবনের অনেকটা সময় পৃথিবীর নানা প্রান্তের দলগুলোর সঙ্গে কথা বলেছেন। কাজেই এনভিশনিং রিয়েল ইউটোপিয়াস কে প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডল থেকে বের করে একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসতে তিনি কাজ করেছিলেন। পুঁজিবাদের বিপরীতে তিনি একটি হ্যান্ডবুক লিখেছিলেন যার একটি যথোপযুক্ত নাম তিনি দিয়েছিলেন "হাউ টু বি অ্যান অ্যান্টিক্যাপিটালিস্ট ইন দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি"।

সুশীল সামাজিক বলয়ে বসবাসকারী মানুষগুলো এটির ইতিবাচক সারকথা শুনতে আগ্রহী ছিল। এখানে এ অর্থনৈতিক বোদ্ধা বহুলাংশে তাঁদের অদৃশ্য শ্রম, পুঁজিবাদের সকল প্রতিকূলতার সঙ্গে করা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সকল অপমান ও তিরস্কার সহ্য করাটাকে অর্ঘ্য দান করেছেন ।

এরিক চিন্তায় ও অস্তিত্বে আমাদেরকে ত্যাগ করেন। আমি আপ্লুত হয়ে উঠি। আমি জানি এরিকের মত এরকমভাবে আর কেউ এত স্বচ্ছ ও অকাট্যভাবে, এত দ্রুততার সাথে আর ঐকান্তিকভাবে ভাবতে পারত না। তাঁর মত কেউ এত ফলপ্রসূভাবে যে কোন বিষয়, যে কোন প্রবন্ধ, যে কোন বইকে এত সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করতে পারত না। আমরা এরিকের মত হতে না পারলেও তাঁর ছক পরিকল্পনা গ্রহণ ও পুনর্বিন্যাস করার মধ্য দিয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। তিনি আমাদের জন্য যা রেখে গিয়েছেন তা আমাদের এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। ■

১। ২০১৯ সালের জানুয়ারী জ্যাকোবিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মুল প্রবন্ধটি পাওয়া যাবে এখানে।

> এরিক অলিন রাইটকে স্মরণ

মিশেল উইলিয়ামস, ইউনিভার্সিটি অফ উইটসওয়াটারস্র্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা

আমি এমন অনেক লোকের মধ্যে একজন যিনি এরিক অলিন রাইটকে একজন পরামর্শদাতা, সহযোগী, বন্ধু এবং সহযাত্রী হিসাবে গণনা করতে পেরেছিলেন। অনেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ করেছেন তার বিশাল বৌদ্ধিক অবদান, কিংবদন্তি সু-পরিবীক্ষণ ও পরামর্শবিশেষ, পুঁজিবাদের বাইরে তাঁর পথ খুঁজে পাওয়ার ব্যস্ততা ও প্রতিশ্রুতি এবং মার্কসবাদে তাঁর অবদানের জন্য।আমি এরিকের এই দিকগুলিতে সহমত পোষন করি, আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি থেকে মানবতাবাদী এরিক এর বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব, সংক্রামক কল্পনা এবং মানুষের সৃজনশীলতার পক্ষে তার আবেগের প্রকাশকে তুলে ধরতে চাই। ১৯৯০ এর দশকের শেষদিকে এরিকের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল তার নিকটতম বন্ধু ও আমার তত্ত্বাবধায়ক মাইকেল বুরাওয়ের সাথে তাঁর বার্ষিক পরিদর্শনকালে (আমি বার্কলেতে স্নাতকে অধ্যয়নরত ছিলাম)।

আমাদের প্রথম কথোপকথনের একটি সময়ে, এরিক আমাকে বললেন, "আপনি জানেন আমি আপনার চাচা" " আমি যে জবাব দিয়েছি, "সত্যি? আমি বুঝিনি"। সে ব্যাখ্যা দিল মাইকেল আমার প্রাতিষ্ঠানিক পিতা এবং তার ভাই, যা এরিককে আমার চাচা বানিয়ে দেয়। আমি তাৎক্ষণিকভাবে অনুভব করলাম যে এটিই আমাকে তাঁর বিশ্বে অন্তর্ভুক্ত করার উপায় ছিল, আমি পরে বুঝতে পারি যে এটি তার পরিবারের অংশ হিসাবে এরিকের বিশাল নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করার উপায়, তা প্রায়শই কল্পিত আত্মীয়তার মাধ্যমে তৈরী করে। প্রথম থেকেই, আমাদের সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যে এরিকের অবিচ্ছিন্ন ভূমিকা ছিল - তিনি থিয়োরি বিল্ডিং এবং কনসেপ্ট বিল্ডিংয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং ডিফার্টির অনুষঙ্গকে ব্যাখ্যা করছিলেন, বা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কেরালায় কমিউনিস্ট দলগুলির গণতান্ত্রিক প্রভাব সম্পর্কে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা, বা কী উদ্যোগকে পুঁজিবাদবিরোধী করে তুলেছে, বা আমাদের বাস্তবসম্মত এবং সাহিত্যনির্ভর বই ভাগ করে নেবে, বা নাটকগুলি দেখবে (দক্ষিণ আফ্রিকার যে রাজনৈতিক নাটকগুলি তার চেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছিল), বা রেসিপিগুলি এবং কীভাবে তার বিখ্যাত কাক অউ ভিনকে মুরগী রেসিপিকে নিরামিষ খাবারের সাথে চালিয়ে দেবে সে সম্পর্কে আলোচনা করে (তিনি কোকলেস কাক অউ ভিন বলেছিলেন যা আমি চেষ্টা না করা পর্যন্ত তাকে নিয়ে খুব সন্দেহ ছিল!)। এরিক সর্বদা উৎসাহ এবং প্রফুল্লতার সাথে নিযুক্ত হন। বার্কলেতে তাঁর বার্ষিক পরিদর্শন মাইকেল-এর শিক্ষার্থীদের জন্যও এক মুহূর্ত ছিল কারণ এরিক সর্বদা দুর্দান্ত খাবার রান্না করতেন এবং মাইকেল এর বাসাতে আমাদের আমন্ত্রণ জানাতেন (বছরের বাকি সময়গুলিতে আমাদের সর্বদা মাইকের ফ্ল্যাটে আমাদের সভাগুলিতে খাবার আনতে হত, তিনি কোন রান্না পারতেন না)।

এরিকের সাথে আমার সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে পুঁজিবাদবিরোধী বিকল্পগুলো খোজাড় মাধ্যমে, বিশেষত সমবায় ও সংহতি অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গী বিশ্বাস সাতগরের সাথে বিকল্পগুলো অন্বেষণের সময়ে। যদিও আমরা বস্তুনিষ্ঠ বিকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে সহমত, কিন্তু আমরা সবসময় বিশদভাবে আলোচনার সময়ে একমত হইনি- আমি প্রায়শই তাঁর আক্রমনাত্বক বিশ্লেষণী পদ্ধতির সাথে, সংস্কৃতির ধারণাগুলি প্রবর্তন, অর্থ-গঠনের গুরুত্ব এবং বাস্তবতার জটিলতার সাথে একমত নই।এই আলোচনার মধ্যে এরিক কখনও কোন হতাশা বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি, বরং ধারণাগুলিকে পছন্দ করেছেন বলে মনে করেন এবং এমনকি তিনি যে অসম্মত সেটাও প্রকাশ করেননি, কিন্তু একমতও হননি। তিনিও উদার ছিলেন - আমি কমপক্ষে দুটি উপলক্ষ সম্পর্কে জানি যেখানে তিনি লিখেছিলেন লেখক- রোহিটন মিস্ত্রি এবং জ্যাকস এমডি - তাদের রাজনৈতিক সাহিত্য কর্মের ধন্যবাদার্থে। জোহানেসবার্গে সফরকালীন, যখন তিনি এমডা'র নাটকটি ডাইয়িং ইসক্রিমস অফ দ্য মুন দেখেন, চিৎকার চেঁচামেচি করে তিনি প্রায় অশ্রুসঞ্চিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটি তার আগে দেখা সেরা নাটক।

> *"এরিক ছিলেন সর্বদা অভিজাত, প্রেমময়, আবেগী এবং মানবতাবাদী ব্যক্তি যিনি আমাদের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিজ্ঞানী এবং মার্কসবাদী পণ্ডিতও ছিলেন"*

বার্কলেতে আমি এরিকের সাথে দেখা করার পরে, আমাদের প্রথম মুখোমুখি হওয়ার বিগত কুড়ি বছর ধরে, আমাদের বেশিরভাগ বন্ধুত্ব ছিল অনেক দূর-স্থানের ভ্রমণে: কেরালা, বার্সেলোনা, গোটবার্গ, বুয়েনস আইরেস, পদুয়া এবং তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনটি সফর করেছিলেন। আমাদের প্রথম সুদূর-দুর্ঘটনা মুখোমুখি হয়েছিল ২০০০ সালে ভারতের কেরালায় (আমি কেবল কেরালায় মাঠের কাজ শুরু করছিলাম)। কেরালায় আমি শিখেছিলাম যে এরিক যেখানেই যেখানেই গিয়েছিল সমস্ত বয়সের মানুষের সাথে যোগাযোগ করবে: একসময় তিনি 'তিনি পাহাড়ের নীচে নেমে যাবেন' গানটি গেয়েছিলেন পল্লীর এক পার্বত্য গ্রামে একদল স্কুলছাত্রীর মনোরঞ্জন করতে।মাইকেল এবং এরিক যখন জোহানেসবার্গে ছিলেন তখন সম্ভবত আমার সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। আমাদের তিনজনের সাথে এক রাতের খাবারের সময়, আমার দু'জনকে এক ঘন্টা ধরে মার্কসবাদ নিয়ে বিতর্কে জড়িত থাকতে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু কেবল আকর্ষণীয়ই ছিল না, তবে তাদের আলোচনাটি দেখতে অসাধারণ মজাদার ছিল, এরিকের আত্মনিয়ন্ত্রন গভীর ছিল! আসলে, এরিকের মেজাজ কখনই খুব বেশি প্রভাবিত হবে বলে মনে হয়নি (ঘুম বঞ্চনা, অস্বস্তি বা ক্লান্তিকর সময়সূচী সহ)। কমপক্ষে আমার অভিজ্ঞতায়, এরিক ছিলেন সর্বদা অভিজাত, প্রেমময়, আবেগপ্রবণ, এবং মানবতাবাদী ব্যক্তি যিনি আমাদের সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিজ্ঞানী এবং মার্কসবাদী পণ্ডিতও ছিলেন।
হামবে কাহলে এরিক! ■

> জেন্ডার এবং বৈষম্য এর যোগসূত্র: একটি প্রারম্ভিক আলোচনা

বারগিত রিগরযাফ, পেদেরবরন বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি, এবং সদস্য, আইএসএ, নারী, জেন্ডার এবং সমাজ বিষয়ক গবেষণা কমিটি (আরসি ৩২), লিনা আবিরাফেব, লেবানিজ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় , লেবানন, এবং কাদ্রি আভিক, তালিন বিশ্ব বিদ্যালয়, এস্টনিয়া এবং হেলসিঙ্কি বিশ্ব বিদ্যালয়, ফিনল্যান্ড।

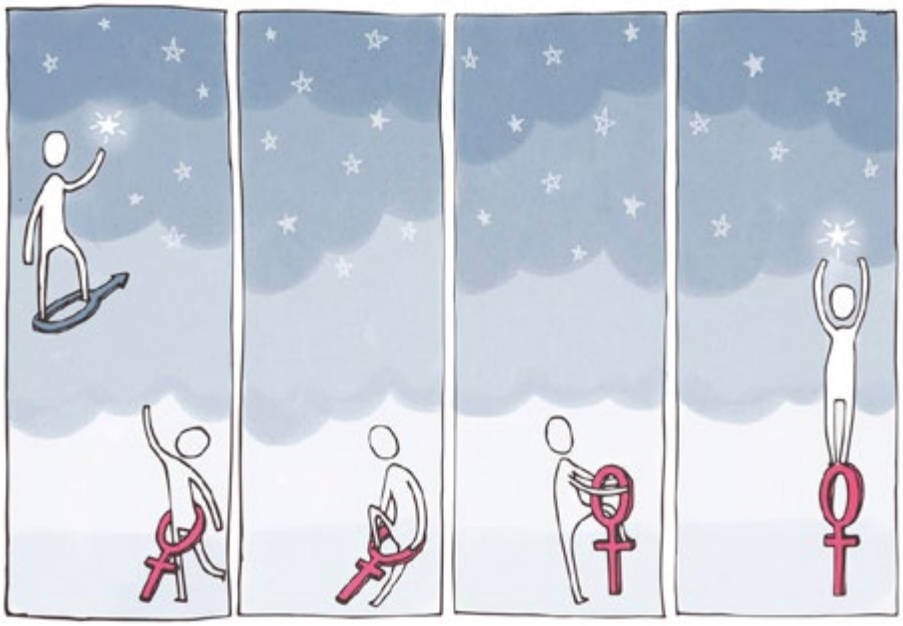

সমতা পৌঁছানো ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বিষয় নয়। এর কাঠামোগত, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক চিহ্নিত করা দরকার।
ছবি: এনগুইন হাই হা / ফ্লিকার
কিছু অধিকার সংরক্ষিত।

'জেন্ডার' এবং 'সামাজিক বৈষম্য' বিষয়ক বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক অধ্যয়নের মূল ক্ষেত্র হচ্ছে, সমাজবিজ্ঞান, জেন্ডার স্টাডিজ এবং অন্যান্য অসংখ্য জ্ঞানের শাখা । এইসব গবেষণা ও বিশ্লেষণগুলিতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকে সাধারনত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাওয়া যায় যে বিশবব্যাপী প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অনুপাত জুড়ে থাকে নারী জনগোষ্ঠী । ২০১৮ সালের ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুসারে, গ্লোবাল ইকোনমিক জেন্ডার গ্যাপ বিলীন হতে ২০২ বছর সময় লাগবে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য বিভিন্ন রুপ নেয়; উদাহরণ স্বরূপ, গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ২০১৮ সালের জরিপে কেবল ৪১% দেশগুলিতে নারীরা জমির মালিক হতে পারতেন। পেশাদার কর্মক্ষেত্রে কেবলমাত্র ৩৪% নারীরা পরিচালকের পদে রয়েছেন। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা আরও প্রকট জেন্ডার ভিত্তিক জটীলতায় থাকে। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী থাকে, এমনকি দ্বিগুণেরও বেশী থাকে বলে দেখা গেছে। যেহেতু অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণহীণ, তাই নারীরা শোষণ ও নির্যাতনের স্বীকার হয়ে দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকে। তবে যুক্তিসঙ্গতভাবে নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে এর হার অনেকাংশে কমিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব । যেটা বলা হয়ে থাকে নারী নিজেই তাঁর জন্য ভাল সুপারিশ বা উকালতি করতে পারে, কিন্তু এখনও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রতিনিধিত্ব করার সংখ্যার চেয়ে কম। এই প্রতিবেদনের জন্য ১৪৯ টি দেশে জরিপ করা হয়েছিল যার মধ্যে ১৭ টিতেই নারী রাষ্ট্র প্রধান হলেন নারী। তদুপরি, বিশ্বব্যাপী মাত্র ১৮% মন্ত্রী এবং ২৪% সংসদ সদস্য নারী।

কিছু দেশ জেন্ডার সমতার বিষয়ে সাধারন পরিমাপকে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে, তা স্বত্বেও প্রকৃত অর্থে সেসব দেশেও নারীর জন্য প্রতিটি আন্তঃপর্যায়ের পরিচিতির ক্ষেত্রে, যেমন জাতি, শ্রেণী এবং যৌনতা ইস্যুতে সমানভাবে সুযোগ সবিধাগুলো নেই, যা হয়তো অন্যদের জন্য আছে। যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারী সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার কারণে এই জেন্ডার সমতার অগ্রগামী হওয়ার উপকার ভোগ করেন কিন্তু অধিকাংশ নারীরা অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাস করেন। ফলে একই রাষ্ট্রের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানে থাকা নারীদের মাঝে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৈষম্যগুলো সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর সুযোগ সুবিধার উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাতৃমৃত্যু হার তুলনামূলক ভাবে কম, ১৮২টি দেশের মধ্যে ৫৪ তম স্থানে আছে এই দেশটি। একই সঙ্গে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলির মতে, সেখানে কালো নারীদের মাতৃমৃত্যু হার সাদা নারীদের মাতৃমৃত্যু হারের চেয়ে

>>

তিনগুণ বেশী।

যদিও বেশ কিছু রাজ্য অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে, তবুও অগ্রগতির হারগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ । গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ বিশ্লেষণে মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকাকে বিশ্বের বৃহত্তম আঞ্চলিক জেন্ডার গ্যাপ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য উত্তর আমেরিকার তুলনায় এই অঞ্চল গুলির অগ্রগতির হার আসলেই অনেক ভাল। অনুমান করা হয় যে দক্ষিণ এশিয়াতে ৭০ বছরের মধ্যে জেন্ডার গ্যাপ বন্ধ করতে পারবে, যা কিনা উত্তর আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার চেয়ে প্রায় এক শতাব্দী আগে।

তবে এই অঞ্চলের উপর আরও বেশী অনুসন্ধান করা হলে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে, মিয়ানমারে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নারীদের পক্ষে এই পরিসংখ্যান দূর থেকে অর্থবহ , যারা চলমান জাতিগত নির্মূলের কারণে চরম অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বসবাস করছেন। এই জাতীয় পরিসংখ্যান, আমাদের প্রশ্ন করতে বাধ্য করে যে, জেন্ডার বৈষম্য কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে এবং জেন্ডার গ্যাপ বন্ধ করার জন্য অগ্রগতি কীভাবে পরিমাপ করা হবে? গ্লোবাল ডায়লগ এর এই খণ্ডে সামাজিক দূরত্ব সংক্রান্ত পার্থক্য এবং তার সাথে জেন্ডার বৈষম্য এর সম্পর্ক কীরুপ ধারণ করে সেই ইস্যুতে আলোকপাত করা হয়েছে। এই ভলিউমের উদ্দেশ্য হলো এই বিভিন্ন গতিবিধি বিশ্লেষণ করার জন্য একটি প্রারম্ভিক পয়েন্ট উপস্থাপণ করা, এবং আরও গবেষণা ও আলোচনার সুযোগ তৈরী করা যাতে নারীর জন্য আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা এবং নীতি পরিবর্তনের বিষয় জড়িত থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, লিসা হোসু এই মতামত প্রকাশ করেন যে, বিশ্ব জুড়ে নারীরা উচ্চ শিক্ষায় অনেক বড় অগ্রাগতি অর্জন করলেও দেখা যায় যত বড় পদ তত কম সংখ্যায় নারীর অংশগ্রহনের হার। তার গবেষণা পত্র- " জেন্ডার চ্যালেঞ্জেস ইন রিসার্চ ফাণ্ডিং " এ তিনি ইউরোপীয় এবং নরডিক দেশগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রতিনিধিত্ব কম হওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

ব্লাঙ্কা নাইক্লোভ তাঁর গবেষণা " চ্যালেঞ্জিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইন থে চেক রিপাব্লিক " এ একটি রুপরেখা টেনেছেন যে মধ্য ইউরোপে কীভাবে নিওলিবেরাল মতবাদ এবং রক্ষণশীল আচরণের মাধ্যমে জেন্ডার এবং সামাজিক বৈষম্য তৈরী হয়। তিনি বিকৃত মুক্তির ধারণা ব্যবহার করে অন্যদের বঞ্চিত করে কিছু নারীর সুবিধা ছিনিয়ে নেয়ার প্রবনতাকে উল্ল্যেখ করেছেন।

"অধ্যবসায় ও পরিবর্তনঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেন্ডার বৈষম্য " - এ বিষয়ে মারগারেট আব্রাহাম আলোচনা করেছেন যে আমরা কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমতার লড়াইয়ে সাফল্য লক্ষ্য করি, বিপর্যয়ের সাথে মিলে যায়। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সমতা ও ন্যায়বিচারের দিকে এই অর্জনগুলো স্বতঃস্ফূর্ত নয় এবং আমাদের সামাজিক কর্ম এবং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

লিনা আবিরাফীহ তার আরব অঞ্চলে জেন্ডার এবং বৈষম্য" নিবন্ধে আরব প্রেক্ষিতে জেন্ডার বৈষম্য পরীক্ষা করেন। অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছে, সামাজিক –সাংস্কৃতিক বাধাসমূহ এবং পিতৃতন্ত্রের ব্যবস্থায় গাঁথা একটি সংমিশ্রণ। এই দূষিত সংমিশ্রণ একজায়গায় থেমে থাকে – আবার কখনো বিপরীত ঘটনাও ঘটে – জেন্ডার সমতার দিকে অগ্রগামী হয়। আরবের নারীদের জেন্ডার সমতা ছাড়া অঞ্চলটি শান্তি বা সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবেনা।

নিকোলা পাইপারের " এশীয় প্রসঙ্গে জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম এবং বৈষম্য" নিবন্ধে এশীয় প্রেক্ষিতে জেন্ডার নির্ভর শ্রম এবং বৈষম্য পরীক্ষা করে, উল্লেখ করে যে তাদের বৃহৎ, দীর্ঘস্থায়ী গণ আন্দোলন জ্ঞান পিপাসু ও প্র্যাক্টিশনারদের মনযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বিশেষ করে নারী অভিবাসীরা মেয়েলি খাতে মনোনিবেশ করেন, প্রায়সই অধিকার ও সুরক্ষার অভাব থাকে। তাদের চ্যালেঞ্জ এবং দুর্বলতাগুলোই এই অঞ্চলের জেন্ডার বৈষম্যের কেন্দ্রবিন্দু।

জেফ হ্যারণ "আইপিএসপিঃ সামাজিক অগ্রগতি, কিছু জেন্ডার প্রতিচ্ছবি" তাঁর নিবন্ধে সামাজিক অগ্রগতি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্যানেলটির প্রক্রিয়া এবং ফলাফলগুলি প্রতিফলিত করে। তিনি প্রতিবেদনে দেওয়া সুপারিশ গুলির প্রতি মনোনিবেশ করে জেন্ডার বিষয়ে ধারণা প্রণয়নে গুরুত্ব দিয়েছেন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
বিরজিট রিগ্রাফ<birgitt.riegraf@uni-paderborn.de>
লিনা আবিরফাহ<lina.abirafeh@lau.edu>
কাদরি আভিক<kadri.aavik@tlu.ee>

> গবেষণা তহবিল গঠনে জেন্ডার চ্যালেঞ্জ

লিসা হুসু, হ্যানকেন স্কুল অফ ইকোনোমিক্স, ফিনল্যান্ড, অ্যান্ড ওরেবরো বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেন, অ্যান্ড বোর্ড মেম্বার অফ আইএসএ রিসার্চ কমিটি অন সসিওলজি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আরসি ২৩) অ্যান্ড মেম্বার অফ আই এস এ রিসার্চ কমিটি অন উইমেন, জেন্ডার অ্যান্ড সোসাইটি (আরসি ৩২)

একাডেমিয়া এবং গবেষণা পেশায় জেন্ডার বৈষম্য একটি অবিচ্ছিন্ন এবং বৈশ্বিক উদ্বেগ। বিশ্বব্যাপী এবং ইউরোপের গবেষকদের মধ্যে মাত্র এক তৃতীয়াংশই নারী। প্রবেশের প্যাটার্নটি এমন যে যত উচ্চতর অবস্থান, তত কম সংখ্যক নারী সেখানে টিকে থাকে। বিশ্বজুড়ে উচ্চতর শিক্ষায় নারীরা যদিও বিপুল অগ্রগতি অর্জন করেছে তা সত্ত্বেও এই অবস্থা। অধ্যাপনা পেশায় পুরুষদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী, এবং সাম্প্রতিক ইউরোপীয় ও নর্ডিক পরিসংখ্যান সুত্রে এটি ধারণা করা যায় যে অধ্যাপণায় আরও বেশী জেন্ডার-ভারসাম্য আনার জন্য খুব ধীর গতিতে পরিবর্তন ঘটছে।

> গবেষণা তহবিল কী জেন্ডার-পক্ষপাত মুক্ত?

একাডেমিয়া এবং গবেষণাকর্মে নিজের কর্মজীবন প্রস্তুত করার জন্য নারী এবং পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই গবেষণা তহবিলের সুযোগ পাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেশিরভাগ দেশে এর অর্থ বহিরাগত গবেষণা তহবিল অনুসন্ধানের সাফল্য, যেখানে অধিকাংশই কঠোর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

জেন্ডার ভিত্তিক গবেষণা তহবিলের ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত গবেষণায় এমন কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাওয়া যায়নি যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিটি তহবিলের প্রেক্ষাপটে নারীদের জন্য বরাদ্দের হার কম থাকে, বরং বেশ কয়েকটি জেন্ডার চ্যালেঞ্জ সহ আরও জটিল চিত্র উঠে এসেছে। স্বতন্ত্র গবেষক, গবেষণা দল এবং বিশ্ববিদ্যালয়, তহবিল সংস্থাগুলি, গবেষণার বিষয়বস্তু এবং গবেষণা নীতিগুলির সাথে এই সমস্যাগুলি সম্পর্কযুক্ত। এই চ্যালেঞ্জগুলি তহবিল বরাদ্দ, তহবিল সুরক্ষা, সমকক্ষ তহবিলের পর্যালোচনা, তহবিল নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলি, তাদের পরিচালনা, নীতি ও অনুশীলনগুলি, কী এবং কে শ্রেষ্ঠ তার প্রকৃত সংজ্ঞা, পাশাপাশি কে শ্রেষ্ঠত্বের সংজ্ঞা দেয় ইত্যাদি সম্পর্কিত হতে পারে। জেন্ডার এবং গবেষণা তহবিল সম্পর্কে সাম্প্রতিক এবং চলমান গবেষণা তহবিল, পুরো গবেষণা তহবিল চক্রটি সমালোচনার মাধ্যমে এবং তহবিল গঠনের পরিবেশকে আরও বিস্তৃত ও সামগ্রিক উপায়ে দেখার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়।

গবেষণামূলক তহবিলের ক্ষেত্রে জেন্ডার গতিশীলতার বিস্তৃতি বোঝার মধ্যে পুরো তহবিল চক্র রয়েছে যা সম্ভাব্য জেন্ডার প্যাটার্নগুলির বিশ্লেষণ করে: আবেদনের ধরণ (যিনি প্রয়োগ করেন), আবেদনকারীর ধরণ (কে প্রয়োগের যোগ্য), গবেষণা গ্রুপ গঠন, তহবিল নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল, আবেদন প্রেরনের বার্তা , আবেদনকারীদের জন্য নির্দেশিকা, যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স বা অবস্থান), মূল্যায়নের মানদণ্ড, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়নের সম্ভাব্য পক্ষপাতিত্ব, সমকক্ষ তহবিলের পর্যালোচনাকারী নিয়োগ, সমকক্ষ তহবিলের পর্যালোচনা প্রক্রিয়া, সাফল্যের হার, প্রয়োগকৃত ও বরাদ্দের পরিমাণ, গবেষণার বিষয়বস্তু, তহবিল নিয়ন্ত্রণকারীদের নীতিগত বিবৃতি সাধারণভাবে এবং জেন্ডার সমতার সাথে সম্পর্কিত, তহবিল ব্যবস্থার সামগ্রিক স্বচ্ছতা, জেন্ডার দ্বারা পরিসংখ্যানের পর্যবেক্ষণ এবং প্রাপ্যতা এবং কর্মজীবনের উপর প্রাপ্ত তহবিলের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব। বিশেষ আগ্রহের মধ্যে রয়েছে তহবিল নিয়ন্ত্রনের তথাকথিত উপকরণ যেগুলো সেরা হিসেবে চিহ্নিত: শ্রেষ্ঠদের কেন্দ্র, বিভিন্ন শ্রেষ্ঠত্বের উদ্যোগ, বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং সমপর্যায়ের বিশিষ্টজন। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি বাস্তবধর্মী গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে এই শ্রেষ্ঠত্বের উদ্যোগগুলি প্রায়শই নারী গবেষকদের তুলনায় পুরুষ গবেষকদের বেশী উপকৃত করেছে, এমনকি সুইডেনের মতো সামগ্রিকভাবে উচ্চ স্তরের জেন্ডার সমতা সম্পন্ন দেশগুলিতেও তাই।

তহবিল সন্ধানের কাজে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক একাডেমিক নেটওয়ার্কিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক ক্ষেত্রে গবেষণা তহবিল সন্ধানের কাজে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরিবর্তে দলীয় উদ্যোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই ক্ষেত্রে জেন্ডার নির্ভর গবেষণাগুলো একাডেমিক নেটওয়ার্কিং এর আওতায় এনে সেগুলো গবেষণা পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত করার কাজটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

> ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা

গবেষণা তহবিল, জাতীয় ও আঞ্চলিক গবেষণা নীতিগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং কিছু ইউরোপীয় দেশগুলিতে জাতীয় নীতিগুলিতে, গবেষণা তহবিলে জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়টি ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিক থেকে 2000 দশকের শেষের দিকে নীতিগত উদ্বেগ হিসাবে উত্থাপিত হয়েছিল। ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গবেষণা তহবিল "ফ্রেমওয়ার্ক প্রোগ্রাম”/“ কাঠামোবদ্ধ কর্মসূচী" হিসাবে সংগঠিত হয়েছে।

প্রথম ইউরোপীয় কাঠামোবদ্ধ কর্মসূচীগুলিতে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা ব্যতীত সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ঘাটতি ছিল এবং জেন্ডার সম্পর্কে নীরব ছিল। শুধুমাত্র চতুর্থ কাঠামোবদ্ধ কর্মসূচী

>>

"গবেষণা তহবিল গঠনে লিঙ্গ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রাজনৈতিক ইচ্ছা বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অভাব কীভাবে সরকারী গবেষণা তহবিল সংস্থাগুলি লিঙ্গ সমতাকে অগ্রাধিকার দেয়"

(১৯৯৪-১৯৯৮) থেকে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার জন্য অর্থায়ন করা হয়েছিল এবং জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলি এজেন্ডায় উত্থাপন করা শুরু হয়েছিল।

১৯৯০ এর দশকের শেষের দিক থেকে একটি পর্যায়ক্রমিক সম্প্রসারণ ঘটেছে। গবেষক ও গবেষণা গোষ্ঠী, এবং একইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং মূল্যায়নকারীর উপর জেন্ডার ভারসাম্য সম্পর্কে গতানুগতিক মনযোগের পাশাপাশি, গবেষণার বিষয়বস্তুতে বিজ্ঞানে নারী বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়, এর মাধ্যমে বিজ্ঞানে জেন্ডার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয় । ইউরোপীয় গবেষণা অঞ্চল (ইআরএ) এ, জেন্ডার সমতাকে পাঁচটি অগ্রাধিকারের মধ্যে একটি বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এটি তিনটি বিষয়কে বোঝায়: গবেষণা দলে জেন্ডার ভারসাম্য, মূল্যায়নকারীদের মধ্যে জেন্ডার ভারসাম্য এবং গবেষণার বিষয়বস্তুতে জেন্ডার মাত্রা।
ইউরোপীয় নীতি কাজের অংশটি ছিল ২০০৯ সালে ৩৩ টি দেশে জেন্ডার এবং গবেষণা তহবিল সম্পর্কে প্রথম পদ্ধতিগত পর্যালোচনা "গবেষণা সম্পর্কিত নীতি" থেকে শুরু করে বহু দেশে জেন্ডার দ্বারা জাতীয় গবেষণা তহবিলের উপর নজরদারি চালানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণমূলক পদক্ষেপ। মনিটরিং এবং পর্যবেক্ষণে জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে কীভাবে জাতীয় গবেষণা নীতি এবং জাতীয় তহবিল সংস্থাগুলির দ্বারা সমাধান করা হয়েছিল তাতে ইউরোপ জুড়ে একটি বিরাট তফাত পাওয়া গেল। নর্ডিক অঞ্চল সহ কয়েকটি দেশে জাতীয় তহবিল ব্যবস্থায় লিঙ্গ সমতা প্রচারে সক্রিয় ব্যস্ততা।

ইউরোপীয় গবেষণার শীর্ষস্থানীয়, ইউরোপীয় গবেষণা কাউন্সিল (ইআরসি), ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম দিকের কেরিয়ার, মধ্য-কেরিয়ার এবং গবেষকদের যে কোনও বিভাগে এবং যে কোনও দেশে ১৩.১ বিলিয়ন ইউরো বাজেট এর ২০১৪ ২০২০ সালের জন্য গবেষণা তহবিল । তবে ইইউ গবেষণা নীতিতে জেন্ডার উদ্বেগ সত্ত্বেও, ইআরসি কতৃক প্রাথমিকভাবে তার প্রকাশিত নীতিগুলির মধ্যে জেন্ডার সমতার অভাব ছিল।

যখন ইআরসি অবশেষে জেন্ডার অনুসারে তার তহবিল বরাদ্দ পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেছিল, ফলাফলগুলি প্রমাণ করেছে যে ২০০৭ -২০১৩ সালে পুরুষদের সাফল্যের হার প্রারম্ভিক অনুদান স্তরে ৩০% এবং মহিলাদের ২৫% ছিল, যখন উন্নত অনুদানের জন্য এটি পুরুষদের জন্য ১৫% এবং ১৩% ছিল % নারীদের জন্য. কেবলমাত্র এক ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক অনুদান স্তরে জেন্ডারগত কোনও পার্থক্য ছিল না: শারীরিক ও প্রকৌশল বিজ্ঞান, খুব পুরুষ-অধ্যুষিত গবেষণা অঞ্চল। ঐতিহ্যগতভাবে নারীদের সাথে সাফল্যের হারের স্পষ্ট পার্থক্য পুরুষদের পক্ষে পাওয়া যায়, অনেক ফিল্ডে যেমন জীব বিজ্ঞান এবং মানব ও সামাজিক বিজ্ঞান ।

রাজনৈতিক সদিচ্ছায় বা এর অভাব, দুটিই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে, কীভাবে পাবলিক ফান্ডিং সংস্থাগুলি জেন্ডার সমতাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং গবেষণা তহবিলের ক্ষেত্রে জেন্ডার চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করে। উদাহরণস্বরূপ, নর্ডিক সোসাইটিগুলি আন্তর্জাতিক জেন্ডার সমতা তুলনাতে উচ্চতর স্থান অর্জন করে এবং বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকেও তাই।

বিশেষত নরওয়ে এবং সুইডেনে গবেষণা নীতি এজেন্ডায় জেন্ডার সমতাকে অগ্রগন্য করা হয়। সুইডেনে, পাবলিক রিসার্চ ফান্ডিং সংস্থাগুলি, যেমন সুইডিশ রিসার্চ কাউন্সিল এবং জাতীয় উদ্ভাবনী সংস্থা ভিনোভা, সবারই তাদের কার্যক্রমের জেন্ডার মূলধারাকরনের বিষয়ে সরকারী নির্দেশনা রয়েছে। বিকাশের বিকাশে, সুইডিশ গবেষণা তহবিলকারীরা তহবিল কমিটির সভায় জেন্ডার পর্যবেক্ষকের মতো কেবল পরিসংখ্যানই নয় গুণগত সামাজিক বিজ্ঞানের সরঞ্জামগুলিও ব্যবহার করে।ফিনল্যান্ড, নরওয়ে এবং সুইডেনে ২০০০ এর দশকের গোড়ার দিকে পাবলিক রিসার্চ ফান্ডিং বোর্ডগুলিতে জেন্ডার ভারসাম্য একটি বাস্তব নীতি লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে অনেক ইউরোপীয় দেশগুলিতে বোর্ডগুলি পুরুষ-আধিপত্য বজায় রেখে চলেছে। তহবিল বোর্ডগুলিতে জেন্ডার ভারসাম্য কেবল সমান প্রতিনিধিত্ব এবং ন্যায়বিচারের বিষয় নয়; এই গেটকিপিং পজিশনে সমান প্রতিনিধিত্ব করাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কীভাবে তহবিল ব্যবস্থা কাজ করে এবং জড়িতদের বৈজ্ঞানিক নেটওয়ার্কিংকে উতসাহিত করে তার অভ্যন্তরে জ্ঞান সরবরাহ করে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
লিসা হোসু
<liisa.husu@oru.se>

> চেক প্রজাতন্ত্রের লিঙ্গ সমতাকে চ্যালেঞ্জ

লিঙ্গ সমতাকে চ্যালেঞ্জ

ব্লাঙ্কা নাইক্লোভা, ইনস্টিটিউট অফ সোশিয়োলজি চেক একাডেমী অফ সায়েন্স

MASARYKOVA UNIVERZITA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
Genderová studia FSS MU

ব্রেনোতে একীভূত জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের লোগো।

এই বছরটি ইউরোপের সেমিপেরিফেরি অঞ্চলগুলো আয়রন কার্টেন উত্তোলনের ৩০ বছর উদযাপন করল, বা ৩০ বছরের অসম নব্যউদারনীতিবাদ গণতন্ত্রের একমাত্র সম্ভাব্য পথ হিসাবে প্রশংসিত হল। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদভিত্তিক প্রাক্তন শক্তিকাঠামো মুছে ফেলে গণতন্ত্রের আরোহণকে মেধাতন্ত্রের দিকে প্রস্থানের পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয়েছিল।সেই সময় থেকে মিডিয়া দেখায় যে মেধাতন্ত্র, যা ব্যক্তিপর্যায় বৈষম্যকে অপ্রয়োজনীয় হিসেবে ন্যায্যতা দেয়াটা, ভৌগলিক রাজনীতির কেন্দ্রে অবস্থিত। তবুও, চেক প্রজাতন্ত্র বর্তমানে একজন অভিজাত প্রধানমন্ত্রী দ্বারা পরিচালিত, যিনি ১৯৮৯ এর আগে একজন গোপন এজেন্ট ছিলেন এবং যিনি বেশিরভাগ চেক বিলিয়নিয়ারের মতো,ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে ১৯৮৯-এর পূর্ববর্তী ক্ষমতাশক্তিকে অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করতে পেরেছিলেন।একই সময়ে,জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ সুচিন্তিত ক্ষতিকারক আইনের কারণে ঋনের জালে জড়িয়ে যায়, প্রায় ৭০,০০০ গৃহহীন মানুষ এবং আরও ১২০,০০০ লোক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এখানে আমি চেক প্রজাতন্ত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় ভিসগ্রাড গ্রুপের দেশগুলিতে সামাজিক / লিঙ্গ বৈষম্যের জন্য নব্য-উদারকরণের ভিত্তিতে রাজনৈতিক যোক্তিকতার কিছু পরিণতির রূপরেখা দিচ্ছি। জেন্ডার স্টাডিজের পরিণতি ব্যবহার করে, সাম্যতা এবং ন্যায়বিচারের প্রশ্নগুলিতে প্রয়োগ করার সময় আমি এই যৌক্তিকতার প্রভাবকে ব্যাখ্যা করব ।

নব্যউদারনীতিবাদ একটি শর্টকাট হয়ে গেছে যা আজকের বিশ্বায়নের বিশ্বে লিঙ্গ বৈষম্যসহ বৈষম্যের কারণগুলি ব্যাখ্যা করে। যেমন, নব্যউদারনীতিবাদকে মুক্তবাজারে দিকে ধাবিত হওয়া জীবনের সমস্ত দিকের চূড়ান্ত নির্ধারক হিসাবে ধরা হয়। প্রতিক্রিয়াশীল তাত্ত্বিকরা বিভিন্ন বিষয়ে আন্তঃসংযুক্তির মাধ্যমে এর কার্যকারিতার সরলীকৃত ব্যাখ্যাকে মোকাবিলার চেষ্টা করেছেন।১৯৯৮ সালে, ফরাসি নৃবিজ্ঞানী পিয়েরে বুর্দো নব্যউদারনীতিবাদকে সমষ্টিগত ধ্বংস এবং কর্মশক্তির বিষাক্ত পরমাণুর সাথে যুক্ত করেছিলেন,যা বৈশ্বিক মূলধনের জোয়ার থেকে নিজেকে প্রতিহত করার ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করছে। প্রায় দুই দশক ধরে, ব্রিটিশ সাংস্কৃতিতাত্ত্বিক অ্যানজিলা ম্যাক্রোবি মনোনিবেশ করেছেন কীভাবে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা একজনের জীবনকে প্রকল্প হিসেবে দেখিয়ে- যেমন সাহিত্যিক এবং চলচ্চিত্রের চরিত্রে, ব্রিজেট জোনস যুবতীদের জীবনকে প্রাভাবিত করে ।মার্কিন রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ওয়েণ্ডি ব্রাউন মার্কেট যুক্তির প্রভাবগুলিকে কেবল সামাজিক জীবনের অর্থনৈতিক মাত্রায় নয়, আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক যৌক্তিকতার দিকে মনোনিবেশ করেছেন।

> ভিসগ্রাড দেশগুলিতে নব্যউদারনীতিবাদ এবং লিঙ্গ

উপরোক্ত লেখকরা বাস্তবসম্মত উদাহরণ ব্যবহার করেন, তবুও তারা প্রায়শই নব্যউদারনীতিবাদের সর্বজনীন তত্ত্বিক হিসাবে বিবেচিত হয়, যার মাধ্যমে আঞ্চলিকভাবে অধ্যয়ন করার আহ্বান জানানো হয়। মধ্য ইউরোপীয় ভিসগ্রাড দেশগুলি একটি পরীক্ষাগার করে যার মধ্যে গণতন্ত্রকরণের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংকের মতো সংস্থাগুলির নির্দেশাবলীর বাস্তবায়নের পরিণতি পর্যবেক্ষণ করা যায়। বিশেষত ২০০০ সালের পরে, ভূ-রাজনৈতিকভাবে নিয়মিত আকারে নব্যউদারনীতিবাদ সম্পর্কিত সমালোচনামূলক অধ্যয়ন সংখ্যায় বেড়েছে। লিঙ্গ বৈষম্য এবং এর রূপান্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে আধুনিক মুক্তি যুজানা উহদের "বিকৃত মুক্তি এর মতন, এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে এক গ্রুপের নারীর ক্ষমতায়ন অন্য গ্রুপের নারীদের কাজের বিনিময়ে আসে যা পূর্বে বাজারের বাইরের পণ্য হিসেবে ধরা হত - যেমন যত্ন। বিকৃত মুক্তি কেবল অসম্পূর্ণই নয়, নতুন অন্যায়কে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এটি উপলব্ধি করেতে পেরেছে পুঁজিবাদের মূল ভূমিকাটি না জেনে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না।

চেক প্রজাতন্ত্রে, সংসদ সদস্যদের প্রায় ২০% মহিলা; লিঙ্গ বেতনের ব্যবধানটি সাধারণভাবে ২২% এবং একই প্রতিষ্ঠানের একই পদের জন্য ১০% অব্যাহত থাকে; ইউরোপ সন্তান লালনপালনের জন্য দীর্ঘ ছুটি চেক প্রজাতন্ত্রের নারীরা নিয়ে থাকেন যা সমগ্র ইউরোপের ৯৮.৫%; এবং ৯০% ক্ষেত্রে একক পরিবারগুলি মায়েদের নেতৃত্বে থাকে। ১৯৮৯ সাল থেকে নারীদের মধ্যে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাত্রা বাড়ছে এবং দারিদ্র্যের কারণে অস্বাভাবিকভাবে হুমকির সম্মুখীন হতে পারে; প্রবীণ মহিলারা দেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিতে এবং জাতিগত / অভিবাসী তকমার কারণে দারিদ্র্যের উচ্চ ঝুঁকির এবং অর্থনৈতিক বৈ-

>>

যেসব গবেষণা ও শিক্ষা নিওলিবারেল হিউরিস্টিক্সের সাথে খাপ খায় না তাদের হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র এবং ইউরোপের অনেক দেশে দমন চলছে। ছবি: ক্রিস্টোফার ডম্ব্রেস / ফ্লিকার। ক্রিয়েটিভ কমন্স।

ষম্যের মুখোমুখি হন। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, চেক প্রজাতন্ত্র এবং ভাসগ্রাড গ্রুপের দেশগুলিতে লিঙ্গের সংস্কৃতিকে, সাধারণভাবে রক্ষণশীলতা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, যার ফলে বিকৃত মুক্তিকে অব্যাহত রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে; নারীর মুক্তি এবং এটিকে বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এমনকি এই অঞ্চলের কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য দায়ী।

জেন্ডার স্টাডিজে বিশেষত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা লিঙ্গ সম্পর্ক এবং নব্যউদারনীতি পরস্পরকে কিভাবে টিকিয়ে রেখেছে তা রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। রাদকা দুদোভা এবং হানা হাভকোভা দেখিয়েছেন যে ১৯৮৯-এর পরে পিতামাতার ছুটি নীতিগুলি ১৯৮৯ সালের পূর্বে পুনর্নির্বাচিত নীতিগুলির অংশ হিসাবে ডিজাইন করাগুলির কেবলমাত্র একটি সংস্করন ছিল। কমিউনিস্ট-যুগের কিছু মুক্তিমূলক নীতিতে লিবারা ওয়েস-ইন্দ্রুচোভা এবং হানা হাভেলকোভা নারী ও নারীবাদী আন্দোলনের অঘোষিত অবদানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন, যখন ক্যাটিনা লিকভো দেখিয়েছেন যে কীভাবে যৌনতার সম্পর্কে দ্বৈত মনভাবটি ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে মেডিক্যাল ডিসকোর্সে পুনরায় চালু হয়েছিল এবং তখন থেকেই প্রচলিত রয়েছে । এই অঞ্চলের জেন্ডার স্টাডিজ এবং নারীবাদী তত্ত্বগুলির বিস্তার ছাড়া এই অবদানগুলির কোনওটিই সম্ভব হত না।

>জেন্ডার স্টাডিজ এর পরিণতি

এই অঞ্চলে জেন্ডার স্টাডিজ এর পরিণতি আমাদেরকে নব্যউদারনীতি দ্বারা পরিচালিত একটি গণতান্ত্রিক প্রকল্পে লিঙ্গভিত্তিক অসমতা এবং পরিবর্তনকে বুঝতে সহায়তা করতে পারে।অধ্যয়নটি প্রতিষ্ঠার সাথে স্থানীয় নারীবাদীকর্মীর তৎপরতা জড়িত, যারা স্থানীয়ভাবে টাকার স্বল্পতার কারনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পরবর্তীকালে ইইউ দাতাদের অর্থায়নের সাথে যুক্ত ছিল। ২০০৪ সালের দিকে দুটি বড় চেক বিশ্ববিদ্যালয়ে জেন্ডার স্টাডিজ চালু হয়েছিল, আংশিকভাবে নব্যউদারনৈতিক উচ্চশিক্ষার সংস্কারের সুযোগের কারণে বৃহত্তর সংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রয়োজন।তবে, একই রাজনৈতিক যুক্তিবাদীতা কেবলমাত্র হাঙ্গেরিতে নয়, চেক প্রজাতন্ত্রেও জেন্ডার স্টাডিজ এর কর্মসূচিগুলি সাম্প্রতিকভাবে বিলুপ্ত করতে সহায়তা করেছে, মধ্য ইউরোপে লিঙ্গ-ভিত্তিক গবেষণা করার ক্ষমতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে।যেমন ভেন্ডি ব্রাউন উল্লেখ করেছেন, নব্যউদারনৈতিক যৌক্তিকতা সম্পুর্নরুপে প্রথাগত বাজার ব্যবাস্থার যুক্তিটি রাখা হয় না তবে তা যেকোন মুল্যে সক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যৌক্তিকতা, যেমন মুক্তির যৌক্তিকতা বেশিরভাগ নারীবাদী প্রকল্পের সঞ্চালক। লিঙ্গ রক্ষণশীল অঞ্চলে কমিউনিস্ট-যুগের সামাজিক বিজ্ঞান কৌশলের মতন সামাজিক সম্পর্কের অসমতাকে লক্ষ্য করে যে কোনও প্রকাশ্য রাজনৈতিক পদক্ষেপকে সহজেই প্রত্যাখ্যান করে, নব্যউদারনীতিক রাজনৈতিক যৌক্তিকতা প্রথমে কিছু নারীবাদী প্রচেষ্টার সাথে ভালভাবে জড়িত থাকার পাশাপাশি, জেন্ডার স্টাডিজকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সাথে জড়িত ছিল। হাঙ্গেরিতে লিঙ্গ অধ্যয়নের নিষেধাজ্ঞা হুবুহু একই রাজনৈতিক যুক্তি ব্যবহার করে তবে, গুরুত্বপূর্ণভাবে এটিকে অর্থনৈতিক হিসাবে চিহ্নিত করে (শ্রমবাজারে জেন্ডার স্টাডিজ গ্র্যাজুয়েটদের চাহিদার অভাবের মিথ্যা কারণের ভিত্তিতে) এবং এ কারণেই অরাজনৈতিক। লিঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সাথে এটি সম্ভব সামাজিক সমালোচনার বিরুদ্ধে লড়াই এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি পরিবেশন করে (২০১৭ সালে অ্যাগনিস্কা গ্রাফ এবং এলবিটিয়া করোলকজুকের এই পৃষ্ঠাগুলিতে বর্ণিত)। চেক প্রজাতন্ত্রে, ২০১৮ সালে ব্রেনা জেন্ডার স্টাডিজ প্রোগ্রাম বন্ধ হওয়ার দাবিটি ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল যে এই প্রোগ্রামটি "লাভজনক নয়", কারণ এটি শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর নির্ভরশীল একটি গণশিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

দু'টি ক্ষেত্র সমান্তরালভাবে আকর্ষনীয় যদিও প্রেরণাগুলি - অন্তত স্পষ্টভাবে - ভিন্ন। হাঙ্গেরিয়ান প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক যুক্তিটি প্রকট যখন অধ্যয়নটিকে কঠোরভাবে মতাদর্শগত বলে প্রমাণিত করা হয়েছিল এবং বৈজ্ঞানিক নয়, ব্রোনোর ক্ষেত্রে উদারনীতিক রাজনৈতিক যৌক্তিকতা তাদের নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের নৈতিকতাকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলে বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রকৃতপক্ষে প্রতিরোধ করতে - এর অর্থনৈতিক মাত্রায় শুধু নয়, যৌন সহিংসতার প্রতি সহিষ্ণুতা এবং জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব এবং রাজনীতিবিদদের দ্বারা যৌন হয়রানির প্রতি সমর্থন দেওয়ার ক্ষেত্রেও - উদারনীতিক রাজনৈতিক যৌক্তিকতার প্রকাশকে দৃশ্যমান করতে হবে। আমরা যদি উদারনীতির প্রথাগত মুল্যবোধের সাথে সফলভাবে লড়াই করতে চাই তবে আমাদের এরপ্রতি নির্ভরশীলতা স্বীকার করতে হবে, কারণ অন্যথায় সামাজিক এবং বিশেষত লিঙ্গ বৈষম্যের নারীবাদী সমালোচনাকে অবহেলা করার প্রথাগত যুক্তি ত্রুটিযুক্ত হবে। ১৯৮৯ সাল থেকে ৩০ বছর স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়েছে যে উদারনৈতিক রাজনৈতিক যৌক্তিকতা বৈষম্য অপসারণ করার দায়িত্বে ব্যর্থ হয়েছে, বরং এটি প্রকৃতপক্ষে বৈষম্যের শিকড় রক্ষায় বিনিয়োগ করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ব্লাঙ্কা নাইক্লোভা <blanka.nyklova@soc.cas.cz>

> স্থিতি এবং পরিবর্তন:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লিঙ্গ বৈষম্য

মার্গারেট আব্রাহাম, হফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়,যুক্তরাষ্ট্র
আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক সমিতির প্রাক্তন সভাপতি(২০১৪-১৮) এবং বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ, আদিমতা ও জাতিগত সম্পর্কিত আরএসএ গবেষণা কমিটির সদস্য (আরসি ০৫), অভিবাসন সমাজবিজ্ঞান (আরসি ৩১), মহিলা, লিঙ্গ এবং সমাজ (আরসি ৩২), এবং মানবাধিকার এবং গ্লোবাল জাস্টিস (টিজি ০৩)

নারীদের পদযাত্রা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলনগুলি ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং গেঁথে বসা ও শোষণমূলক সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সম্মুখভাগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পিক্সাবায় থেকে মিয়াউইক ৯

২০১৮ সালের নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় রেকর্ড সংখ্যক মহিলা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ১১৬ তম কংগ্রেসে দায়িত্ব পালন করছেন। নির্বাচনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক বেশ কয়েকটি প্রথম দেখা গিয়েছিল, প্রথম দুজন আদিবাসী বা নেটিভ আমেরিকান মহিলা, দু'জন মুসলিম মহিলা, প্রথম প্রকাশ্য উভকামী মহিলা এবং কনিষ্ঠতম মহিলা কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়েছেন। একজন মহিলা হাউস স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনিই এই পদে অধিষ্ঠিত একমাত্র মহিলা। ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯, স্টেসি আব্রামস, যিনি একটি বিতর্কিত গর্ভনর নির্বাচন প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েছিলেন, মার্কিন রাষ্ট্রপতির স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন বক্তৃতার ডেমোক্র্যাটিক প্রতিক্রিয়া জানানোর ভাষণে প্রথম আফ্রিকান আমেরিকান মহিলা হিসাবে ইতিহাস রচনা করেছিলেন। আব্রামস বর্ণবাদ, ভোটার দমন, এবং অভিবাসন মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন এবং তিনি সরকার বন্ধের জন্য, যা মানুষের জীবনে মারাত্মক ও অযাচিত ঝামেলা ও দুর্যোগ ডেকে নিয়ে এসেছিল, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ।

এই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলিতে সংগ্রাম এবং বিজয় লিঙ্গ সাম্যতা এবং ন্যায়বিচারের জন্য বৃহত্তর লড়াইয়ের উপর আলোকপাত করে। এই ছোট ছোট বিজয়গুলি হেজিমোনিক কাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য এবং সমাজে বিদ্যমান বহু বিস্তৃত এবং গভীরভাবে প্রথিত কাঠামো এবং অবদমনের সংস্কৃতির উপর যে আলোকপাত করেছে তা সামষ্টিক সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত। ছোট পদক্ষেপগুলি আশার লক্ষণ, তবে সেগুলি পর্যাপ্ত নয়। আমাদের অবশ্যই সামাজিক রূপান্তর এবং কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে।

> আমেরিকা প্রসঙ্গ

কংগ্রেসে আরও বেশি মহিলা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকাতে ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে।

• মিডিয়ার নিবিড় নজরদারি সত্ত্বেও, বেতন ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে, সাদা মহিলারা পুরুষদের তুলনায় ২০% কম এবং কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা এর চেয়ে কম আয় করেন।

>>

• মহিলা-প্রভাবিত পেশাগুলি যেমন, শিশুর যত্ন এবং রেস্তোঁরা পরিষেবা ইত্যাদির মতো কাজ মজুরির তালিকার নিম্ন স্তরে রয়েছে।
• পুরুষরা মার্কিন অর্থনীতিতে শীর্ষ উপার্জনকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ।
• বিশ্বব্যাংক সূচকগুলির পলিসি স্টাডিজ বিশ্লেষণ ইনস্টিটিউট অনুসারে, মহিলারা পুরুষদের চেয়ে তার দ্বিগুণ পরিমাণে অবৈতনিক কাজ সম্পাদন করেন, যার মধ্যে রয়েছে: শিশু ও বয়স্কের যত্ন এবং ঘরের কাজ ।
• ২০১৭ সালে ডলারের পুরুষদের মধ্যমেয়াদি সঞ্চয় ছিল ১২৩,০০০ ডলার। সেই তুলনায় মহিলাদের ছিল ৪২,০০০ ।
• আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিভার্সিটি উইমেন জানিয়েছে যে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা অন্যান্য জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চ ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে স্নাতক হন।
• মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরো ঘোষণা করেছে যে গায়ের বর্ণের কারণে মহিলারা দেশের সর্বোচ্চ দারিদ্র্যের হার অনুভব করেন।
• হিজড়াদের বেকারত্ব মার্কিন গড়ের চেয়ে তিনগুণ বেশি।
• আফ্রিকান আমেরিকান মহিলাদের কারাবাসের হার সাদা মহিলাদের তুলনায় দ্বিগুণ এবং আফ্রিকান আমেরিকানরা সাদাদের বন্দী হওয়ার হারের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি।
• আমেরিকার মহিলাদের মধ্যে তিন জনের মধ্যে একজন তাদের জীবদ্দশায় যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

> অগ্রসরের যাত্রা

ওয়াশিংটনে উইমেনস মার্চের পৃষ্ঠপোষকতায় 21 শে জানুয়ারী, 2017-এ, ট্রাম্পের নির্বাচনের প্রতিবাদে কয়েক লক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বজুড়ে রাস্তায় নেমেছিল। এটি বহু বছরের জন্য মহিলাদের আন্দোলন এবং বিভিন্ন আন্দোলন এবং সংস্থাগুলি যে কাজ করে যাচ্ছিল তার ধারাবাহিকতা ছিল: # ব্ল্যাকলাইভসম্যাটার, # সেয়ারনেম, # মি টু, মাত্র কয়েকটির নামকরণ করা হয়েছিল । বছরের পর বছর, এই এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি "আন্তঃসংযোগ" ("intersectionality") (মূলত কিম্বারেল ক্রেনশো দ্বারা নির্মিত এ কটি শব্দ) এবং এর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং অত্যাচারের বিবিধ ও বিচিত্র ও বহুমাত্রিক বিস্তৃত এই ধারণাটি সংহত এবং মূলধারাতে নিয়ে আসতে সহায়তা করেছে। মহিলাদের মার্চের মাত্রা সরকার ও সমাজে পি-তৃতান্ত্রিক এবং নারি-বিদ্বেষী কাঠামোর দৃঢ়তা এবং প্রসারের মোকাবিলা করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্মিলিত শক্তি এবং প্রয়োজনীয়তার পরিচয় দিয়েছে।

নারীদের মিছিল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলন, পরিবর্তনের জন্য সংগঠিত ও যোগাযোগের কার্যকর উপায় হিসাবে ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে ফেটে পড়েছিল এবং রক্ষণশীল শোষণমূলক সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতি-রোধের অগ্রভাগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। একটি তরুণ প্রজন্ম জেন্ডার সাম্যতা এবং আন্তঃসংযোগতাকে সংযুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য করে তুলতে এবং সমালোচ-নামূলক বৈশ্বিক উদ্বেগ মোকাবেলায় প্রযুক্তি এবং একাধিক অভিনব উপায় ব্যবহার করছে।এই বিভিন্ন আন্দোলনগুলো প্রজনন অধিকার, লিঙ্গ, ছেদমূ-লক সহিংসতা, অভিবাসী অধিকার, শ্রম অধিকার, নাগরিকত্বের অধিকার, বর্ণবাদী ন্যায়বিচার, বাকস্বাধীনতা, পরিবেশগত ন্যায়বিচার এবং আরও অনেক কিছুর মোকাবিলা করতে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে সহায়তা করেছে। তারা এমন একটি গতি তৈরি করে যা একয় সাথে আশা দেয় তবে চ্যালেঞ্জও দেয় । বেশিরভাগ সমাজ একত্রিত হয়ে কাজ করলে নিশ্চিত করতে পারবে যে একই সাথে ক্ষুদ্র পদক্ষেপ এবং ভূমিকম্পের মত পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব হবে ।

গবেষণা এবং সক্রিয়তাবাদ প্রমাণ করেছে যে কীভাবে রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থা জেন্ডার বৈষম্য এবং নিপীড়নের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা লিঙ্গ বৈষম্য, অসম শক্তি, দুর্নীতি এবং নিয়ন্ত্রণের ফলাফল। লিঙ্গ সহিংসতা নিয়মতান্ত্রিক এবং গভীর-ভাবে পুরুষতন্ত্রে প্রথিত, তবে এটির উৎস এবং পরিণতি উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি আন্তঃকেন্দ্রিক। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো এবং সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করতে হবে । পরিবর্তনের একটি উপায় হ'ল বৈষম্য ও নিপীড়নের সমস্ত কাঠামোকে আন্তঃসংযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে একসাথে ভেঙে ফেলা এবং জাতিগত, অর্থ-নৈতিক, ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা । এগুলি পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো, চর্চা এবং ইতিহাসের একটি অংশ । আমাদের বিভাজিত এবং অর্বাচীন পদ্ধতি-গুলি পিছনে ফেলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বদলাতে হবে যা আমাদের বিভক্ত করে তোলে এবং প্রতিরোধ করতে হবে, যাতে দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সুবিধাবঞ্চিত কয়েকজনের স্বার্থে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য না করে যাতে সুবিধাবাদীদের স্বার্থ হাসিল হয়। যেন সাম্য এবং ন্যায়বি-চার বিপর্যস্ত না হয়, কেননা এসব ক্ষতির কারণ, কেবল মানুষের জন্য নয়, সমগ্র গ্রহের ক্ষতি যাতে না হয় সে জন্য আমাদের নতুন উপায়ে নতুন করে কল্পনা করতে হবে।

বিকল্প দৃষ্টান্তগুলির অনুসন্ধানে, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি যা সমস্ত কণ্ঠের প্রতি সংবেদনশীল সেগুলোকে সামনে আনতে হবে । সমাজবিজ্ঞান ইতোমধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করেছে, তবুও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো আরও অনেক কিছুই রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের জন্য চ্যালেঞ্জটি নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা: সাম্যের দিকে সমাজতাত্ত্বিক কল্পনাটি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কি কি করনীয় (যা আমাদের নিজস্ব বিষয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে)? কী ধরণের তত্ত্ব এবং পদ্ধতিগুলি আসলে প্রচলিত বৈষম্যগুলি নিরসনে সহায়তা করতে পারে? আমরা কীভাবে অসমতার পুনরুতপাদনকারী গবেষণা তহবিল প্রত্যাখ্যান করতে পারি এবং তার পরিবর্তে কি ধরনের গবেষণা করতে পারি যা আমাদের সমতার দিকে পথ দেখাবে? সমাজবিজ্ঞান কীভাবে যৌথভাবে বিভক্ত রাজনীতির দ্বারা চালিত বিভাজনগুলি উতরে সাধারণ জনসাধারণকে একে অপরের কথা শোনার প্রতিশ্রুতি এবং সম্ভাবনার বানী দিতে পারে? সমাজবিজ্ঞান, গবেষণা এবং কর্মের মাধ্যমে অন্যান্য বিজ্ঞান শাখার সাথে একত্রে, প্রকৃত সাম্যতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য বাস্তবসম্মত সমাধানগুলি সরবরাহ করতে পারে? স্পষ্টতই, একই সাথে আমাদের ছোট ছোট পদক্ষেপ এবং যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে, যাতে করে সাম্যতা একটি স্বপ্ন থেকে বাস্তবে পরিণত হতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
মার্গারেট আব্রাহাম<Margaret.Abraham@Hofstra.edu>

> আরব বিশ্বে লিঙ্গ অসমতা

লিনা আবিরাফেহ, লেবানিজ অ্যামেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়, লেবানন

ফটো কৃতিত্ব: জেসমিন ফররাম

লিঙ্গ অসমতা একটি দুর্ভাগ্যজনক বৈশ্বিক বাস্তবতা, আরব অঞ্চল আজ এই অসমতার বড় ব্যবধান নিয়ে, এটি নিরসনে বৃহত্তর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। অঞ্চলটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রোথিত পিতৃতন্ত্র ব্যবস্থার সমন্বয় দ্বারা আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়ে চলছে। এই বিষাক্ত সমন্বয়- অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতক্রমেও- লিঙ্গ সমতার অগ্রগতিকে থামিয়ে দিচ্ছে।

এটি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইয়েমেন ও ইরাকের একাধিক দীর্ঘায়িত মানবিক সংকট দ্বারা আরও জটিল হয়েছে। অঞ্চলটি জুড়ে অস্থিতিশীলতা একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, নিরাপদ পরিষেবা ও সহায়তার সুযোগ হ্রাস, সম্প্রদায়গুলোকে বাস্তুচ্যুত ও এদের দুর্বলতা বৃদ্ধি করেছে এবং নারীর জন্য নতুন নতুন নিরাপত্তাহীনতা এনেছে। দ্বন্দ্বের সময়ে লিঙ্গ সমতার লক্ষ্যগুলো কার্যসূচি থেকে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।

২০১৮ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট আরব অঞ্চলের লিঙ্গ বৈষম্যের মাত্রা প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে চারটি মাত্রা পরিমাপ করা হয়েছে: অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্বাস্থ্য ও বেঁচে থাকা, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। বর্তমানে, বৈশ্বিক লিঙ্গ ব্যবধানের স্কোর দাঁড়িয়েছে ৬৮%, এর অর্থ, বিশ্বব্যাপী এখনো ৩২% ব্যবধান রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা লিঙ্গ সমতা থেকে সর্বোচ্চ ব্যবধানে রয়েছে: ৪০%।

উপসাগরীয় দেশগুলো, যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েত অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ব্যবধান কমিয়ে ফেলেছে, কিন্তু মজুরি সাম্যের ক্ষেত্রে এখনো ব্যবধান বিদ্যমান। কাতার নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে যেখানে ২০১৭ সালে সংসদে কোনও নারীর অংশগ্রহণ ছিল না, তা ২০১৮ সালে ১০%-এ দাঁড়িয়েছে।

নারীর সমতা নগন্য হওয়া সত্ত্বেও, সৌদি আরব মজুরি বৈষম্য কমিয়ে এনেছে এবং নারীর শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। তবে, পুরুষের অভিভাবকত্বের মতো অত্যাচারী ব্যবস্থাগুলো নারীর স্বাধীনতা ও চলাফেরাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

সংসদে নারী অংশগ্রহণের অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, জর্ডান ও লেবানন মূলত অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ কমে যাওয়ার কারণে, ওমানে বিগত বছরের তুলনায় লিঙ্গ বৈষম্য বেড়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ কর্ম দক্ষতার চারটি দেশে মাত্র ৭% নারী পরিচালনার পদে রয়েছেন, এদের মধ্যে তিনটি- মিশর, সৌদি আরব ও

>>

ইয়েমেন- আরব অঞ্চলের। অঞ্চলটির আঠারোটি দেশের মধ্যে বারোটি পিছিয়ে আছে। বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে, অঞ্চলটির লিঙ্গ বৈষম্য বন্ধ করতে ১৫৩ বছর লাগবে।

> লিঙ্গ অসমতা: লেবানন প্রেক্ষাপটে

কিছুটা প্রগতিশীল অবস্থান সত্ত্বেও, লেবানন এক্ষেত্রে একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ২০১৮ গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট লেবাননকে মহিলাদের জন্য সবচেয়ে খারাপ দেশের একটি হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ সমতার সবচেয়ে খারাপ দশটি দেশের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, ইরান, মালি, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কঙ্গো, শাদ, সিরিয়া, ইরাক, পাকিস্তান, ইয়েমেন, ও লেবানন। ২০১৬ সালে লেবানন ১৪৪টি দেশের মধ্যে ১৩৫তম স্থানে ছিল। ২০১৭ সালে, দেশটি ১৪৪টির মধ্যে ১৩৭-এ নেমেছে। ২০১৮ সালে, লেবানন ১৪৯টি দেশের মধ্যে ১৪০তম অবস্থানে আসে- যা দেশটিকে বেশিরভাগ প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর যথা- মিশর, তিউনিসিয়া, মরোক্কো, জর্ডান ও বাহরাইনের পেছনে ফেলেছে।

লেবাননের নাগরিক কলহ, রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও অর্থনৈতিক অবরোধের বর্ধমান ঘটনাগুলো লিঙ্গ সমতার কার্যাসূচিকে সরিয়ে নিজেরা জায়গা করে নিয়েছে। যদিও এই দেশটি, এর বহির্ভাগে, নারীর জন্য অনেক উদার ও প্রগতিশীল পরিবেশের উন্নতিবিধান করছে বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা সমতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।

লেবানন আন্তর্জাতিক অধিবেশন যেমন কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেন্সট উইমেন্স (সিইডিএডব্লিউ) ও বেইজিংয়ের ১৯৯৫ ফোর্থ ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন উইমেন এর অনুমোদন দিয়েছে। দেশটি ১৯৯৮ সালে ন্যাশনাল কমিশন ফর লেবানিজ উইমেন এবং ২০১৬ সালে মিনিস্ট্রি অব উইমেন্স অ্যাফেয়ার্স নামে জাতীয় মহিলাদের মেশিনারি প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও, লেবানন নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় কৌশল তৈরি করেছে (যদিও এর কোন তহবিল বা প্রয়োগ কোনটিই নেই)। এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও, লিঙ্গ সমতায় দেশটি পিছিয়ে আছে।

রাজনৈতিক জীবনে নারীর অংশগ্রহণ একদমই অগ্রহণযোগ্য মাত্রায় আছে। ২০১৭ সালের জুনে লেবাননের সংসদে নারীর ৩০% সংসদীয় কোটা বাতিল করা হয়। এটি ছিল নারী অধিকারকর্মীদের জন্য একটি বড় ধাক্কা। সংসদে ১২৮টি আসনে বর্তমানে ছয় জন নারী রয়েছে। লেবাননের নারীরা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব না করে প্রাক্তন রাজনীতিবিদদের বিধবা হিসেবে "কৃষ্ণচূড়া" রাজনীতিতে প্রবেশ করছে। এভাবেই, তারা নারীবাদী স্বার্থের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতিলিপি অব্যাহত রেখে চলেছে এবং লেবাননকে বাঁধাগ্রস্ত করে এমন বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

নারীর উচ্চশিক্ষার হার ও শিক্ষাগত অর্জন সত্ত্বেও, লিঙ্গ বৈষম্য অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগে সুস্পষ্টভাবে বহাল রয়েছে। ২০১৭ সালে, লেবাননের মোট শ্রমশক্তিতে মাত্র ২৫% ছিল নারী, যা উচ্চ স্তরের লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রতিফলিত করে। প্রাপ্তবয়স্ক বেকার নারী ছিল পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ। কর্মসংস্থান নীতি বা আইন কোনটিই সমান সুযোগ, বেতন বা কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। লেবাননের নারীরা একটি স্বল্প-ব্যবহৃত অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে শুধু নারীর কার্যক্ষেত্রে ও অনানুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত রয়েছে, যেখানে ন্যূনতম সামাজিক সুবিধা বা মজুরী বা নিরাপদ কাজের পরিবেশসহ পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক বা নিরাপত্তা নেই। অধিকন্তু, নারীরা উচ্চ ভূমিকার ক্ষেত্রে, বিশেষত পুরুষপ্রভাবিত খাতগুলোতে, নিম্ন-প্রতিনিধিত্ব করে আসছে।

লেবাননে সংস্কার প্রচেষ্টা দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পনেরটি আইন দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এই ব্যক্তিগত অবস্থানের রীতিনীতি বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, শিশু ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। এটি দেশটির প্রোথিত পিতৃতন্ত্রের সবচেয়ে বিস্ময়কর অভিব্যক্তি। এসব রীতিনীতি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসমতা এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নারীর প্রকাশ্য বৈষম্যকে সমর্থন করে। ফলশ্রুতিতে, নারীর দেহ ও জীবন দেশটির বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

লেবাননের আইনী ব্যবস্থায় লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা নীতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তবে ধারাবাহিকতা ও প্রয়োগ-সাম্যতার মারাত্মক অভাব রয়েছে, যেখানে সমাধানগুলো শুধু আপেক্ষিক দায়মুক্তির সাথে জড়িত। অন্তরঙ্গ-সঙ্গী সংঘাত হল দেশটিতে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার সর্বাধিক বিস্তৃত রূপ। ২০১৪ সালে সহিংসতা থেকে নারী ও পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করতে সুরক্ষা-আইন লেবাননের সংসদে গৃহীত হলেও, এই আইন বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

২০১৭ সালে, লেবাননের সংসদ দন্ডবিধির ৫২২ নং অনুচ্ছেদটি বাতিল করে, যার ফলে ধর্ষিতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে ধর্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ বাতিল বলে গণ্য হতে থাকে। ২০১৭ সালে, জনসমাগম- ও কর্ম-স্থলে যৌন হয়রানি অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য একটি আইন তৈরি করা হয়েছিল। আজ অবধি, এটি একটি খসড়া হিসেবেই রয়ে গেছে।

বহু বছরের পক্ষসমর্থন থাকা সত্ত্বেও, এমন কোনও আইন লেবাননে নেই, যা বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করে, যে ক্ষমতা মূলত ধর্মীয় আদালতের হাতে ন্যস্ত। এই সমস্যাটি শরণার্থীদের ক্ষেত্রে আরও তীব্রতর: চলমান সংকটের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সিরিয়ার শরণার্থীদের মধ্যে বাল্যবিবাহের হার বেড়েই চলেছে, এবং বিবাহে বাধ্য হওয়া মেয়েরা লেবাননের সরকারের পক্ষ থেকে আইনী সুরক্ষা পায় না। এটি জরুরী অনুস্মারক হিসেবে কাজ করে যে, দ্বন্দ্ব-পলায়নপরতা নারী ও বালিকাদের জন্য সুরক্ষা নিয়ে আসতে পারে না।

লেবাননের বাস্তবতা সামগ্রিকভাবে আরব অঞ্চলের প্রতিফলন ঘটায়: যেখানে সাম্য অর্জনের জন্য আরও অনেক কাজ করা প্রয়োজন। অঞ্চলটিকে এই পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে; ১৫৩ বছর অপেক্ষা করা কোনও বিকল্প নয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
লিনা আবিরাফেহ<lina.abirafeh@lau.edu>

> এশিয়ায় লিঙ্গভিত্তিক শ্রম ও অসমতা

নিকোলা পাইপার, কুইন ম্যারি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন, ইউকে এবং আইএসএ-এর দারিদ্র্য, সামাজিক কল্যাণ ও সামাজিক নীতি (আরসি ১৯) গবেষণা সংসদের সদস্য

একই আঞ্চল বা "দক্ষিণ-দক্ষিণ" অঞ্চলের মধ্যে অভিবাসনের আবাসস্থল হিসেবে এশিয়া উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ সালে অভিবাসী শ্রমিক ছিল আনুমানিক ১৫০.৩ মিলিয়ন, যার মধ্যে ৮৩.৭ মিলিয়ন ছিল পুরুষ এবং ৬৬.৬ মিলিয়ন নারী। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের ৪৮.৮% নারী শ্রমিকের ৪২.৭% হল এশিয়ার অভিবাসী। পুরুষ অভিবাসীর সংখ্যা ও অনুপাত বৃদ্ধি অনেকটাই এর কারণ হিসেবে কাজ করে, যেটি নারী অভিবাসীর সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে শীর্ষ ১০টি দ্বিপার্শ্বিক করিডোরের মধ্যে মাত্র ৩টি ছিল এশিয়াতে, কিন্তু ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬টিতে উন্নীত হয়েছে। উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত গন্তব্য দেশগুলো (জাতিসংঘ দ্বারা "পশ্চিম এশিয়া" হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ) এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত উতস দেশসমূহের করিডোরগুলো উপসাগরীয় দেশগুলোর অতিরিক্ত অনাগরিক বাসিন্দাদের কারণে বিশেষভাবে বিশেষায়িত হয়ে আসছে। কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে মোট অনুপাতের মধ্যে সর্বোচ্চ শতাংশ যথাক্রমে ৯০% ও ৮০% অভিবাসী বিদ্যমান, যা অনেক মহাদেশের চেয়েও বেশি, যেমন আফ্রিকা। এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেগুলো অভিবাসীদের লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে সেগুলো অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, যেমন পূর্ব-পশ্চিম এশিয়ার দেশ (সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া) এবং পূর্ব-এশিয়ার দেশ (কোরিয়া, তাইওয়ান, জাপান)। ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম হল অভিবাসীদের মূল উৎস দেশ।

৭০ এর দশক থেকে বৃহত্তর ও স্থিতিশীল জনসংখ্যা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে, এশিয়ার অভিবাসন ধরণ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্ময়করভাবে পণ্ডিত ও গবেষকদের কাছে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এশিয়ার আঞ্চলিক দেশান্তরের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হল এর প্রভাবশালী নিয়ামক কাঠামো, যেটি কঠোরভাবে অস্থায়ী নিয়োগকর্তার অনুমোদন আকারে আসে, যা অভিবাসীদের নবায়ন সাপেক্ষে বিদেশে ২ থেকে ৪ বছর কাজ করার সুযোগ করে দেয়। বেশিরভাগ স্বল্প দক্ষ ও কম বেতনের শ্রমিকেরা পরিবারের সমন্বয় বিধান ও স্থায়ী বসবাসের সুবিধা নিতে পারে না। অস্থায়ী শ্রমিক চুক্তি সম্পাদিত হয় একক শ্রমিক দ্বারা। পুরুষ অভিবাসী সাধারণত নিয়োগ করা হয় উৎপাদনক্ষম খাতে (যেমন- নির্মাণ) এবং নারী শ্রমিক প্রাথমিকভাবে সেবা খাতে- বিশেষ করে গৃহশ্রমিক হিসেবে, যদিও নির্মাণ শ্রমিকসহ অন্যান্য কাজেও তাদের নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়।

এই অঞ্চলের গৃহশ্রমিক ও সেবা খাত মূলত মহিলা অভিবাসীদের অধীনে। পশ্চিম এশিয়াতে গার্হস্থ্য কাজ যথা- মালি, গাড়ী চালক, নিরাপত্তা কর্মী ও রাঁধুনিও অন্তর্গত, এই ক্ষেত্রগুলোতে পুরুষ অভিবাসীদেরও যোগদানের প্রবণতা দেখা যায়, যেমন- আরব অঞ্চলের ১০% গার্হস্থ্য শ্রমিক হল পুরুষ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা অনুযায়ী, কমপক্ষে ৫৩.৬ মিলিয়ন নারী ও পনেরোর্ধ্ব বয়সের পুরুষ তাদের প্রধান কাজ হিসেবে গৃহস্থালিতে যুক্ত আছে। অন্যান্য সূত্র অনুযায়ী, এই পরিমাণ হল ১০০ মিলিয়ন। শিল্পোত্তর দেশগুলোতে মোট কর্মসংস্থানের কমপক্ষে ২.৫% হল গার্হস্থ্য শ্রমিক এবং উন্নয়নশীল দেশে এই হার মোট কর্মসংস্থানের ৪% থেকে ১০%। নারীই মূলত গৃহস্থালীর কর্মীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮৩%), যেটি বিশ্বব্যাপী মোট নারী কর্মসংস্থানের ৭.৫%। বেশিরভাগ নারী গৃহকর্মী অপর্যাপ্তভাবে নিয়ন্ত্রিত, এমনকি অনিরাপদও এবং তারা বেতনভুক্ত চাকুরীর জন্য নিজের পরিবারকে ছেড়ে হাজার হাজার মাইল পাড়ি জমায়।

"সেবা শৃঙ্খলা" ধারণাটি বৈশ্বিক অভিবাসী গবেষণা ও নীতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং ধারণাটি এশিয়ার দেশগুলোতে অভিবাসীর ধারণার সাথেও জড়িত। অভিবাসী নারীরা অধিক উন্নত দেশে সেবা খাতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে, যেটি তাদের নিজ দেশের সেবা খাতে ঘাটতি সৃষ্টি করে। অভিবাসী গার্হস্থ্য শ্রমিকের আকারে বৈশ্বিক সেবা খাতের মূলে সেবা পণ্যের আর্থসামাজিক প্রভাব আছে, যেটি সমষ্টিক অর্থনীতির অগ্রগতির বাইরেও বহুলাংশে উপেক্ষিত রয়েছে এবং পরিবারকে ছেড়ে যাওয়ার ফলে, যে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে, সেটি নীতি নির্ধারকদের কাছে অসংজ্ঞায়িত রয়ে গেছে।

বেশির ভাগ এশীয় শ্রমিক হল কম বেতনের শ্রম অভিবাসী এবং এটি উন্নয়ন এর মাঝে যে বিতর্ক সেটি পুনরায় জাগিয়ে তুলেছে, এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভিবাসী উন্নয়নের বেশিরভাগ ইতিবাচক দক্ষতা অর্জনের বা "মস্তিষ্কের সংবহন" অনুমানের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে, যা থেকে উৎস-দেশগুলো উপকৃত হতে পারে। এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্থায়ী শ্রম অভিবাসী, বিশেষত অভিবাসী মহিলারা, যে কাজগুলোতে নিযুক্ত থাকে তা অগ্রাহ্য করে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে প্রচুর সংখ্যক "স্বল্প দক্ষ" শ্রমিক অত্যন্ত বদ্ধ পরিস্থিতিতে বিদেশী চাকরিতে প্রবেশ করে। এটি প্রায়শই কাফালা ব্যবস্থার একটি অংশ হিসেবে স্বল্পমেয়াদি চুক্তির অধীনে হয়ে থাকে- যেখানে নিয়োগকারী-কর্তৃক ভিসা পৃষ্ঠপোষকতার পরিকল্পনাটি ব্যবহৃত হয় উপসাগরীয় অঞ্চলে- অথবা দালাল বা এজেন্টদের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যা অভিবাসন প্রক্রিয়াটির উভয় প্রান্তে হস্তক্ষেপ করে। বিশ্লেষণমূলক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, সেবামূলক কাজের এই পণ্যসামগ্রী "মানব-সম্পদ" এর কোনও অর্থপূর্ণ দিকে পরিচালনা করতে পারে না এবং মজুরি ও জীবনযাত্রার মানে কোনও প্রভাবও ফেলে না। প্রেরক দেশে এই তাৎপর্যপূর্ণ সেবা খাতের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে, যেখানে আর্থসামাজিক বা উন্নয়নমূলক প্রভাবস-

>>

"সরকারী নীতি কাঠামো মূলত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশী কর্মীদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি আহরণের সাথে সম্পর্কিত, অভিবাসীদের মানবাধিকারের জন্য কেবল নাম মাত্র পরিষেবা প্রদান করে।"

মূহ পর্যাপ্ত বিবেচনা ছাড়াই বড় পরিমাণ রেমিট্যান্স প্রবাহের আশায় অভিবাসী গৃহকর্মীদের যাত্রা উৎসাহের সাথে দেখা হয়েছে। প্রধান সরকারী নিবন্ধ ও নীতি কাঠামো একমাত্র বৈদেশিক অর্থের দিকে মনো-নিবেশ করে, যা অভিবাসীদের অবদানকে সহায়ক করে তোলে, কিন্তু পরিবারের জন্য দেশান্তরের যে সামাজিক ব্যয় তা উপেক্ষা করে।

এই উন্নয়নের দৃষ্টান্তটি মহিলা অভিবাসীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অভিবাসনের সাথে জড়িত ব্যয়কে উপেক্ষা করে, যার ফলে তাদের অধিকার, সুরক্ষা ও অন্যান্য আত্মনিষ্ঠার প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়। সরকারী নীতি কাঠামো অভিবাসী নিয়ন্ত্রণে মূলত উদ্বিগ্ন (অর্থাৎ ব্যক্তির প্রস্থান ও প্রবেশ এবং শ্রম বাজার বা চাকরিতে তাদের প্রবেশাধিকার) এবং বিদেশী কর্মীদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আহরণ, আর অভিবাসীদের মানবাধিকারের জন্য কেবল মৌখিক পরিষেবা প্রদান করে।

সংক্ষেপে, এশিয়ার দেশগুলো সাধারণত সীমান্তের নারীদের শ্রম ও চলাফেরার সুবিধার্থে লিঙ্গ-সংবেদনশীল অভিবাসন নীতিমালা তৈরি করা থেকে বিরত থাকে। আবার, কিছু দেশ নারীর সুরক্ষার আড়ালে শ্রম অভিবাসন বিষয়ে আইনী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বেশির ভাগ আয়োজক দেশগুলোর শ্রম আইন নারী অভিবাসীদের অধিকারকে দুর্ব-লভাবে সুরক্ষিত করে, যা লিঙ্গ, শ্রেণি, বয়স, জাতি ও জাতীয়তার উপর ভিত্তি করে কাঠামোগত কারণ ও বৈষম্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণসমূহ তাদের সম্মুখ বাঁধাকে আরও জটিল করে তোলে।

ফলশ্রুতিতে, মহিলা অভিবাসী যারা অর্থনীতির নারীবাদী খাতে কেন্দ্রী-ভূত, যেখানে মজুরি সাধারণত কম (যেমন গৃহস্থালি কাজ বা পোশাক উৎপাদন), অন্যান্য খাতে শ্রমিকের মতো একই শ্রম অধিকার এবং সামাজিক সুরক্ষায় প্রবেশ করতে পারে না। কাঠামোগত বৈষম্য, উৎস দেশগুলোর শ্রমবাজারে লিঙ্গ বৈষম্য, এবং সীমাবদ্ধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ একীভূত করে, যাতে সাধারণ নারীর যাত্রা করার কম পথ থাকে এবং নিয়োগকারীদের দিকে ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশি থাকে (ব্যক্তি ও সংস্থাগুলো যেখানে তারা তাদের স্থানান্তর প্রক্রিয়াটি সহজ করার জন্য অর্থ প্রদান করে)। শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই, প্রায়শই অনিয়ন্ত্রিত খাতে কম দক্ষ ও অস্থায়ী কর্মী প্রকল্প বা অননুমোদিত উপায়ের মাধ্যমে পুরুষেরা অভিবাসিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অন্যদিকে, উচ্চ-স্তরের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা ও মহিলা অস্থায়ী অভিবাসী কর্মীদের রাজনৈতিক বঞ্চনা এশিয়ার লিঙ্গ বৈষম্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
নিকোলা পাইপার<n.piper@qmul.ac.uk>

> IPSP: সামাজিক অগ্রসরতা

কিছু লিঙ্গভিত্তিক প্রতিবিম্ব

জেফ হার্ন, হ্যাঙ্কেন স্কুল অফ ইকোনোমিক্স, ফিনল্যান্ড, ওরেব্রে বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেন, এবং হাডের্স্ফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য, এবং আই এস এ এর নারী, লিঙ্গ, এবং সমাজ বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য।

সামাজিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের আন্তর্জাতিক প্যানেলে প্রায় ৩০০ জন গবেষক। ক্রেডিট: সোফি ওল্টারস (২০১৫)।

সামাজিক অগ্রগতি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্যানেলকে (আইপিএসপি, https://www.ipsp.org/) ২০১২ এবং ২০১৩ এর গোড়ার দিকে একটি বৃহৎ স্বাধীন বে-সরকারি সামাজিক বিজ্ঞান পরিচালনাকারী হিসাবে ধারনা করা হত, যেটি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারী প্যা-নেলকে (আইপিসিসি) কিছু দিক থেকে সমান্তরাল করে। আর এই ধারনাটি মে ২০১৩ সালে "থিংক গ্লোবাল" নামক একটি সম্মেলনে আলোচনা করা হয়েছিল (https://penserglobal.hypotheses.org/35), এবং পরবর্তিতে ২০১৪ এর গ্রীষ্মে পরিচালনা পর্ষদের প্রথম বৈঠক এবং বৈজ্ঞানিক কাউন্সিলের পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল। অমর্ত্য সেন, হেলগা নওটনি, রবি কানবুর, এবং এলিসা রেসের মত অনেক শীর্ষস্থানীয় সমাজ বিজ্ঞানীদের সহায়তায়, এই পুরো প্রক্রিয়ার প্রধান নেতৃবৃন্দরা ছিল- মার্ক ফ্লরবে (প্রিঙ্কটন বিশ্ববিদ্যালয়), এবং অলিভিয়ের বওইন (RFIEA)।

সামগ্রিক লক্ষ্য হল: সামাজিক অগ্রগতির মাত্রাগুলির ব্যাপক কভারেজ তৈরি করা; সামাজিক বিজ্ঞানকে প্রবেশাধিকারযোগ্য এবং প্রাসঙ্গিক করে তোলার মাধ্যমে হালনাগাদ করা; সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা সহ কেবলমাত্র সরকারই নয়, বরং সামাজিক অভিনেতা এবং নাগরিক-দের লালন করা; জনগণের বিতর্ককে প্রভাবিত করা; এবং বিদ্বানদের মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যাশিত চিন্তায় আগ্রহ বৃদ্ধি করা।

এপ্রিল ২০১৫ তে প্রথম বৃহৎ পরিসরে হতে যাওয়া লেখক মহাসভায় যোগদানের জন্য আমি আমন্ত্রিত হই, যেটি ২০১৫ এর আগস্টে হয়, যেখানে বিশ্বের ২০০ নেতৃত্বদানকারী সামাজ বিজ্ঞানী যোগ দেয়ার কথা। আমন্ত্রণটি ছিল সম্মিলিত উপ-গোষ্ঠী বা অধ্যায়গুলির মধ্যে যেকোন একটিতে যোগদানের জন্য, যার শিরোনাম ছিল 'প্লুরালাইযিং ফ্যামিলি, জেন্ডার, এন্ড সেক্সুয়ালিটি'। যেমনটি ঘটেছে, আমন্ত্রণ এবং ইভেন্টের মধ্যে "প্লুরালাইযিং ফ্যামিলি, জেন্ডার, এন্ড সেক্সুয়ালিটি' এটাকে পুন নামকরণ করে 'প্লুরালাইজেশন অব ফ্যামিলি' হিসাবে লিঙ্গকে "মূলধারিত" হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। এটা বুঝাচ্ছে এই উপ-গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু পুনর্বিন্যস্ত করা; অবশেষে আমি "সামাজিক অগ্রসরতার একাধিক দিক: এগিয়ে যাওয়ার পথ," নামে আমার পেনা-ল্টিমেট অধ্যায়টি শেষ করেছি, পাশাপাশি জেন্ডারের ক্রস-কাটিং (খুব

>>

শিগ্রই আরও থাকবে) গ্রুপ গঠনের জন্য কাজ করছি। জানুয়ারী ২০১৭ এ লিসবনে দ্বিতীয় বৃহত্তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রকাশিত আই পি এস পি বার্তাগুলোর মধ্যে, অবদান রাখার মত লেখকসহ ২৮২ এর অধিক লেখক রয়েছে। বিভিন্ন কমিটি এবং বৈজ্ঞানিক বোর্ডের সদস্যদের সাথে, এটি মোট বেড়ে ৩৫০ এ উন্নিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, এই লেখকদের এক চতুর্থাংশই ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদ প্রতিটি ছিল এক পঞ্চমাংশের মধ্যে; বাকি অংশ ছিল সমগ্র সামাজিক বিজ্ঞান থেকে, সাথে কিছু মানবিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও ছিল।সারা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ন সংখ্যক সংখ্যালঘুদের সাথে বেশিরভাগই ছিল ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা থেকে; প্রায় ৬০ শতাংশ পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত ছিল।

প্রধান আইপিএস পি নীতিগুলির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল- বটম-আপ (বর্ধিত স্তর বা প্রক্রিয়াটির নীচে বা শুরু থেকে অগ্রসর হওয়া), পিয়ার-বেজড কলেজিয়াল (সহকর্মীদের মাঝে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া) পদ্ধতিতে কাজ করা; সরকার এবং লবিস্টদের থেকে পৃথক সি.৫০ অংশীদার তহবিল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির অ-বাধ্যতামূলক সমর্থন এবং তহবিল; প্লুরিডিসিপ্লিনারি পদ্ধতিকে (একের অধিক বিষয়ের দক্ষতাকে একীভূত করে শিক্ষামূলক কিছু সরবরাহ করা) এবং স্টেকহোল্ডারদের মতামতকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া। লেখককে নম্রতা ও শ্রদ্ধার সাথে মতবিরোধগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে, সম্মতির সাথে দ্বিমত গ্রহন এবং দক্ষতার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। আইপিএসপি এর লক্ষ্য ছিল শর্তসাপেক্ষে নির্দেশক হওয়া "যদি আপনার উদ্দেশ্য এটি হয় তবে সবচেয়ে ভাল উপায় এটি" চিহ্নিত সামাজিক অগ্রগতির মূল উপাদানগুলি হল: সমান মর্যাদা, মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, বহুত্ববাদ, কল্যাণ, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, সংহতি, সম্মান এবং স্বীকৃতি, সাংস্কৃতিক পণ্য, পরিবেশগত মূল্যবোধ, বিতরণ ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা, দায়িত্ব।

এই কাজের ফলাফল হচ্ছে তিনটি বড় সমষ্টির ভলিউম, রিথিংকিং সোসাইটি ফর দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিঃ রিপোর্ট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন সোশাল প্রগ্রেস, সাথে ছিল একটি বহু-লেখক বিশিষ্ট একক ভলিউম, এ ম্যানিফেস্টো ফর সোশাল প্রগ্রেসঃ আইডিয়াস ফর এ বেটার সোসাইটি, সবগুলো ছিল ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস থেকে প্রকাশিত। আই পি এস পি লেখকেরা এমন অনেক ফোরামে সক্রিয় আছেন যেমনঃ টি২০ (জি ২০ এর আন্তর্জাতিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক নেটওয়ার্ক যা ২০১৭ সালে জার্মানিতে এবং ২০১৮সালে আর্জেন্টিনায় বৈঠক করেছিল), কথোপকথন, জার্নাল বিশেষ ইস্যু এবং একটি ডকুমেন্ট-ফিল্ম। https://www.instagram.com/a_new_society/

এই তিনটি খণ্ডের বিস্তৃত অধ্যায়গুলিতে আলোচনার বিষয়বস্তু উপর একটি বিস্তর ধারণা পাওয়া যায়ঃ খণ্ড ১. আর্থ-সামাজিক রূপান্তর: সামাজিক প্রবণতা এবং নতুন ভৌগলিক অবস্থা; সামাজিক অগ্রগতি: একটি পরিধি; অর্থনৈতিক বৈষম্য; অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মানব উন্নয়ন, কল্যাণ; শহর; বাজার, অর্থ, কর্পোরেশন; কাজের ভবিষ্যত; সামাজিক ন্যায়বিচার, মঙ্গল, অর্থনৈতিক সংস্থা; খণ্ড ২. রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ও সামাজিক রূপান্তর: গণতন্ত্রের বৈপরীত্য এবং আইনের শাসন; সহিংসতা, যুদ্ধ, শান্তি, সুরক্ষা; আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকার পরিচালনার প্রযুক্তি; রাজধানী, শ্রম ও প্রকৃতি পরিচালনা; মিডিয়া এবং যোগাযোগ; খণ্ড 3. মান, আদর্শ, সংস্কৃতিতে রূপান্তর: সাংস্কৃতিক পরিবর্তন; ধর্ম; পরিবারের বহুবচন; বিশ্ব স্বাস্থ্য; শিক্ষা; একীভূত হওয়া; সামাজিক অগ্রগতির একাধিক দিকনির্দেশনা; নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনতে সামাজিক বিজ্ঞানের অবদান। প্রতিটি বিষয়ের জন্য বর্তমান পরিস্থিতি, ঐতিহাসিক এবং সম্ভাব্য প্রবণতা, সামাজিক ন্যায়বিচার দ্বারা অনুপ্রাণিত পরিবর্তনের দিকনির্দেশনা এবং এই জাতীয় পরিবর্তনের জন্য চালক এবং বাধা পরীক্ষা করা হয়। ক্রস কাটিং বিষয়গুলি: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন; বিশ্বায়ন; সামাজিক আন্দোলন; স্বাস্থ্য; এবং যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, লিঙ্গ। ক্রস-কাটিং জেন্ডার বিষয়ক দলটি অধ্যায়ের খসরায় মন্তব্য করেছে, এবং একটি চেকলিস্ট তৈরি করেছে যেখানে জেন্ডার সম্বোধন সম্পর্কিত অধ্যায় নিয়ে লেখকদের পরামর্শ নেয়া যায়, প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলি যোগ করা হয়েছে যেমন:

• লিঙ্গ সম্পর্ক, লিঙ্গ শক্তি সম্পর্ক এবং জেন্ডারিং প্রক্রিয়াগুলি, লিঙ্গ কেবলমাত্র বিশেষ্য, ভেরিয়েবল বা নির্দিষ্ট লিঙ্গ বিভাগ হিসাবে নয়;
• জেন্ডার উন্নয়ন এবং স্ত্রী ও নারী বৈশিষ্টের অধিকারীদের এবং পুরুষ ও পুরুষালী বৈশিষ্টের উভয়ের বিভিন্ন ধরণের জেন্ডার শক্তি।
• জেন্ডারকে বিশদভাবে 'নারী ও পুরুষ' এর ব্যাখ্যা দেয়া, যেটি জেন্ডার বৈচিত্রকে কম গুরুত্ব দিবে, অন্যান্য জেন্ডার এবং এল জি বি টি আই কিউ-এর অবস্থানগুলোতেও।
• লিঙ্গ সম্পর্কগুলি বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়, কারণ জেন্ডার অনুশাসন ব্যবস্থায় সাধারণীকরণ প্রক্রিয়া ত্রুটিযুক্ত হতে পারে;
• শিশু, "মেয়েরা" এবং "ছেলেরা" কম গুরুত্ব পাবেনা;
• লিঙ্গ সমতা এবং লিঙ্গ ন্যায্যতার মধ্যে পার্থক্য করার মধ্যে যত্নশীল এবং সংগতিশীল হতে হবে।
• জেন্ডারিং প্রক্রিয়াগুলো এবং জেন্ডার অনুশাসনগুলো যার মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে 'লিঙ্গ- নিরপেক্ষতা' অথবা 'জেন্ডারহীন' এলাকাসমুহ উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অথবা পরিবহন ব্যবস্থাসমুহ।
• যৌন বৈশিষ্টের অধিকারী, সাথে থাকবে আদর্শহীন যৌন বৈশিষ্টের অধিকারী, যেটি ভিন্ন আদর্শের কোন কিছুকে পুনরুৎপাদন করবেনা।
• যৌন বৈশিষ্টের অধিকারী এবং জেন্ডারের ভবিষ্যৎ উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ।
• লিঙ্গ পরিচয় থেকে বৈশ্বিক সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরকে ছেদ করে নির্মিত জেন্ডার।

সামগ্রিকভাবে, আইপিএসপি রিপোর্টে কাঠামোগত সামাজিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অত্যাধুনিক জ্ঞান সংগ্রহ করার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নতির নীতি, সম্ভাবনা এবং পদ্ধতির উপর জ্ঞান সংশ্লেষ করার চেষ্টা করেছে। একাধিক সুপারিশ তৈরী করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, একমাত্র পেনাল্টিমেট অধ্যায় থেকে, টেকসই সামাজিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠা; বাজারের ক্রিয়াকলাপের অ-পুঁজিবাদী ধরণের প্রসার এবং মানুষের প্রয়োজন মেটাতে রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়ের ভূমিকা; প্রাণবন্ত সমবায় বাজার খাত নির্মাণ; পুঁজিবাদী সংস্থাগুলিকে সমবায় ও শ্রমিক গ্রহণের ক্ষেত্রে রূপান্তর; বৃহত্তর পুঁজিবাদী কর্পোরেশনকে গণতন্ত্রীকরণ; নিঃশর্ত মৌলিক আয়; সর্বজনীন যত্ন পরিষেবা; ক্ষমতাবানদের নামকরণ এবং পরিবর্তন এবং সংস্থাগুলি এবং নীতিতে বিশেষাধিকার প্রাপ্ত; গ্লোবাল সাউথ থেকে শেখার মাধ্যমে নীতি বিকাশের আন্ত: সাংগঠনিক জোট গঠন; সমতা এজেন্ডাগুলি "চিহ্নহীন" এবং ট্রান্সন্যাশনাল নীতি তার সীমানায় প্রসারিত করা; গণতন্ত্রকে তার নিজস্ব রুপ দেয়া; এবং অংশগ্রহণমূলক বাজেটিং। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
জেফ হার্ন<hearn@hanken.fi>

> দারিদ্র এবং অসমতাঃ
দক্ষিণ আফ্রিকা সমগ্র আফ্রিকার জন্য হুমকি

জেরেমি সিকিংস, কেপ্টাউন বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, আই এস এ এর দারিদ্র, সমাজকল্যাণ, এবং সামাজিক নীতি বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য (আরসি ১৯)।, এবং সাবেক আই এস এ এর শহর ও বিভাগীয় উন্নয়ন কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট (আরসি ২১)।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে চাকরির সন্ধান করছেন, যেখানে গত ২৫ বছরে বেকারদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ছবি: জেরেমি সিকিংস।

দক্ষিণ আফ্রিকার দারিদ্র্য এবং বৈষম্য খুব ভালভাবেই সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পরম দারিদ্র্যের হার - আর্থিক আয়ের মানকৃত ব্যবস্থাগুলি ব্যবহার করে গণনা করা হয় দেশের মাথাপিছু জিডিপি অনুযায়ী দীর্ঘকাল ধরে একই রয়েছে এবং আলাদাভাবে বেশি রয়েছে। এটি অবশ্যই, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার আয়ের বন্টন অসম। । অতি আয়ের দারিদ্র্য এবং বৈষম্য মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিগত নিষ্পত্তি এবং বৈষম্যের আগে এবং বর্ণবৈষম্যের সাথে ভিত্তি গড়েছিল। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের ২৫ বছর পরে, আয়ের দারিদ্র্য অনমনীয়ভাবে বেশি এবং অসমতা বেড়েছে বলে ধারণা করা হয়। এটি পরিষ্কার নয় যে গণতন্ত্র অগত্যা আয় দারিদ্র্য বা বৈষম্য হ্রাস করে।

সাউথ আফ্রিকার স্থিতিশীল দারিদ্র এবং অসমতা

দারিদ্র্য ও বৈষম্যের স্থিতিশীলতা বিভিন্ন কারণকে প্রতিফলিত করে। আমাদের ২০০৫ এর বই, জাতি, বংশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অসাম্য (ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস) -তে নিকোলি নাট্রেস এবং আমি যুক্তি দিয়েছিলাম যে, বৈষম্য বর্ণবাদ থেকে বেঁচে আছে কারণ এটি স্পষ্ট বর্ণগত বৈষম্যের দ্বারা পরিচালিত হয়নি। বর্ণবাদীর অধীনে, সাদা দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা কেবল সম্পত্তি এবং আর্থিক সম্পদই নয় মানবজাতীয় পুঁজি (জাতিগতভাবে বৈষম্যমূলক পাবলিক শিক্ষার মাধ্যমে) এবং সামাজিক মূলধনও জোগায়। (আমাদেরও সাংস্কৃতিক মূলধন যোগ করা উচিত ছিল।) এর অর্থ হ'ল বেশিরভাগ সাদা দক্ষিণ আফ্রিকানদের সুযোগ-সুবিধাকে ক্ষুন্ন না করেই জাতিগত বৈষম্য বাতিল করা যেত। ১৯৯৪ সালের পরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারগুলি সুস্পষ্ট বর্ণগত বৈষম্যের শেষ স্বত্ব ভেঙে দিয়েছিল এবং কালো দক্ষিণ আফ্রিকানদের পক্ষে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। তবে বেশিরভাগ শ্বেত দক্ষিণ আফ্রিকান তাদের শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে চলেছে। বিপরীতভাবে, কিছু কালো দক্ষিণ আফ্রিকান জাতিগত বিধিনিষেধ অপসারণ (এবং তারপরে স্বীকৃতিমূলক পদক্ষেপে) থেকে উপকৃত হয়েছিল এবং উন্নতি লাভ করেছিল, অনেক কালো দক্ষিণ আফ্রিকান যেকোন ধরণের মূলধনের অভাবে ভুগতে থাকে। দক্ষতা, সামাজিক রাজধানী বা জমি ব্যতীত দশ জন প্রাপ্তবয়স্ক দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে চারজনই বেকার ছিল।

আমাদের ২০১৫ এর বই, নীতি, রাজনীতি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দারিদ্র্য (পালগ্রাভ ম্যাকমিলান) -তে নেত্রাস এবং আমি গণতন্ত্রের উত্তরণের পরে, অতি দরিদ্রদের পক্ষে নীতিমালার জন্য কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক সমর্থন কেন পাচ্ছিল না সেদিকে মনোনিবেশ করেছলাম। আমরা স্বীকার করেছি যে কিছু সরকারী নীতি অতি দরিদ্রের পক্ষে হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক সহায়তা প্রোগ্রামগুলি ধনী করদাতাদের থেকে বেশিরভাগ দরিদ্র পরিবারগুলোতে জিডিপির একটি অস্বাভাবিকভাবে বড় অংশ (৩ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ এর মধ্যে) পুনরায় বিতরণ করে। এটি

>>

দারিদ্র্য হ্রাস করে, তবে বৈষম্য নয়। তবুও, দারিদ্র্যের পাশাপাশি বৈষম্যও বজায় রয়েছে। এটি মূলত উচ্চ বেকারত্বের হারের কারণে। গণতান্ত্রিক সরকারের ২৫ বছরেরও বেশি বেকারত্বের হার কেবল বৃদ্ধিই পায় নি, বরং বেকার মানুষের সংখ্যা পুরোপুরি দ্বিগুণ হয়েছে। পুনরায় বিতরণ বাদে কর-অর্থায়িত সামাজিক সহায়তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কিছুটা সুবিধা খুব দরিদ্রের কাছে চলে গেছে। আমরা যুক্তি দিয়েছিলাম যে এটি আংশিকভাবে শ্রম-নিবিড় খাতগুলিতে শ্রমবাজার নীতিগুলির স্থবির প্রভাব প্রতিফলিত করেছে।

>আফ্রিকা-ব্যাপী একটি উদীয়মান ঘটনা

দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে প্রায়শই এটিকে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে মনে করা হয়। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় দারিদ্রের স্থিরতা ও উদীয়মান বৈষম্য ক্রমবর্ধমান আফ্রিকা-ব্যাপী ঘটনার পূর্বাভাস। ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে আয়ের দিক থেকে তীব্র দরিদ্র বিশ্ব জনসংখ্যার অনুপাত দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে, যা ৪৭ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। চূড়ান্ত আয়ের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত মানুষের আনুমানিক মোট সংখ্যা ১৯৯০ সালে মাত্র ২ বিলিয়ন লোকের চেয়ে কমিয়ে ২০১৫ সালে ৮৮৬ মিলিয়নে নেমেছে।

আফ্রিকাতে অবশ্য সামগ্রিক দারিদ্র্যের হার ৫৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪০শতাংশে নেমে গেছে, যদিও আফ্রিকার তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যে পূর্ণ সংখ্যক মানুষ বাস্তবে বেড়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও দারিদ্র্য বজায় রয়েছে। প্রবৃদ্ধির সুবিধাগুলি খুব কমই গরিবদের কাছে যায়। ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে আফ্রিকায় দারিদ্র্যের বৃদ্ধির স্থিতিস্থাপকতা মাত্র -০.৭ ছিল, অন্যান্য অঞ্চলের -২ এর তুলনায়, যার অর্থ আফ্রিকার প্রতি ১ শতাংশ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি দারিদ্র্যকে মাত্র ০.৭ শতাংশ হ্রাস করেছে, অন্যদিকে একই প্রবৃদ্ধি অন্যদিকে দারিদ্র্য হ্রাস করেছে ২ শতাংশ। আফ্রিকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য হ্রাসের চেয়ে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপরীতে, আফ্রিকাতে, গ্রামীণ অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকরাএখন পর্যন্ত বেশিরভাগ দরিদ্র রয়েছেন। অনেকগুলি (তবে সমস্ত নয়) অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকদের কম উতপাদনশীলতা রয়েছে এবং সম্পদ-ধ্বংসকারী খরার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সরকার প্রায়শই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অবহেলা করে। প্রান্তিক কৃষকদের উপর চাপানো "উন্নয়ন" খুব কমই বড় সুবিধা নিয়ে এসেছে। একসময় আফ্রিকার বেশিরভাগ অংশ প্রচুর জমি এবং শ্রমের অভাব বিশিষ্ট ছিল। এখন এখানে উদ্বৃত্ত শ্রমিকের তুলনায় জমির সংখ্যা অনেক কম। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য প্রান্তিক কৃষকদের উতপাদনশীলতা বাড়ান সুস্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয়। তবে বর্ধমান শ্রমশক্তি গ্রহন করা খুব সম্ভব নয়। ফলাফল ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট: তরুণদের মধ্যে বর্ধমান বেকারত্বের হার, যাদের মধ্যে অনেকেই শহর অঞ্চলে চলে যায় এবং এদেরকে রাজনৈতিক অভিজাতরা রাজনৈতিক হুমকি হিসাবে দেখেন।

>শ্রম-নিবিড় উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা

দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং পুরো আফ্রিকা জুড়ে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য শ্রম-নিবিড় অকৃষি খাতগুলির প্রসার প্রয়োজন। প্রায় প্রতিটি ঐতিহাসিক ক্ষেত্রেই টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রে শ্রম-নিবিড় উতপাদনের একটি পর্ব জড়িত রয়েছে। আমাদের নতুন বই ইনক্লুসিভ ডুয়ালিজম: লেবার-ইনটেনসিভ ডেভেলাপমেন্ট, ডিসেন্ট ওয়ার্ক,এন্ড সারপ্লাস লেবার ইন সাউদার্ন আফ্রিকা (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস,২০১৯), তে নিকোলি নাট্রেস এবং আমি ডব্লু আর্থার লুইসের ক্লাসিক রচনাটি ব্যবহার করি - আফ্রিকান বংশোদ্ভূত একমাত্র অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন উদ্দেশ্য ছিল কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য হ্রাস বিস্তারে পোশাক উতপাদন ভূমিকার পরীক্ষা করা। পোশাক শিল্প তার নিজস্ব স্বকীয়তায় গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি দরিদ্রদের জন্য একটি কার্যকরীভাবে প্রধান কর্মসংস্থান হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশের ৪০ মিলিয়ন পোশাকের চাকরি স্বল্প মজুরির হতে পারে, তবে গ্রামীণ মহিলারা উচ্চ উৎপাদনশীলতা এবং উচ্চ আয়ের কর্মসংস্থানে চলে যাওয়ায় দারিদ্র্য হ্রাসে তারা বড় ভূমিকা পালন করেছে। পোশাক শিল্পটি কয়লা খনিতে ক্যানারি হিসাবে কাজ করে, যা পরিবেশের স্বাস্থ্যের দিকে ইঙ্গিত দেয়। একটি কয়লা খনিতে, রুদ্ধ ক্যানারিটির স্বাস্থ্য খনি শ্রমিকদের কাছে গ্যাস দ্বারা সৃষ্ট বিপদের একটি সূচক ছিল। একইভাবে যদি পোশাক শিল্পের বদলে দেশে শ্রম উদ্বৃত্ত থাকে , তাহলে এতে পরিবেশ বিষয়ক নীতিমালার সাথে কিছু ভুল থাকতে পারে।

ইনক্লুসিভ ডুয়ালিজম দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রাপ্ত পাঠের বিস্তারিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে বেকারত্ব বাড়ার সাথে সাথে পোশাক উতপাদনে কর্মসংস্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনকভাবে, দক্ষিণ আফ্রিকার উতপাদন বৃদ্ধিতে কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা সম্ভবত নেতিবাচক ছিল, যার অর্থ হ'ল উতপাদন বৃদ্ধির ফলে খাতটিতে হ্রাসপ্রাপ্ত কর্মসংস্থান মিলিত হয়েছে। শ্রমিকরা আরও মূলধন এবং দক্ষতা-নিবিড় প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করেছে বলে শ্রমের উতপাদনশীলতা বেড়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে। এটি অবশ্যই ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং দারিদ্র্যের জন্য একটি প্রনালী। আমরা এটিকে যাকে "ডিসেন্ট ওয়ার্ক ফান্ডামেন্টালিজম" বলি তার সাথে যুক্ত করি, অর্থাৎ (বেকার) কর্মসংস্থানের পরিণতি বিবেচনা না করেই "উপযুক্ত কাজ" অনুসরণ করা। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য আফ্রিকান দেশগুলি এমন ধরণের পরিবেশ সরবরাহ না করে যেখানে পোশাক উতপাদন বাড়তে পারে, তাহলে দারিদ্র্য এবং বৈষম্য থেকেই যাবে।

আফ্রিকার দারিদ্র্য সম্পর্কিত তথ্য হল জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য প্রতিবেদন (নিউ ইয়র্ক: জাতিসংঘ, ২০১৫), ক্যাথলিন বিগল এট অলের পভার্টি ইন এ রাইজিং আফ্রিকা (ওয়াশিংটন ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০১৬), এবং জারোবেল বিকাবা এট আল এর "এলিমেনেটিং পভার্টি ইন আফ্রিকাঃ ট্রেন্ডস, পলিসিস এন্ড রোলস অব ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন" ওয়ার্কিং পেপার ২২৩ (আবিদজান: আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক, ২০১৫)। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
জেরেমি সিকিংস<jeremy.seekings@uct.ac.za>

> সাউথ আফ্রিকার আকর্ষনীয় খ্রিষ্টানবাদ এবং পেন্টেকোষ্টালিজম

মকং এস মাপাদিমেং, হিউম্যান সাইন্স রিসার্চ কাউন্সিল, সাউথ আফ্রিকা, আই এস এ রিসার্চ কমিটি অন সোশলজি অফ আর্টস (আরসি ৩৭) এবং লেবার মুভমেন্টের (আরসি ৪৪) একজন সদস্য।

পেন্টিকোস্টাল গির্জার যাজক একজন ধর্মসভার সদস্যের মুখে ডুম,কীটনাশক স্প্রে করছেন।

১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার গণতান্ত্রিক নির্বাচনগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল পরিবর্তনের একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে, যেটি প্রতিনিধিত্ব করে ঔপনিবেশিক বর্ণবাদ সংক্রান্ত আদেশের মূলোৎপাটন এবং এটির বদলে গণতান্ত্রিক কালো সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা। এইসকল পরিবর্তনের সাথে আরও বেশকিছু বিষয় যুক্ত ছিল, এবং বিশেষ পরিবর্তনগুলো হয়েছিল পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলো, কাঠামোগুলোতে, এবং তাদের উপস্থিতি অনুশীলনের মাধ্যমে। তাদের মধ্যে খ্রিস্টীয় ধর্মীয় আন্দোলনের উত্থান ছিল যা পেন্টিকোস্টাল বা ক্যারিশম্যাটিক খ্রিস্টান গীর্জার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও এই গীর্জাগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে নতুন নয়, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্পষ্টতই প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, ১৯৯৪ সালের পরবর্তী সময়ে তারা শহর কেন্দ্র এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে উভয়ই তাৎক্ষণিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই চার্চগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি আর যাই হোক সমস্যা এবং বিতর্কের বাইরে ছিলনা। শেষ অবধি, আমরা দেখেছি এবং অবিচ্ছিন্ন বিতর্কগুলির প্রতিবেদনগুলি পড়েছি, যার মধ্যে এই গীর্জাগুলি সত্য খ্রিস্টান বিশ্বাসের বিপরীত হিসাবে অনুধাবন করা অনুশীলনগুলিতে নিযুক্ত রয়েছে বলে জানা যায়। এই অভ্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে সাপ, ঘাস, পেট্রোল এবং কীটনাশক সহ মানুষকে আধ্যাত্মিক নিরাময়ের অংশ হিসাবে এবং দুষ্ট আত্মার সাথে লড়াই করা (১ এবং ২ নাম্বার ছবিতে দেখুন)।

এটি লেখার সময়, নাইজেরিয়ার বংশোদ্ভূত যাজক, যিশু ডমিনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল (জেডিআই) গির্জার তীমথিয় ওমোটোসের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন, মানব পাচার এবং ছদ্মবেশী এবং মালাউইয়ান-বংশোদ্ভূত বহু মিলিয়নেয়ার অভিযোগের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলছিল। দ্য এনলাইটেন্ড কৃশ্চিয়ান গেদারিং (ইসিজি) গির্জার যাজক শেফার্ড বুশিরি এবং তাঁর স্ত্রীকে অভিযুক্ত ও অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছিল। কঙ্গোলে জন্মগ্রহণকারী যাজক আল্ফ লুকুওর ভাইরাল হওয়া ভিডিও ক্লিপটিও সাম্প্রতিক ছিল, সেখানে তিনি দাবি করেন, তিনি যখন প্রার্থনা করেছিলেন এবং তখন কফিনে পড়ে থাকা একজন মৃত ব্যক্তিকে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই চার্চগুলি সম্পর্কে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে যেমন অভিযোগ রয়েছে যে তারা বেসরকারী ব্যবসায়ের মতো পরিচালিত হয় এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অভাবে কর না দেওয়া থেকে উপকৃত হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার এই বিতর্কগুলি এবং অভিযোগে তদন্তের জন্য তদন্ত কমিশন নিয়োগ করতে আগ্রহী হয়। এই কাজটি সংস্কৃতি, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সম্প্রদায়ের অধিকারগুলির (সিআরএল রাইটস কমিশন) প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য কমিশনকে অর্পণ করা হয়েছিল। এই তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল জালিয়াতি করা গীর্জাগুলোর সমস্যাকে উপলব্ধি করা যেগুলো মানুষের আবেগ এবং প্রফুল্লতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। দৃষ্টিভঙ্গিটি হল যে এর মধ্যে কয়েকটি গির্জা তাদের সদস্যদের দারিদ্র্যে বাস করা সত্ত্বেও গির্জার নেতাদের দ্বারা বাণিজ্যিক লাভের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পেন্টিকোস্টাল বা ক্যারিশম্যাটিক গীর্জার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং বিতর্কগুলির মধ্যে যা আকর্ষণীয় তা হ'ল সমাজবিজ্ঞানের বিবরণগুলির অভাব। এটি মূলত এই কারণেই দায়ী যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ধর্মের সমাজবিজ্ঞান এখনও অনুন্নত। ফলে, এটি এই গীর্জা সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্নগুলির পুরো পরিসীমাটিতে উত্তরহীন এবং অনাবিষ্কৃত অবস্থায় ছেড়ে দেয় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সাথেঃ একজন কিভাবে এই গীর্জাগুলোর দ্রুত এবং তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় এদের জনপ্রিয়তা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?

>>

পেন্টিকোস্টাল গির্জার যাজক একজন ধর্মসভার সদস্যকে জীবিত সাপ খাওয়াচ্ছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজের কোন অংশটি এই গীর্জার একজন সদস্য হওয়ার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত? এই গীর্জার নেতারা কারা এবং কি তাদেরকে এত ক্যারিশম্যাটিক করে তোলে? একজন কিভাবে ব্যাখ্যা করবে গির্জার সদস্যদের প্রতিনিধি হিসেবে কোন ব্যাপারগুলো দৃশ্যমান হয় যেমন নিষ্ক্রিয়তা, এই গীর্জার মধ্যে বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক অভ্যাস হিসাবে বিবেচিত হয় কোন ব্যাপারগুলো? দক্ষিণ আফ্রিকার ধর্মীয় সংস্থাগুলির জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোগুলি সম্পর্কে কী বলা যায় এবং তাদের কী নিন্দিত করা হচ্ছে?

একটি প্রাথমিক সমাজবিজ্ঞানের বিবরণ দেয়ার পরিমিত চেষ্টা হিসেবে, আমি সমাজে ধর্মের ভূমিকার উপর একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তালিকাভুক্ত করেছি। এই দৃষ্টিকোণটি পরীক্ষা করে দেখায় যে ধর্মকে কীভাবে বোঝা যায় অর্থাৎ এটি কী এবং এটির ভূমিকা এবং প্রভাব সমাজে কী। সংজ্ঞামূলক স্তরে কিছু মতবিরোধ রয়েছে, যা জেমস এ বেকফোর্ড এই কারণটিকে দায়ী করেছেন, যে ধর্ম একটি সামাজিক গঠন যা নির্দিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং অবহিত করেছে যা এটিকে বৈচিত্র্যময় এবং গতিময়, অনির্ধারিত অর্থ দেয়। এই মতামতটি ১৯৯৪-পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার পেন্টিকোস্টাল এবং ক্যারিশম্যাটিক গীর্জার তাতপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি বুঝতে সহায়তা করে। এটি একটি রাজনৈতিক মুহূর্ত ছিল যা "সকলের জন্য উন্নত জীবন" এর একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এবং এটি এমন একটি আদর্শ যা কখনই পুরোপুরি উপলব্ধি হয় নি।

দরিদ্রদের মৌলিক পরিষেবাগুলো সরবরাহের মাধ্যমে বৃহত্তর পর্যায়ে কিছু উন্নতি করা সত্ত্বেও, এটি এমন হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অবিরাম কমতে থাকা বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বর্তমানে কেবল মাত্র ২.২% রেকর্ড করা হয়েছে, উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কর্মসংস্থান তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে (সরকারী বেকারত্ব ২৭ শতাংশের বেশি)। দারিদ্র্য এবং বৈষম্য ক্রমশ খারাপ হচ্ছে, দেশের গিনি সহগুণ ০.৬৩ যেটি বিশ্বে অন্যতম। এগুলো আরও বেশী তীব্র নৈতিক অবক্ষয় এবং ব্যাপক দুর্নিতির মাধ্যমে চিনহিত হয়ে যেখানে রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত অভিজাতরা নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য সরকারী তহবিল লুট করে। নৈতিক অবক্ষয় এবং দ্বারা তীব্র হয়। এই নিবন্ধটি লেখার সময়, দুটি তদন্ত কমিশন চলছিল, দুর্নীতির কর্পোরেট স্বার্থ, দুর্নীতি এবং জালিয়াতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্যাপচারের তদন্ত করেছিল।

এই লেখাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকানদের মধ্যে ক্যারিশম্যাটিক গীর্জার তীব্র বৃদ্ধি এবং জনপ্রিয়তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই গীর্জাগুলো অলৌকিক পরিণতির আকারে তাদের অনুসারীদের দারিদ্র্য, অসুস্থতা এবং বেকারত্বের পাশাপাশি বৈষয়িক সম্পদের আকারে তাদের আশীর্বাদপুষ্ট করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই লক্ষ্যে, তারা গীর্জার সদস্যদের আর্থিক অনুদানের জন্য উৎসাহিত করে যা শেষ পর্যন্ত যাজকদেরকে অতি ধনী করে তোলে। বেকফোর্ড এই পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট ছিলেন যে, ধর্ম একটি অ-সমজাতীয়, জটিল এবং বিভিন্ন ধরণের সামাজিক অবকাঠামো যা অর্জনের জন্য প্রযোজ্য সেই প্রান্তের উপর নির্ভর করতে হয়। অলৌকিক নিরাময় সহ পেন্টিকোস্টালিজমের অনন্য ক্যারিশম্যাটিক উপাদানগুলি যাজকরা স্ব-সমৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন নিজেদের নবী হিসাবে জাহির করার মাধ্যমে যারা বিভিন্ন অলৌকিক কাজ সম্পাদন করে থাকেন। যখন স্টিভ ব্রুসের জন্য, ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এমন বিশ্বাস দ্বারা যে, পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা পালন করার পুরষ্কার পরের জীবনে চিরকালীন সুখের মধ্য দিয়ে চলবে এবং বিশ্বজুড়ে যে পরিমাণ পার্থিব সম্পদ উপস্থাপিত হতে পারে, পেন্টেকস্টালিজম এবং ক্যারিশম্যাটিক গীর্জার বর্তমান ধারার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকা বর্তমান বিশ্বকে বস্তুগত পুরষ্কারগুলোর ব্যাপারে জোর দেয়।

খৃস্টান মিশনারি এবং পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত উপনিবেশিকতার ঐতিহাসিক প্রভাবকে আমলে না নিয়ে এটা যুক্ত করা সহজ নয়। বিশেষ করে, খৃস্টান গীর্জার মিশনারি অবদান ছিল আফ্রিকানদের পরিবর্তিত করা তাদের পূর্বের উপনিবেশিক চিন্তাধারা থেকে যেটা কেন্দ্রীভূত ছিল বাদিমো অথবা আমাদলিওযির উপর ঐশ্বরিক মাধ্যমগুলোর মত মদিমো বা উনকুলুনকুলুর (স্রষ্টা) সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য।

এর ফলে পরিবর্তিত আফ্রিকানরা বাদিমো বা আমাদলিওসিয়াস দুষ্ট মননকে অপসারিত করেছে এবং উপনিবেশিক তাত্ত্বিক ধারণাগুলি এবং বিভাগগুলির উপর নির্ভরশীল একটি শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে উপনিবেশের একটি সফল প্রকল্পকে বোঝায়। ব্রুসের এই দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতা প্রমাণ করে যে ধর্মটি হয় সৃষ্টিকর্তার নামে বা একটি সাধারণ বিশ্বজগতের নামে মানুষকে একত্রে আবদ্ধ করে বা পূর্ববিদ্যমান ক্রমকে পরিবর্তন ও ব্যাহত করে সংহতি প্রচার করতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
মোকং এস ম্যাপাদিমেং<mmapadimeng@gmail.com>

> মহাকাশ আক্রমণকারী:
আন্ডারগ্রাউন্ড উইমেন মাইনার্স

আসান্দা বন্যা, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়

খনিতে কাজ করছেন।
ছবি: আসন্দ বন্যা।

মহিলারা দক্ষিণ আফ্রিকার খনিতে ভূগর্ভস্থ কর্মী বাহিনীতে যোগদানের পনের বছর পেরিয়ে গেছে। খনির ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রায় ৫০,০০০ মহিলা রয়েছেন,যা স্থায়ী খনির কর্মীদের প্রায় ১০.৯%। শিল্পটি নিজেকে পুরুষালি হিসাবে পরিপূর্ণরূপে কল্পনা এবং উপস্থাপন করে এবং এই চিত্র তুলে ধরে যে ভূগর্ভস্থ খনি কাজের জন্য উপযুক্ত কেবল পুরুষ বা পুরুষদেহ,যদিও খনির কর্মীদের প্রায় ১১% মহিলা, এবং তাদের অন্তর্ভুক্তির সহজ করা এবং ত্বরান্বিত করার জন্য আইন গৃহীত হয়েছে । খনির পেশাগত সংস্কৃতিতে ও প্রক্রিয়ায় , ভূগর্ভস্থ খনি কাজের জন্য পুরুষদেহের এই উপযুক্ততা প্রায় প্রাকৃতিক এবং চিরস্থায়ী হয়ে গেছে।অতীত ব্যতিক্রমগুলি সমাধানের প্রচেষ্টায় আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও খনির কাজে পুরুষ দেহের প্রাকৃতিককরণ, অবিচ্ছিন্নভাবে মহিলাদের বর্জনকে সহজতর করেছে।

যেমনটা আমি অন্যত্রও বলে থাকি, দক্ষিণ আফ্রিকার খনিতে মহিলারা "বহির্ভুক্ত অবস্থায় থেকেই অন্তর্ভুক্ত" । প্রকৃতপক্ষে, নির্মল পূওয়ারের কথা অনুসারে তাদেরকে 'স্পেস অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে দেখা হয় এবং এটি এক প্রকার মতো "বিশৃঙ্খলা এবং অস্তিত্বগত উদ্বেগের অবস্থা" তৈরি করছে। তাদের বিরুদ্ধে কেবল উতপাদনশীলতা এবং সুরক্ষাকেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার অভিযোগ তোলা হয়নি বরং খনির অভ্যন্তরে এবং বাইরের উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক রীতিনীতি মেনে নারীসুলভ আদর্শের অনুবর্তী না হওয়ার জন্য কলঙ্কিত করা হয়েছে এবং তাদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

যদিও তত্ত্ব অনুসারে মহিলারা যে কোনও ভূগর্ভস্থ কাজ করতে পারে, বাস্তবে তাদের নির্দিষ্ট কিছু কাজ নেওয়া থেকে বিরত রাখা হয়। যেখানে আমি আমার গবেষণা চালিয়েছি সেখানে সমস্ত কর্ম স্থলে কোথাও মহিলারা রক ড্রিল অপারেটর হতে পারত না এবং খুব কম লোকই ছিল ল্যাশার বা উইঞ্চ ড্রাইভার ছিল। আমি যে কয়েক উইঞ্চ চালকের সাথে কাজ করেছি খুব কমই কখনো আন্ডারগ্রাউন্ডে উইঞ্চ চালিয়েছি। সুরক্ষাবাদী বক্তৃতা ব্যবহার করে, খনিগুলি কৌশলগতভাবে ভূগর্ভস্থ কিছু পেশায় মহিলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং বরাদ্দ করতে অস্বীকার করে। এটি যদিও "কঠোর ভূগর্ভস্থ কাজ" থেকে তাদের রক্ষা করে,এর সাথে তাদের আর্থিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত করে তোলে যেহেতু তারা কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো একই উৎপাদন বোনাস দাবি করতে পারে না।

নীচের আলোচনাতে আমি ভূগর্ভস্থ এমন অনেক ঘটনার একটি উল্লেখ করি যা চিত্রিত করে যে কীভাবে সাংস্কৃতিক ও সুরক্ষাবাদী বক্তৃতার মোড়কে অনেক কর্মীর মধ্যে সহায়ক হওয়া, ধারনা বদ্ধমূল করার মাধ্যমে, তাদের অন্তর্ভুক্তির কথা প্রচারের সময়, তাদের বর্জিত হওয়া কে প্রলম্বিত ও সুরক্ষিত করা হচ্ছে।

আমার গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে, উইঞ্চ চালক হওয়ার প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময়, আমাকে বলা হয়েছিল যে নারীদের ড্রিলিং

>>

ক্লাসে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাদের বর্জনের কারণগুলি তাদের দেহের উপর ভিত্তি করে ছিল, যেগুলো কে প্রশিক্ষকরা খনিটি ড্রিলিং মেশিনের অপারেশনের জন্য অনুপযুক্ত এবং "খুব ভঙ্গুর" বলে মনে করেছিলেন। প্রশিক্ষকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ড্রিলিং মেশিনগুলি মহিলাদের গর্ভে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমার ক্ষেত্রে, চালিয়ে যাওয়ার এবং অবশেষে ড্রিলিং ক্লাসে যোগদানের অনুমতি পাওয়ার পরেও আমাকে কেবলমাত্র শুধু পর্যবেক্ষণ করা এবং কিছু স্পর্শ না করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কারণ "হট স্টোপস এবং ড্রিলিং" পুরুষদের জন্য ছিল এবং মহিলাদের শরীরবৃত্তির সাথে বেমানান ছিল। মেশিনগুলির নকশা এবং স্টোপের বায়ুচলাচলকে কারণ হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়নি।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কয়েকটি অধিবেশন এবং কয়েক দিন পর্যবেক্ষণ করার পরে, সমস্ত নতুন নিয়োগকারীদের মেশিনগুলি চেষ্টা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রশিক্ষক এবং অভিজ্ঞ কর্মীদের যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে অনুকরণ করতে উতসাহিত করা হয়েছিল। তারা কীভাবে পায়ে পায়ে বসেন সেখান থেকে শুরু করে উরুগুলি শক্তভাবে মেশিনে রাখেন ও তাদের শ্বাস এবং শারীরিক ছন্দগুলি পর্যন্ত। যখন আমার পালা এসেছিল, তবে পাঠটি অন্যরকম ছিল, প্রশিক্ষক প্রাথমিকভাবে আমাকে এই বলে মেশিনটি চালিত করতে অস্বীকার কললেও পরে আমাকে চালানোর সুযোগ দিয়ে ছিলেন, আমাকে বলেছিলেন যে মহিলারা পায়েয় মাঝে রাখতে পারবেনা মেশিনগুলি। তবুও, মেশিনটি চালু করতে এবং স্থিতিশীল হওয়ার জন্য একজনকে মেশিনকে টানতে হবে। তবে আমার প্রশিক্ষক আমাকে বলেছিলেন আমার পা দুটো এক সাথে আনতে হবে, তিনি বলেছিলেন আমার “পা দু'টোই এক পাশে রাখতে হবে একজন ভদ্র মহিলার মতো।” এটি বার বার তাকে দেখে মেশিন-ছেলেদের নীচে নামিয়ে দিয়ে, তাদের পা দু'টায় খুলতে, মেশিনটি টানটান করে এবং তাদের উরুর মাঝে অনুভব করতে এবং "এটি শক্ত করে ধরে রাখ।" তিনি আমাকে আমার পা একসাথে আনতে এবং তাদের সরিয়ে নিতে বলেছিলেন একজনের প্রতি পাশ "অন্যথায় আপনি বাচ্চা রাখতে সক্ষম হবেন না ... আপনি নিজের ডিম মেরে ফেলছেন।" শ্রমিকরা আরও মন্তব্য করেছিলেন যে মেশিনে স্ট্র্যাড করা কোনও মহিলাকে "অশ্লীল" দেখাচ্ছে।

যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছিল, আমি যখন তাদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করেছিলাম এবং উভয় পা দিয়ে একপাশে রেখে "ভদ্রমহিলার মতো" ড্রিল করছিলাম, তখন মেশিনটি আমাকে টেনে নিয়ে যায়। আমি যখন এটি বন্ধ করেছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম যে এই অবস্থানে ড্রিল করা অসম্ভব, তখন আমি তাদের দিক থেকে আমার মুখ ফেরানোর আগেই , প্রশিক্ষক বলেছিলেন, " দেখলে তো, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে মহিলারা ড্রিল করতে পারে না, এটি অসম্ভব ... এই মেশিনটি অনেক ভারী " (আমি যে সমস্ত শ্রমিকের দিকে চোখ রেখেছিলাম তারাও তার সমর্থনে মাথা নাড়াচ্ছিল।) (ফিল্ড নোটস, রাস্টেনবার্গ, এপ্রিল ২০১২)। এই পুরুষদের জন্য, মেশিনটির আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া যে ড্রিলিংয়ের জন্য মহিলাদের দেহগুলির "অনুপযুক্ততা" এর একটি নিশ্চিতকরণ ছিল, মেশিনটিকে টানিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তাদের "বিশেষ" নির্দেশনা নয়।

মহিলাদের দেহ সম্পর্কে এই প্রাক্কল্পিত জ্ঞানগর্ভ ধারণা কেবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই নয় তবে প্রতিদিনের ভূগর্ভস্থ কাজেও ছড়িয়ে যায়। যেমনটি আমি অন্য জায়গাতে লিখি, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যেখানে মহিলারা ভূগর্ভস্থ খনিতে তাদের কাজ করার সময় থেকে বাধা পেয়েছে, বা সাহায্যকারীতে রূপান্তরিত হচ্ছে, যারা দলের জন্য জল আনছে এবং পরিষ্কার করছে , বা তাদের কর্মস্থল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং তাদের দল থেকে পৃথক করা হয়েছে বিশেষত যখন দল গরম স্টোপে কাজ করে। আমি এটাকে অনানুষ্ঠানিক চাকরির পুনঃস্থাপন বলছি এবং এটি মহিলাদের দল থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং তাদের কাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত করেছে এবং স্বল্প মেয়াদী (উতপাদন বোনাসের জন্য যোগ্য নয়) এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী উভয় ক্ষেত্রেই মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।

এগুলি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি সিস্টেমিক এবং ভূগর্ভস্থ কাজের ক্ষেত্রে তাদের আইনী অন্তর্ভুক্তি সত্ত্বেও খনির ক্ষেত্রে নারীর পেরিফেরিয়াল স্ট্যাটাসকে শক্তিশালী করে। আমি উপরোক্ত উদাহরণগুলি ব্যবহার করেছি তাৎপর্যপূর্ণ, অত্যন্ত বাস্তব, অথচ অদৃশ্য সেই পার্থক্যগুলি কিভাবে কাজের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলাদের প্রশিক্ষিত ও কি আচরণ তাদের সাথে করা হয় এবং কীভাবে নারীদের দেহকে ভঙ্গুর ও দুর্বল হিসাবে পূর্ব ধারণা কিভাবে তাদের তা বর্জিত করার পেছনে কাজ করে এবং যেভাবে তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড এর ' দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রমিকরা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তা বর্ণনা করার জন্য ।এটি স্পষ্ট যে শুধুমাত্র আইন অপর্যাপ্ত। এ ধারনাটি পুরুষালি পেশাগত সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত এই নীতিগুলি চ্যালেঞ্জ এবং পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
আসান্দা বন্যা<asanda.benya@uct.ac.za>

> কর্মহীনতার অর্থনীতি

বহির্ভূত প্রভাব

থাবাং সেফালাফালা, উইটওয়াটারসল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা

চিন্তাবিদ, বিশ্লেষক, নীতিনির্ধারক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনা রয়েছে বেকারত্ব বিষয়ে। এই আলোচনাগুলোতে প্রায়ই গুরুত্ব দেওয়া হয় কর্মহীনতার অর্থনৈতিক প্রভাবকে এবং একই সময়ে এখানে অর্থনীতির আওতার বাইরের যে ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে, সেগুলোকে অবহেলা করা হয়। প্রায়ই দেখানো হয়, কর্মহীনতা কিভাবে প্রাথমিকভাবে বস্তুগত সংকট ও দারিদ্র্য বিষয়ক একটি সমস্যা। পুরুষ যদি তার পরিবারের বস্তুগত প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়, তবে সেটি তার জন্য লজ্জা, অপমান ও পুরুষত্বের হুমকির উৎস হিসেবে দেখা হয়।

বেকারত্ব বিষয়ক বিতর্ক শুধু নীতি-নির্ধারক দুনিয়ায়ই দেখা যায় তা নয়। বরং এর বাইরেও এর উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই। এই বিতর্কগুলো প্রায়ই বেকারত্বের অর্থনৈতিক প্রভাবের ওপর বেশ বড় ধরনের গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে বেকারত্ব বিষয়ে একটি সুবিধাজনক ধারণা ও বোঝাপড়া তৈরি হয়ে যায়। তা হলো একটি জীবিকা নির্বাহ সংক্রান্ত সমস্যা।

২০১৩ ও ২০১৪ সনের মধ্যে আমি একটি এথনোগ্রাফিক স্টাডি করি। আমি গবেষণাটি চালাই কৃষ্ণাঙ্গ বেকার প্রাক্তন খনি কর্মিদের ওপর। এই কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্রি স্টেট প্রভিনেন্সের স্বর্ণের খনি থেকে। গবেষণাটির ফলাফল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তুলে আনে যা একই সঙ্গে বেকারত্ব সংক্রান্ত এই জনপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন ও চ্যালেঞ্জ করে। অর্থাৎ গবেষণার ফলাফল বেকারত্বের অর্থনৈতিক প্রভাবকে উড়িয়ে না দিলেও আমাদের জানায় যে কর্মহীনদের এই ভোগান্তি নেহাতই অর্থনৈতিক নয়।

উনবিংশ ও বিংশ শতকের ধনতন্ত্র খুব শক্তিশালীভাবেই বৈতনিক কর্মকে পরিণত করে ব্যক্তিত্ব ও পুরুষত্বের প্রতীকে। আফ্রিকান পুরুষদের একটা বড় অংশকে গ্রাম থেকে এনে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সর্বহারাকরণ প্রক্রিয়া যৌথ সম্মিলিত সর্বহারা পরিচয় তৈরিকে আড়াল করে; যেখানে মজুরের কাজকে পুরুষ কর্মীর শোভন জীবনের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। বিশেষত, সেই সব পুরুষ কর্মীর কথা বলা হয়েছে এখানে যাদের জীবিকায় তাদের পরিবার চলে।

মজুর-শ্রম একটি শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনকে প্রকাশ করে মনে করা হত এবং সে কারণে মজুর শ্রমের একটি দক্ষিণ আফ্রিকান ও বৈশ্বিক সংকট তৈরি হয়। যখন চাকুরি প্রত্যাশীদের সংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু তারা পর্যাপ্ত চাকুরি পায় না, তখন বেকারত্বের উত্থান ঘটেছে বলে মনে করা। তার উপর নব্যউদারতাবাদী ধনতান্ত্রিক যুগে কাজের যে ধরন দেখতে পাই আমরা তা অনেক সময়ই প্রথাগত চাকুরির মতো নয়। এসব কাজে প্রায় সময়ই কর্মীর বক্তব্য রাখার জায়গা থাকে না। নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধার অভাব দেখা যায়। মজুরি-কর্মের একটি গভীর সংকট দেখতে পাওয়া যায়। দেখা যায় যে এই মজুরি-কর্মকে যে প্রথাগত দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে তা পালনেও এটি সফল নয়। তা সত্ত্বেও মজুরি-কর্ম আধুনিক পৃথিবীর মর্যাদাপূর্ণ মানুষের ধারণার কেন্দ্রে রয়েছে।

ফলে একটা বড় জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন পরিণত হয় এক গভীর, দীর্ঘায়িত অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতায়। অনেকের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরো আফ্রিকার মধ্যে সবচাইতে বিস্তৃত বলে প্রশংসিত। কিন্তু এই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কর্মহীনদের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তরুণ ও অন্যান্য শ্রেণীর কর্মহীন শ্রমশক্তি তাদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য স্থিতিশীল এবং প্রত্যাশিত আয়ের যে অর্থপূর্ণ সম্ভাবনা তা দেখতে পাচ্ছে না পুরোপুরি।

আমার গবেষণা অনুসারে, ছেঁটে ফেলা প্রাক্তন খনি শ্রমিকদের মধ্যে প্রায়ই জীবিকা-নির্বাহক হিসেবে খনির কাজে জড়িত হওয়া সম্পর্কিত পুরুষালী আত্মবোধ দেখা যায়। এই পুরুষালী আত্মবোধ প্রায়ই তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার যে অভিজ্ঞতা তাকে গড়ন দিতে ভূমিকা রাখে। যেমন, আমি যাদের সাক্ষাৎকার নিই তাদের একজনের নাম রাসেবোকো। সে একজন প্রাক্তন খনি শ্রমিক। রাসেবোকো জানায়, কর্মহীনতা পুরুষ হিসেবে তার মর্যাদাকে হ্রাস করেছে, কেননা সে এখন আর তার পরিবারকে যোগান দিতে পারছে না। তার ভাষায়, 'বেকারত্ব আমার পুরুষ হিসেবে যে মর্যাদা তাকে নিয়ে নিয়েছে। পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমেই একজন পুরুষ মর্যাদা অর্জন করে। আমি যদি আমার পরিবারের প্রয়োজনই মেটাতে না পারি তাহলে আর আমার কিসের মর্যাদা?'

কর্মহীন পুরুষ হারায় তার আত্মবিশ্বাস। অনুভব করে মূল্যহীন। হয়তো আকস্মিক বদল আর সমন্বয়হীনতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে আত্মহত্যার কথাও ভেবে বসে, 'তুমি পুরুষ হিসেবে তোমার পরিবারের যোগান দিতে পারছ না। আমার পরিবারের চাপ খুব বেশি। এমনকি আমি আত্মহত্যার কথাও ভেবেছি। আমি অনুভব করেছি যে আমি আমার নিজের পরিবারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেউ নই, অপদার্থ। আমি জানি না আমি কেন এখনও বেঁচে আছি।' তারা যখন দেখে অন্য পুরুষরা তাদের পরিবারে যোগান দিচ্ছে আর অন্যদিকে তারা নিজেরা কমিউনিটির বিভিন্ন শেষকৃত্য অনুষ্ঠান বা সেভিং ক্লাবে অংশ নিতে আর পারছে না, তখন তারা ওইসব পুরুষদের ঈর্ষা চোখে দেখতে শুরু করে।

এই পটভূমিতে ডেটা আমাদের যে আইডিয়াকে সমর্থন দেয় তা হলো, কর্মহীনতার ক্ষতিকর প্রভাব মূলত অর্থনৈতিক সংকট ও দারিদ্রের সঙ্গে জড়িত। এখনও অর্থনৈতিক সংকট এবং দারিদ্র শুধু কর্মহীনদেরই স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নয়। এগুলো 'দরিদ্র কর্মী'দের মধ্যেও দেখা যায় যারা চাকুরিপ্রাপ্ত কিন্তু বস্তুগতভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী।

প্রাক্তন খনি শ্রমিকদেরকে কৃষ্ণ আহত শরীরের উত্তেজক চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। তবে তাদের কাছে কর্মহীনতা কী এই বিষয়টা সেখানে আর বর্ণনা করা হয় না। এটা একটা নির্দিষ্ট ধরনের অশ্রেণীভুক্তকরণকে বা ডিক্লাসিফিকেশনকে বোঝায়। এটি একটি প্রক্রিয়া যেখানে কাউকে পূর্ব অপেক্ষা একটি ভিন্ন অথবা নিম্নস্তরের অবস্থায় পর্যবসিত করা হয়। অসুস্থ-ক্ষতময় কৃষ্ণ দেহের ছবি সামঞ্জস্যবিহীন এবং ভগ্ন সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা বোঝাতে মেটাফোর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা সেই ধারণাকে বহন করে যে, এই খনি শ্রমিকদের জন্য এমন অস্তিত্ব হলো

>>

"কাজ হারানো মানে আয়ের ক্ষতি নয়, বরং নৈতিক অবক্ষয় যা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উপায় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি কাজ এবং পুঁজিবাদী সম্পর্ক, আদর্শ এবং মূল্যবোধেরও ক্ষতি।"

পৃথিবীতে থাকার একটি আণবিক অবস্থার মতো।

মজুরি কর্ম এখন আর একটি বাহ্যিক ক্রিয়া হিসেবে দেখা যায় না যেখানে তারা নিছক টেকসই জীবিকা তৈরি করতে বা গড়ে তুলতে যান্ত্রিকভাবে নিয়োজিত। বরং এটি পরিণত হয়েছে আকাঙ্ক্ষার একটি মূর্ত প্রতীকে।

মজুরি-কর্মের প্রতিরূপ একটি গভীরতর ও অধিকতর অস্তিত্ববাদী নৈতিক কর্তৃত্বকে বোঝায়। এই কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে মজুরি কর্মের অভাব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক প্রভাবকে যেন অতিক্রম করে যায়। একই সঙ্গে এটি শক্তিশালীভাবে একটি অস্পষ্ট অনাচার হিসেবে প্রকাশ পায় এবং হারানোর বোধ হিসেবে অনুভূত হয়।

কাজ হারানো শুধু আয় বন্ধ হওয়াকে বোঝায় না। বরং এটি নৈতিক অবমূল্যায়নকেও বোঝায়: ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক, নিয়মনীতি ও মূল্যবোধহীনতা এবং আধিপত্যবাদী মজুরি-কর্ম না করার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে অবস্থান হারানো।

ফলে অপমান ও কর্মহীনতার যে স্টিগমা বা পূর্ব ধারণা তৈরি করা হয়। এর কারণ নিছক এই নয় যে এই মানুষগুলোর জীবিকা নির্বাহের পথ হুমকির মুখে। এর কারণ একটি মজুরিকেন্দ্রীক ডিসকোর্সে বেকারত্ব হলো একটি সংকট হিসেবে দেখা হয়। কেননা এটি একটি নির্দিষ্ট ধরনের হেজেমনিক ও সম্মিলিত শৃঙ্খলার বিষয়ে সমন্বয়ের অভাবকে প্রকাশ করে। জীবিকা নির্বাহ সংক্রান্ত একটি মৌলিক সমস্যা হিসেবে বেকারত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে বোঝাপড়া তাকে অনেক সময় সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে আমাদের একটি ধারণা তৈরি হয় যে সোজাসাপ্টাভাবে কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর ক্যাশ ট্রান্সফার (বেসিক ইনকাম গ্রান্ট বা আনএমপ্লয়মেন্ট গ্রান্ট) করলে এই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। তার উপর প্রাক্তন খনি শ্রমিকরা কর্মহীনতার বিষয়ে একটি বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ক্যাশ ট্রান্সফারকে প্রত্যাখ্যান করে। কিছু নির্দিষ্ট ধরনের ক্যাশ ট্রান্সফারকে তারা মূল্যহীন মনে করে প্রত্যাখ্যান করেনি। তারা এটি করেছিল কারণ তারা যা হারিয়েছে তাকে এই ক্যাশ ট্রান্সফার প্রতিস্থাপিত করতে পারে না।

যদি মজুরি কর্ম সফল না হয়, তবে ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে একে বিকেন্দ্রীভূত করার কৌশল নির্মান ও একটি নতুন যৌথ এবং সম্মিলিত ব্যবস্থা নিয়ে পুনরায় ভাবনা চিন্তা করার উপর। কর্ম-পরবর্তী বিকল্প আইডিয়া নিয়ে যে চিন্তা-ভাবনা তাকে একটি ফ্যাক্টের মুখোমুখি হতে হবে: একটি শক্তিশালীভাবে প্রথিত ধারাবাহিকভাবে তৈরি আকাঙ্ক্ষা।
প্রাক্তন খনি শ্রমিকরা বিকল্প খোঁজেনি। তারা চাকরি চেয়েছিল। এটি আমাদের সামনে বিকল্প নিয়ে ভাবার বিষয়ে যে চ্যালেঞ্জ, তাকে ফুটিয়ে তোলে। মজুরির কাজের প্রতি নৈতিক প্রতিশ্রুতি বেকার, নীতি-নির্ধারক ও বিশ্লেষকদের তা মজুরির কাজের বাইরের যে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ তার বিষয়ে তাদেরকে অন্ধ করে দেয়।

কর্ম পরবর্তী বিকল্পকে হতে হবে কার্যকর। প্রাক্তন খনি শ্রমিক, নীতি-নির্ধারক ও সমাজকে আরও বিস্তৃতভাবে এমন এক পৃথিবী কল্পনা করতে হবে যেখানে মজুরি-শ্রম মর্যাদার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ধারণা হিসেবে বিরাজ করবে না। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
থাবাং সেফালাফালা
<Thabang.sefalafala@gmail.com>

> কিভাবে বিশ্বের আহার যোগাতে হয়:

তানজানিয়া থেকে শিক্ষা

মার্ক সি.এ. ওয়েজেরিফ, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রিটোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

দার এস সালামে ইলালা তাজা উৎপাদন বাজার। ছবি: মার্ক সি.এ. ওয়েজরিফ

তানজানিয়ার 'দারু স সালাম' এ যাওয়ার পর, আমি সেখানকার প্রায় প্রতিটি সড়কে খাদ্য ও গৃহস্থালির পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের 'দুকা'(ছোট দোকানপাট) দেখে আকৃষ্ট হই। সাথে সাথে আমাকে মুগ্ধ করে আমার বাসস্থান হতে সামান্য হাটার দূরত্বের বাজারগুলো যেগুলো ছিলো খুবই প্রাণবন্ত সামাজিক অঞ্চল এবং বাজারগুলো পরিপূর্ণ ছিলো এমন কিছু ব্যবসায়ী দ্বারা যারা একে অপরের কাছে খুবই সুপরিচিত ছিল। এই মুগ্ধতা নিয়েই আমি এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহী হই যে, কিভাবে 'দারু স সালাম' এর প্রায় ৫০ লক্ষ বাসিন্দাদের খাবারের যোগান দেওয়া হয়। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান এবং নগর-কেন্দ্রিক জনসংখ্যাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছবকও রয়েছে এই গবেষণার বিষয়টিতে।

>ডিমসমূহের পর্যবেক্ষণ:

শুরুতেই আমি স্থানীয় দুকায় ৩০ টি ব্যবহৃত পিচবোর্ডের স্তূপ হতে অনির্দিষ্ট পরিমাণে বিক্রিত ডিমসমূহ লক্ষ্য করলাম। সেগুলো কোথা থেকে এসেছে তা দেখার জন্য আমি সাক্ষাৎ করলাম স্যামুয়েলের সাথে, যে ডিমগুলো সরবরাহ করেছিল। ২২ কি.মি পর আমরা স্যামুয়েলের মফস্বল শহরের বাড়িটিতে

>>

স্যামুয়েল দার এস সালামের একটি ডুকা (ছোট দোকান) এ ডিম সরবরাহ করছে।
ছবি: মার্ক সি.এ. ওয়েজরিফ

পৌছাই এবং গাছের নিচে বসে তার পরিবারের সাথে মধ্যাহ্নভোজ শেষ করি। স্যামুয়েল ১০০ টি মুরগির বাচ্চা রাখে এবং পার্শ্ববর্তী খামারীদের কাছ হতে নগদে ডিম ক্রয় করে। সে সন্ধ্যায় ৬০০ থেকে ৯০০ টি ডিম ক্রয় করে এবং পরবর্তী দিন সকালে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে শহরে যায়। ঐসময়ে তার সপ্তাহে ৩ টি যাত্রায় যত মুনাফা হতো তা একজন সার্বক্ষণিক কৃষিকাজে নিয়োজিত কর্মীর ন্যূনতম মজুরীর আড়াইগুণ। সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ অনুযায়ী আমি আবিষ্কার করলাম যে, স্যামুয়েলের যাত্রার পাশ্ববর্তী রাস্তাতেই সপ্তাহে প্রায় ১০ লক্ষ ডিম শুধু সাইকেলের মাধ্যমেই শহরে স্থানান্তরিত হয়। এমন পরিবেশবান্ধব উপায়ই হলো নগরীতে তাজা ডিম বন্টনের মূল যোগান এবং এভাবেই হাজার হাজার মানুষ তাদের যথাযথ গুণসম্পন্ন জীবিকা সৃষ্টি করে।

আমার গবেষণার আরও উন্নত পর্যায়ে এটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হই যে, কিভাবে একটি বিস্তৃত খাদ্য পদ্ধতির মধ্যে ডিম শিল্পকে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্যামুয়েল তার মুরগীর জন্য ফিড কারখানা থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করেন এবং তা বস্তা ভরে ঠেলাগাড়িতে তুলে তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। ফিড কারখানাটি ভুট্টার শাঁসের মূল উপাদানসমূহ স্থানীয় মিল থেকে সংগ্রহ করেন, দারুসসালামে এই ধরনের মিলের সংখ্যা দুই হাজারেরও বেশি। আর মুরগীর বিষ্ঠা ও বজ্রাদি সার হিসেবে কৃষিজমিতে ব্যবহার হয় এবং জমিতে যেসব সবজি উৎপাদিত হয় তা স্থানীয় বাজার ও প্রতিবেশীদের কাছে বিক্রয় করা হয়।

আমি আমার গবেষণায় অন্যান্য খাবার যেগুলো তানজানিয়ার অধিকাংশ মানুষের কাছেই গুরুত্বপূর্ন, যেমন ভুট্টা, চাল, গোমাংস এবং শাকসবজির মতো উপাদানসমূহও পর্যবেক্ষণ করেছি। যদিও এই খাদ্য উপাদানসমূহের প্রকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে এবং দারুসসালাম শহর ও দেশদির বিভিন্ন স্থানসমূহের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে, তথাপি খাদ্য উৎপাদন করার প্রক্রিয়া ও তার বণ্টনের মাঝে একটি সাদৃশ্য ফুটে উঠেছিলো। উপকূলীয় অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ কৃষক ধান ও ভুট্টা চাষ করেন। তার এগুলো চাষ করেন মাত্র কয়েক হেক্টর পরিমাণ জমিতে কারন তারা মূলত নিজস্ব ঘরোয়া প্রয়োজনেই এগুলোর চাষ করেন এবং তার সাথে সাথে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন। ব্যবসায়ীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্থানীয় এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ফসলসমূহ পরিবহনের জন্য একত্র করে দারুসসালামসহ দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারে সরবরাহ করেন। অল্পসংখ্যক ফসলের জন্যও তারা এজেন্টদের অর্থ প্রদান করেন। এজেন্টদের মধ্যে অধিকাংশই স্থানীয় কৃষক। ব্যবসায়ীরা পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ ও বন্টন কার্যাদি সমাপত্ত করে ডুকা ও জনমানুষ সমৃদ্ধ বাজারে এসব ফসল সরবরাহ করেন। বিভিন্ন পরিবহন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ট্রাক ভাড়া করে ব্যবসায়ীরা ফসল সরবরাহের কাজটি সম্পন্ন করে থাকেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন মিলিং মেশিনগুলো ভাড়া নিয়ে ব্যবসায়ীরা ভুট্টা ভাঙার ও ধান কুঁচি করার কাজটি করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা মেশিন মালিকদের প্রতি বস্তা বা কিলো হিসেব করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে থাকেন।

>সিম্বাইওটিক(মিথোজীবী) খাদ্য ব্যবস্থা:

আলোচ্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থাটিতে, কৃষক এবং খুচরা বিক্রেতাদের মতো কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্রীড়ানকরাই নগরীর বেশিরভাগ খাবার সরবরাহ করে থাকেন এবং তাদের খাদ্য সরবরাহের এই কার্যক্রমটি তারা পরিচালিত করেন কোনো ধরণের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তা ছাড়ায় এবং কর ব্যবস্থার মতো ক্ষুদ্র রাজ্য সহায়তায়। এই খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাটিকে আমি "সিম্বায়োটিক ফুড সিস্টেম" বলে অভিহিত করি। যেহেতু Informal বা অনানুষ্ঠানিক এর মতো অন্যান্য পরিভাষাসমূহ এই ব্যবস্থাটির যথার্থ ভাবার্থ প্রদান করতে ব্যর্থ। এখানে symbiotic বলতে বিষয়টি এমন নয় যে, এখানকার সমস্ত উপাদানসমূহ সমান, বরং প্রদত্ত সিস্টেমে উপাদানসমূহ পারস্পরিকভাবে উপকারী এবং একে অপরের প্রতি লুন্ঠনমূলক নয়, যদি এমন(লুণ্ঠনমূলক) হতো তবে আলোচ্য ব্যবস্থাটি টিকে থাকতে পারতো না। এই ব্যবস্থাটিতে বিদ্যমান ক্রীড়ানকা এমন একটি সামাজিকভাবে আবদ্ধ অর্থনৈতিক সম্পর্কে একে অপরকে সহযোগিতা করে যেখানে একই সাথে তাদের মধ্য প্রতিযোগিতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার একটি উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তারা চেষ্টা করে একই সাথে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখে সংহতি বিরাজমান রাখতে। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্বাচিত কমিটি ও বিধিমালা দ্বারা আরোপিত কিছু আনুষ্ঠানিক কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। তাও, এদের মধ্যে যে সহযোগিতা আমরা লক্ষ্য করি তা একান্তই জৈবিক, এগুলো কোনো বিধি, কাঠামো কিংবা চুক্তি দ্বারা আরোপিত নয়। এখানে পারস্পরিক নির্ভরশীল ক্রীড়ানকরা যাদের একটি সুসম পদমর্যাদা ও সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তি রয়েছে, তারা একে অপরের

>>

সাথে ব্যবসা করে থাকেন। তারা তাদের এহেন ব্যবসায়িক কার্যে প্রচলিত রীতিনীতি এবং পরিচিতির সম্পর্ককে ভিত্তি হিসেবে রাখেন। পারস্পরিক সহযোগিতা তাদের সংস্কৃতির একটি অংশ তবে তা শুধুমাত্র সংকীর্ণ ও সরাসরি জিনিসপত্র আদানপ্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্নরকমের পারস্পরিক সহযোগিতা, যেমন পরিবহন ও তথ্যের আদানপ্রদান, একে অপরের স্টলগুলো নজরদারি করা, একে অন্যের সন্তানের দেখভাল করা ইত্যাদি পুঁজি স্বল্পতার সমস্যাকে পরাভূত করে এবং একটি মূল্যবান সামাজিক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করে। এই বিষয়গুলো কোনো উদ্দেশ্যমূলক সংহতি কিংবা পরার্থপরতার উপর দাড়িয়ে নয়(যদিও সংহতি অনুশীলনের মাধ্যমে বিকশিত হয়), বরং একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের র মধ্যে কাজ করার মাধ্যমে দাড়িয়ে। তানজানিয়ায় এই প্রেক্ষাপটটি শুল্ক ও অন্যান্য ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে চলমান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে তার কৃষিক্ষেত্রকে রক্ষা করেছে এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গুটিকয়েকের সম্পদ জমাকরণ প্রক্রিয়া বন্ধেরও একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

পারস্পরিক সহযোগীতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বরূপ হচ্ছে কিভাবে নূতন প্রবেশকারীরা/অনুপ্রবেশকারীরা শুরু করছে, সে যিনিই হোক-কৃষক,ব্যাবসায়ী বা খুচরা বিক্রেতা। এখানকার মানুষজন তাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার প্রারম্ভে তাদের পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের মধ্যে যারা এই ব্যবসায় আছেন, তাদের কাছ থেকে এই বিষয়ে ধারণা নিয়ে থাকেন এবং ঐসব শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাদেরকে উক্ত ব্যবসার সুবিধাদি, তা পরিচালনার ধরন এবং সাথে সাথে উক্ত ব্যবসায় জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকেন। সংকীর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে মনে হবে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবসায়ীক প্রতিযোগী সৃষ্টি করছে আবার একই সাথে তারা তাদের ভবিষ্যৎ সহযোগীও সৃষ্টি করছে। স্যামুয়েলের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সেভাবে ঘটেছে। এক স্থানীয় ব্যবসায়ী তাকে ডিম সরবরাহ করতে কিছু রুট এবং দোকান সম্পর্কে ধারণা দিলে, তারপরে সে ডিম বানিজ্য শুরু করেন। ধান ও ভুট্টা ব্যবসায়ীরাও তাদের ব্যবসা শুরু করার পূর্বে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার বিভিন্ন কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সাথে পরিচিত হন। দোকানদাররাও তাদের নিজস্ব দোকান চালু করার পূর্বে বিভিন্ন দোকানে সহকারী হিসেবে কাজ করেন এবং তাদের এই শিক্ষনবিশতা তাদেরকে ব্যবসা শিখতে এবং ব্যবসা চালু করতে প্রয়োজনীয় অর্থাদি সঞ্চয়ে সহযোগিতা করেন। এই পারস্পরিক সহযোগিতার প্রক্রিয়াটি এভাবে প্রতিলিপির মাধ্যমে সিস্টেমটিকে আরও প্রসারিত করে, একটিকে ন্যায়সঙ্গত রাখে এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিতদের সাথে নতুনদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। তানজানিয়ায় উৎপাদিত খাবার সমূহ এবং সিস্বাইওটিক ফুড সিস্টেমের মাধ্যমে বিতরণ করা সমস্ত খাবার সুপারমার্কেটের চেয়ে ডুকা এবং জণগনের বাজার থেকেও সস্তা। এছাড়াও এই আউডলেটগুলি মানুষের কাছাকাছি থাকায় খাবারসমূহ আরও সুলভ হয়ে উঠে। ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী, তা যতই পরিমাণে কম হোক না কেনো, এই আউটলেটগুলো তাদের পণ্য বিক্রি করেন, প্রতিদিন অনেক সময় পর্যন্ত এসব আউটলেট খোলা রাখেন এবং সর্বোপরি তারা তাদের পরিচিত ক্রেতাদের বিনা সুদে ক্রেডিটও সররবরাহ করে থাকেন। কৃষকরাও সিস্বাইওটিক খাদ্য ব্যবস্থায় ফসল বিক্রি করে সুপারমার্কেট কিংবা অন্যান্য কর্পোরেট ব্যবস্থার কাছে বিক্রির চেয়েও বেশি লাভ করে থাকেন।

>খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় এর প্রভাব:

২০১৪ সাল থেকে তানজানিয়ায় তিনটি আন্তর্জাতিক সুপারমার্কেট গ্রুপ ভেঙে পরেছে বা তাদের কার্যক্রম উঠিয়ে নিয়েছে। এছাড়াও বৃহত্তর জমি চুক্তির মতো বিভিন্ন সংখ্যক কৃষি বিনিয়োগও বন্ধ হয়ে গেছে অথবা কিছুক্ষেত্রে তারা তাদের লক্ষ্যমাত্রার খুব কমই বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। উদাহারন হিসেবে বলতে পারি, দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক করিডরের কথা যেটি মনসানটো, ইয়ারা এবং ইউনিলিভার এর মতো কর্পোরেশন দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত ছিল এবং সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলো বহুপাক্ষিক সংস্থা (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ইত্যাদি) দ্বারা যেগুলো ২০১০ সালে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম দ্বারা সূচিত হয়েছিলো।

এই ধরণের ব্যর্থতার মধ্যেও দারুস সালামে পর্যাপ্ত পরিমাণের খাবার মওজুদ আছে৷ ক্ষুদ্র ব্যবস্থার কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত তানজানিয় চাল এবং গম তানজানিয়ার এমন একটি শহর যেখানে ২০০২ সালের পর থেকে ২.৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই শহরের সাথে তাল মিলানোর পরও, গত পনের বছরে তাদের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে স্যামুয়েলের পন্য সরবরাহও সাপ্তাহিকভাবে ৩ থেকে ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুরনো দোকানের পাশাপাশি নতুন কিছু দোকানেও সে তার পণ্য সরবরাহ করছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
মার্ক সি.এ. ওয়েজরিফ<marc.wegerif@up.ac.za>

> জিম্বাবুয়ের লুটেরা রাষ্ট্র:

রাজনৈতিক দল, সামরিক বাহিনী ও ব্যবসা

জাবুসিলে মধ্যযাভিম্বিশী শুমবা, আফ্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়, জিম্বাবুয়ে

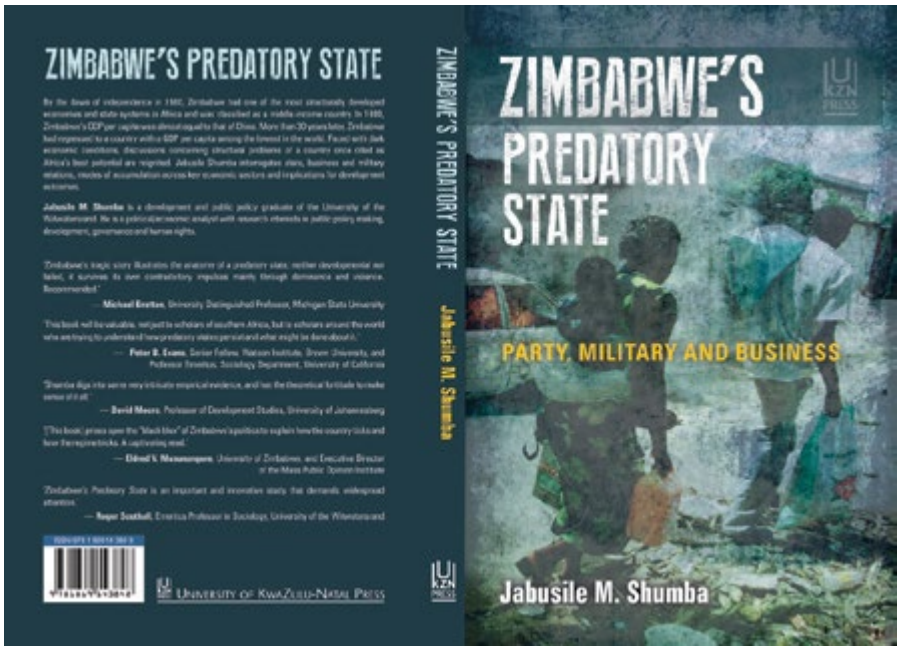

একাডেমিক বিতর্কগুলিতে জিম্বাবুয়ের গল্পটি যুগপৎ মেরুকৃত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ । রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়েই সন্দেহ ও বিতর্ক রয়েছে: জিম্বাবুয়ে কি ভঙ্গুর, নাকি শক্তিশালী এবং অসহযোগিতাবাদী বা শিকারী রাষ্ট্রের একটি উদাহরণ?

১৫ নভেম্বর ২০১৭ সালে, যখন সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপে দীর্ঘদিনের শাসক রাষ্ট্রপতি রবার্ট মুগাবের সরকারের অপসারণ ঘটে, তখন কেউ কেউ সুচিন্তিত সামরিক হস্তক্ষেপকে ক্লাসিক "অভ্যুত্থান" হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তবুও অন্যদের জন্য, সম্ভবত দীর্ঘ সময়ের হতাশা এবং রাষ্ট্রপতি মুগাবের প্রস্থানটি যে কোনও মূল্যেই দেখার জন্য আগ্রহী, তাঁরা মুগাবের অবসানকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেছে। তাঁরা সৃজনশীলভাবে এটিকে একটি "সামরিক সহায়তার মাধ্যমে পরিবর্তন" হিসাবে বিবেচনা করতে চেয়েছেন।

অনেকেই একমত হবেন যে জিম্বাবুয়ে আশাবাদী জনসাধারণ এবং মুক্তি সংগ্রাম আন্দোলনের বিপুল সমর্থকদের প্রত্যাশা থেকে দূরে সরে গেছে। যখন সাদা আধিপত্যবাদী ঔপনিবেশিক সংখ্যালঘুদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মুক্তি সংগ্রামের অবসান ঘটিয়েছিল, তখন একটি ঐতিহাসিক বিজয় অর্জিত হয়। কেবল অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীই নয়, বেশিরভাগ নাগরিকের মতেই মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলন ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে, ।

১৯৮০ সালে স্বাধীনতার পর এক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তরুণ রাষ্ট্র, ২০০০ এর দশকে এসে জিম্বাবুয়ে এখন সহিংসতা, বিপর্যয়মূলক অর্থনৈতিক ব্যর্থতা, দারিদ্র্য এবং দুর্ভোগের ভয়াবহ চিত্রগুলির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে । বেশ কয়েকটি প্রশ্ন এখন উত্তরের অপেক্ষায়: কেন এমনটি হয়েছিল? এটা কিভাবে ঘটেছে? ক্ষমতাসীনরা কি জানতেন যে তাদের নীতি নির্দেশনাগুলি জিম্বাবুয়েকে উত্তরতর অধঃপতনের দিকে পরিচালিত করবে?

>লুটেরা রাষ্ট্র

জিম্বাবুয়ের লুটেরা রাষ্ট্র: রাজনৈতিক দল, সামরিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা এই রচনাতে আমি যুক্তি দিয়েছি যে জিম্বাবুয়ে রাষ্ট্রটি অন্য কোনও ধরনের নয় বরং লুটেরা রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহনযোগ্য। যদিও শিকারী রাষ্ট্রের ধারণাটি এখনও অনেকটা অস্বচ্ছ । আমি এই শব্দটির ব্যবহারে অন্যান্য প্রবক্তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করি, যারা এটিকে উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রের বিপরীত, অপরাধীকরণের একটি বিশেষ রূপ, বা নব্যপাট্রিমনিয়ালিজমের একটি প্রকাশ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে উপনিবেশিক উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি বিষয়টির দিকে জোর দেয়। যদিও, পরিহাসের বিষয়, "লুটেরা" শব্দটি অন্তর্নিহিত শক্তিকে বোঝায় এই শক্তির জোরে লুটেরারা তাদের লক্ষ্যগুলিকে শিকারে পরিনিত করার এবং অধীনস্থ

>>

করার ক্ষমতাটি লাভ করে ।

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, এই জাতীয় শক্তি কেন্দ্রীয় কর্তৃ-পক্ষের অনুপস্থিতি নয় বরং উপস্থিতির উপর নির্ভর করে, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আমার তথ্য-নির্ভর গবেষ-ণার ভিত্তিতে, আমি বলতে পারি যে লুটেরা রাষ্ট্রটি একটি শাসক শ্রেণীর উন্নয়ন বিরোধী ধারাবাহিক ভাবে মূলধন সংগ্রহ প্রকল্প, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: (১) রাষ্ট্রে দল ও সামরিক আধিপত্য; (২) রাষ্ট্র- ব্যবসায়িক সম্পর্ক আধি-পত্য এবং দখলদারি আচরণ নির্ভর; এবং (৩) সহিংসতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা ভিত্তিক রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্ক। তবে, "স্বৈরাচারী উন্নয়ন-মূলক রাষ্ট্র" এবং শিকারী রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন । রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সমাজের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি যা বৈষম্যমূলক উন্নয়ন ধারাগুলির ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কাঠামোগত পার্থক্যকে ব্যবহার করতে পারে?

>লুটেরা রাষ্ট্র বনাম কর্তৃত্ববাদী উন্নয়নমূলক রাষ্ট্র

আমি মনে করি যে স্বৈরাচারী উন্নয়নমূলক রাষ্ট্র এবং লুটেরা রাষ্ট্রের প্রাথমিক সংস্করণ উভয়ই যথেষ্ট কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা এবং ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কগুলির শক্তিশালী ভূমিকা দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়ার উচ্চ-বৃদ্ধির শিল্পায়নকালে পার্ক চুং-হি দেশের শীর্ষস্থানীয় দুটি ব্যবসা প্র-তিষ্ঠান, হুন্ডাই এবং দেউয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেছিল; সুতরাং, কেউ ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্য এবং ক্রোনী পুঁজিবাদের ভূমিকা থেকে রাষ্ট্র-নির্ধারিত জনউন্নয়নের উদ্দেশ্যকে ছিন্ন করা কষ্টকর। যাইহোক, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সবসময় অক্ষুণ্ন ছিল; তার শৃঙ্খলা ও শাস্তি বিধানের ক্ষমতাটি রাষ্ট্র কখনও হারায়নি। উদাহরণস্বরূপ, যখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ব্যর্থ হত, প্রণোদনা প্রত্যাহারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেওয়া হত। রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা ছিল বিস্তৃত এবং বাস্তব। ব্যবসা-য়ের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং সেনাবাহিনীর সাথে এর সম্পর্কের প্রকৃতির ক্ষেত্রেও দু-ধরণের রাষ্ট্র যথেষ্ট আলাদা ।

বিংশ শতাব্দীর কর্তৃত্ববাদী উন্নয়নমূলক রাষ্ট্র ব্যবসায়ের সাথে উৎপাদনশীল জোটকে উতসাহিত করার জন্য অনুশাসনের সাথে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষমতা ব্যবহারের মিশ্রণ করে, কিন্তু ব্যবসায়ের সাথে লুটেরা রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উতপাদন-ভিত্তিক না হয়ে পরজীবী হয়; ফলে তারা বিপরীত উন্নয়ন ফলাফল অর্জন করে। বিংশ শতাব্দীর উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রে সেনাবাহি-নীর ব্যবহার ব্যক্তিগত আয়ের পাহাড় গড়ে তোলার পরিবর্তে একটি জাতীয় প্রকল্পের দিকে নিবদ্ধ ছিল বলে সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্কের প্রকৃতিও ছিল আলাদা । উদাহরণস্ব-রূপ, এশিয়ার উন্নয়নমূলক রাষ্ট্রীয় মডেলটি-তে, শিল্পে প্রতিযোগিতা অর্জনের জন্য উতপাদন ব্যয় কম রাখার জন্য সেনাবাহিনী দেশজ শ্রমিক শ্রেণী কে নিয়ন্ত্রণ এবং দমন করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

একটি লুটেরা রাষ্ট্রের অধীনে, সামরিক সহিংসতার ব্যবহার ক্ষমতাশীলদের ব্যক্তিগত ফায়দা ও স্বার্থ বজায় রাখতে সাহায্য করে। পুঁজি সঞ্চয়ের পদ্ধতির ক্ষেত্রে, উতপাদন খাত সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত। এটি লুটেরা রাষ্ট্রের রেন্ট সংগ্রহক প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে: অর্থাৎ এটি উৎপাদন না করে সম্পদ আহর-ণের উপর বেশী নির্ভরশীল। জিম্বাবুয়ে অর্থনী-তির পরিবর্তিত কাঠামোতে একটি উল্লেখযো-গ্য উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর সম্পদ-ভিত্তিক আহরণের আধিপত্যের দিকে চলে যাওয়া, এই লুটেরা রাষ্ট্রের পরিবর্তনের একটি নমুনা।

উতপাদন খাতের অনুপস্থিতির প্রভাব উতপা-দন কৌশলগুলির ঘাটতিকে চিত্রিত করে, অনেক স্বতন্ত্র ক্ষেত্রগুলির এটি একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে, নীতিমালার মূল লক্ষ্য (যেমন দেশজকরণ এবং ক্ষমতায়ন কর্মসূচি) ক্ষমতাসীন অভিজাতদের রেন্ট আহরণের একটি সুযোগ করে দেয়। সবশেষে, প্রয়োজ-নীয় সরকারী কার্যাদি সমর্থন করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা এবং করের আয় উপার্জনের জন্য রাষ্ট্রকে বৈদেশিক মূলধনের (এই ক্ষেত্রে, চীনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকান) সহযোগিতার প্রয়োজন। সুতরাং, বন্ধুত্বপূর্ণ বিদেশী মূলধন-কে স্থানীয় রেন্ট সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়।

গবেষণার মূল উপসংহারটি কেবল এই নয় যে ক্ষমতাশীন শ্রেণীর স্বার্থ ছিল উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক রূপান্তর ও বিকাশকে বাধা দিয়েছিল, উপরন্তু তার অসৎ আহরণের এবং রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জঘন্য পদ্ধতিগুলি জিম্বাবুয়েকে এক টেকসই লুটেরা রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছিল। এর প্রভা-বগুলি হবে সুদূরপ্রসারী । বছরের পর বছর ধরে, দেশের উন্নয়ন সামর্থ্যগুলি একটি লুটেরা অভিজাত শ্রেণী দ্বারা হ্রাস পেয়েছে যারা ক্ষমতা বজায় রাখতে এবং অসৎ সম্পদ আহ-রণের জন্য সহিংসতা ও পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর ছিল । সংস্কার আসবে একটি বড় রাজ-নৈতিক মূল্যে কারণ এটি গভীরভাবে প্রথিত পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্কগুলিকে ক্ষুন্ন করবে। নভেম্বরে ২০১৭ সালের সামরিক হস্তক্ষেপের পরে, রাজনৈতিক দল-সামরিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্কমালা নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে এবং আগামী বছরগুলিতে যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
জাবুসিলে মধ্যস্থিশী শুম্বা
<jabusile_shumba@biari.brown.edu>

> জোজি: সোনার বিপদজ্জনক শহর

আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার, ফটোগ্রাফার এবং এডওর্য়াড ওয়েবস্টার, উইটওয়াটারস্র্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রম আন্দোলনের উপর আইএসএ গবেষণা কমিটির সদস্য এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট (আরসি ৪৪)।

জোহান্সবার্গের উপকণ্ঠে একটি পরিত্যক্ত স্বর্ণের খনি যা অনানুষ্ঠানিকভাবে খনিবিদরা আবার ব্যবহার করছেন। -আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার।

আফ্রিকার অর্থনৈতিক কেন্দ্র জোহান্সবাগর্; যা আদর করে জোজি নামে ডাকা হয়। বিশ্বের বৃহত্তম শহর যা ১২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে টিকে আছে; যা নদীর তীরে বা অন্যকোন বড় বন্দরের নিকটে নির্মিত হয়নি বরঞ্চ সোনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে। সূচনালগ্ন থেকেই, সোনা খনন এই অঞ্চল জুড়ে বিশেষত সারা বিশ্ব থেকে আগত অভিবাসীদের মনে অবিরাম উদ্ভাবনের মাধ্যম হিসেবে উদ্দীপ্ত করেছে । এটা সারা নটল এবং অচিলি মস্কের জোহান্সবার্গ রচনা সংগ্রহতে শিল্পগুণ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে, যেখানে তারা এই শহরটিকে অন্তর্নির্মিত এবং তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন হিসেবে চিত্রিত করেন যা তার নিজস্ব ব্র্যান্ড হিসেবে বিশ্বজনীন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে।

তবে জোহান্সবার্গের আরও একটি দিক রয়েছে যা কেবল মানুষের জন্যই নয়, প্রকৃতির জন্যেও একটি ধ্বংসাত্মক দিক। জোহান্সবার্গ, জোসেফ শম্পেটারের কথায়, "সৃজনশীল ধ্বংসের" একটি কারণ । শহরের উপকণ্ঠে পরিত্যক্ত খনিতে অনিয়ন্ত্রিত খনন, যা সোনার শহরকে ধ্বংস করতে পারে বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করে থাকেন।

জনগণের কাছ থেকে লুকানোঅচিহ্নিত এবং বর্ধিষ্ণু অনানুষ্ঠানিক খনিবিদ এবং তাদের শিশুরা । অনিবন্ধিত আন্তঃসীমান্ত অভিবাসীরা মরিয়া হয়ে তাদের পরিবারকে সাথে নিয়ে এসেছেন এবং শহরের কেন্দ্রের কাছে গোপন, বিপদজ্জনক জায়গাগুলিতে সংগঠিত হয়েছেন । - আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার।

>>

> খনি শিল্পের উৎপত্তি

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জোজিতে সোনার খনির ব্যয় কাঠামো বোঝা ব্যাপারটি অত্যন্ত সংবেদনশীল । প্রারম্ভিককালে অনুসন্ধানকারীদের সম্মুখে যে চ্যালেঞ্জটি ছিল তা সোনার সন্ধান নয় বরং তা ছিল সোনার পরিশোধযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী খোঁজ করা । দুটি কারণে লাভ কম উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল । প্রথম কারণ হিসেবে বলা যায় আকরিকের গড় সোনার সামগ্রী থেকে কম থাকতে হবে এবং এটি গভীর ভূগর্ভে থাকবে । দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত স্বর্ণের দাম মাইনিং সংস্থাগুলিকে ভোক্তাদের কাছে কর্ম ব্যয় এবং বৃদ্ধি হস্তান্তরে বাধা দেয়। ফলস্বরূপ, এই সঙ্কুচিতভাবে ব্যয়বহুল কাঠামোর মধ্যে, মজুরি হ্রাস পায় । ঐতিহাসিকভাবে খনি মালিকদের কাছে আফ্রিকান শ্রম সরবরাহ কাজটি ছিল সস্তা এবং ব্যাপক করা।

জমি নিষ্পত্তি এবং বাধ্যতামূলক কর পুরুষদের শ্রমমজুর হিসেবে গড়তে বাধ্য করে । তাদের একত্রিত করে রাখা হয়েছিল, জনাকীর্ণ একক লিঙ্গের হোস্টেলগুলিতে।তাদের পরিবারকে তাদের সাথে আনতে দেওয়া হয়নি। পরিবারের কাজ ছিল শ্রম শক্তি পুনরুৎপাদন করা এবং যখন তারা অসুস্থ, আহত বা বৃদ্ধ হতো তখন তাদের ঘরে ফিরে দেখাশোনা করা। এইভাবে এই অঞ্চলের বিশাল কৃষক জনগোষ্ঠী, বিশেষত মহিলারা খনি মালিকদেরকে ভর্তুকি প্রদান করে যাতে তারা কেবলমাত্র একক ব্যক্তিকে ভরণপোষণ করার সামর্থ্য লাভ করে।

ভূগর্ভস্থের বিপদজ্জনক এবং ন্যূনতম মাথা রাখার মতো জায়গায় এক কৃষ্ণাঙ্গ খনিজীবী বিস্ফোরণ ঘটাতে প্রস্তুত । তার পরের বহু বছর ধরে, তাদের কাজের অভিজ্ঞতা তাদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলেছিল, বিশেষত শ্বাসকষ্টজনিত রোগের কারণে করুন মৃত্যু হয়।

খনি শ্রমিকরা কংক্রিটের বাঙ্কে বিশ্রাম নিচ্ছে। একটি শ্রমিকশালায় প্রাথমিক কিছু সুবিধাসহ আলো ও উত্তাপে বড়জোর ৪০ জন শ্রমিক থাকতে পারে। ছবি: ইউডাবলুসি-রববেন দ্বীপ যাদুঘর, মায়িবুয়ে সংরক্ষণাগার।

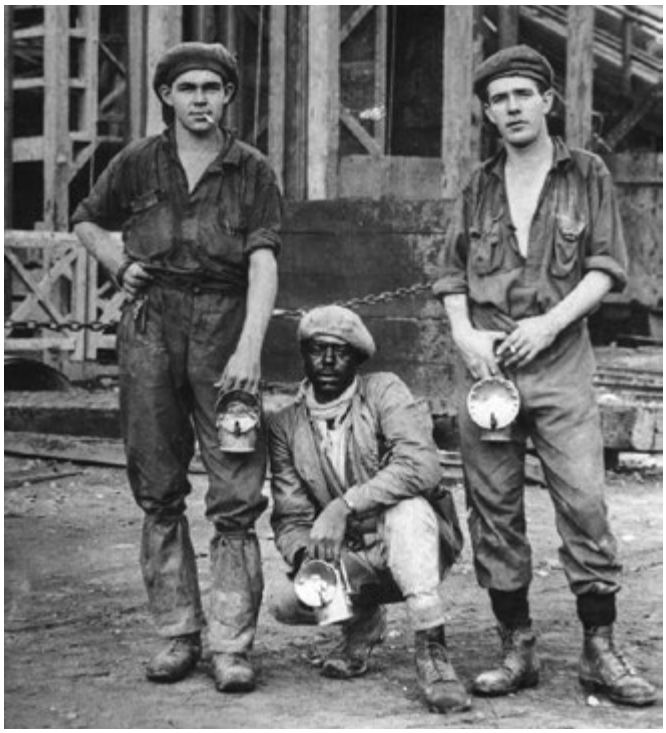

১৯০৭ সালে দুজন সাদা তরুণ খনিতে একজন অভিজ্ঞ কৃষ্ণাঙ্গ নিয়োগ দেন। কৃষ্ণাঙ্গ খনিজীবীরা সাদা খনিজীবীদের চাইতে দশ ভাগের এক ভাগ উপার্জন করতেন। ছবি: ফটোগ্রাফার অজানা, লুলি কলিনিকোস, গোল্ড অ্যান্ড ওর্য়ার্কাস, পৃষ্ঠা ৭৫ এর আর্কাইভ থেকে।

স্বগৃহে আবদ্ধ; এক বছর দীর্ঘ চুক্তি করার পরে খনি শ্রমিকরা তাদের পরিবারের জন্য উপহার দিয়ে ঘরে ফিরে । ছবি: নিকট আফ্রিকানা সংগ্রহ, যাদুঘর আফ্রিকা সংরক্ষণাগার।

>>

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। একজন অভিবাসী ১৯৩৩ সালে মোদুদুমায় তাঁর পরিবারের জন্য উপহার নিয়ে ফেরত আসেন। ছবি: এসএ রিভিউ পিকচারাল, ১৯৩৩-৩৬।

উৎপাদন বজায় রাখার জন্য, খনিগুলো পৃথিবীর অন্ত্রের গভীর থেকে গভীরতর জায়গায় হয় । সোনার খনিগুলিতে উচ্চ দুর্ঘটনার হার সেখানেই বেশি, যেখানে গভীরতা বেশি ও ব্যতিক্রমী গভীরতা, সেখানথেকেই সোনার উত্তোলন হয়ে থাকে । গড় গভীরতা ১৬০০ মিটারেরও বেশি, গভীরতম ভূগর্ভস্থ ৪০০০ মিটারের ওপরে। দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ হলো শিলা বিস্ফোরণ এবং শিলা প্রপাত। ১৯৮৩ সালে, যে বছর আমরা গবেষণা শুরু করেছিলাম সেখানে ৩৭১ জন খনিজীবী শিলা প্রপাতে মৃত্যুবরণ করেন । ১৯০০ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ৬৬০০০ জন খনিজীবী ভূগর্ভস্থে মারা যায় এবং এক মিলিয়নেরও বেশি গুরুতর আহত হয় । অনেকেই শিলা প্রপাতে চিরতরের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করে নেয় এবং বাকীদের হুইল চেয়ারে বা প্যারালজিগিক্সের জন্য নির্মিত হাসপাতালে বাকি জীবন কাটাতে হয়।

সোনা হলো একটি "অপচয়কারী সম্পদ" যা সময়ের সাথে সাথে, জোহান্সবার্গের নীচে প্রদেয় সোনার পরিমাণ শেষ হয়ে যাচ্ছে । তখন শহরের জনসংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এর গৌণ অর্থনীতিটি দেশের বৃহত্তম আর্থিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। খনিগুলি আনুষ্ঠানিক উৎপাদন বন্ধ করে দেয়এবং জায়গাগুলি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

মহিলারা পিঠে করে তাদের বাচ্চাদের সাথে নিয়ে সদ্য খোলা পরিত্যক্ত খনিতে আকরিক পিষছে । - আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার।

একজন খনিজীবী হাতুড়ি ধরে মাটির নিচে শিলা ভাঙার জন্য ব্যবহার করছেন । ছবি -আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার।

>>

এক "ঝামা ঝামা" একটি বড়পাত্র থেকে নরমকাঁদা বালতিতে ঢালছে। ছবি করেছেন আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার।

একজন খনিজীবী মহিলা আকরিক টুকরো ঝাড়ছেন। ছবি করেছেন আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার।

চুল বেণী করেছে সেই সাথে আকরিক পিষে চূর্ণ করছে এবং শিশুদের খাওয়াচ্ছে। ছবি করেছেন আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার।

ঘন্টাখানেক শ্রমের চূড়ান্ত পণ্য হলো সোনার একটি ছোট দলা। ছবি করেছেন আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার ।

তবুও আজ, শহরের কেন্দ্র থেকে খুব দূরে, আপনি সীমান্তের অভিবাসীদের সন্ধান করতে পারেন যেমন জ্যানেট মুনাকামওয়ে তার ডক্টরাল থিসিসে দেখিয়েছেন, খনি সেক্টরে অনেকেই অবৈধভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে । এরা ঝামা ঝামাস নামে পরিচিত । তারা প্রতিদিন সকালে প্রাচীন সরঞ্জাম মোবাইল ফোনে দড়ি এবং টর্চ ব্যবহার করে নিচে নামেন। তারা শিলা মুখের দিকে সরু হাতড়ি, কোদাল / বেলচা এবং বাটালি দিয়ে পাথর উন্মুক্ত করে আকরিক সংগ্রহ করার চেষ্টা করে।

এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা, লিখেছেন অ্যাঞ্জেলা কারিয়ুকি: "ভূগর্ভস্থ খাদ্য ফুরিয়ে যাওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে যখন সপ্তাহব্যাপি (কখনও মাসব্যাপি) কাজ করার সময় । সেখানে বায়ুচলাচল সরঞ্জাম না থাকায় তারা বায়ু স্বল্পপতার কথা বলেন । তারা আরও জানান তাদের কেউ কেউ শ্বাস-কষ্টে ভোগেন, বিশেষ করে যখন তারা খুব শীতল ভূগর্ভস্থ অবস্থার মধ্যে নিজেকে গরম রাখতে বা শক্ত শিলা অঞ্চলকে নরম করার জন্য আগুন জ্বালান । এবং কাজের সময় ঘন ঘন শৈলপ্রপাত, বন্যা বা অন্যান্য দুর্ঘটনায় বা গোড়ালি-সহায়ক সুরক্ষাবুটের অভাবেবুকের সংক্রমণ, ক্রমাগত কাশি এবং বিভিন্নœ শারীরিক আঘাতের কথা বলেন । "

>>

অতীতের আনুষ্ঠানিক খনন ব্যবস্থার বিপরীতে অনানুষ্ঠানিক খনিজীবী নারী, পুরুষ এবং তাদের পরিবার। ছবি করেছেন আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার।

প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন আন্দোলনের উদাসীনতার কারণে, এই খনি শ্রমিকরা সোশ্যাল মিডিয়ার নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে নিজেরা সংগঠিত হতে শুরু করেছে। ইউনিয়নভুক্ত কিছু প্রতিষ্ঠান যা প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যাই খুব কম কিন্তু নতুন রূপে উদ্ভূত হচ্ছে যেমন শ্রমিক পরামর্শ অফিস, সমাধি সমিতি এবং অভিবাসী অধিকার সমিতিগুলি।

জোহান্সবার্গের মেয়র হারমান মাশাবা ঘোষণা করেছিলেন যে এই শহরটি "মারাত্মক বিপর্যয়ের" সম্মুখীন (রবিবার টাইমস, ২৫ নভেম্বর, ২০১৮) অনিয়ন্ত্রিত খনির ঘটনা যখন নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল ; তিনি ঘোষণা করেছিলেন, অবৈধ খনিজ শ্রমিক ঝামা ঝামা জোহান্সবার্গে অত্যন্ত জ্বলনযোগ্য গ্যাস এবং জ্বালানী লাইনের কয়েক মিটারের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শহরটিকে এক অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের কবলে এনেছে । তিনি ঘোষণা দেন এর মধ্যে যদি কোনও লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে ৩০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সমস্ত কিছু "প্রজ্বলন" করা হবে । সিটি কাউন্সিলের এক কর্মকর্তা সানডে টাইমসকে বলেছিলেন যে ১৪০ কিলোমিটার গোলকধাঁধার কারণে শহরের মূল অংশগুলোর ধসের আশঙ্কায় রয়েছে। নতুন এবং বিদ্যমান টানেলের নিচে অবৈধ খনিজীবীরা খনন বা বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে ।

সুতরাং খনি শ্রমিকদের পিঠে নির্মিত এই সোনার শহরটি জোসির পরিত্যক্ত স্বর্ণের খনিতে "অবৈধ খনিজীবী" হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য মরিয়া নারী এবং পুরুষদের কবলে পড়ে। যদিও কেউ কেউ এই সাহসী খনিজীবীদের কারণে "মুক্ত বাজার" এবং উদ্যোক্তা চেতনা উদযাপন করে থাকেন কিন্তু কার্ল পোলানাই বহু দশক আগে লক্ষ্য করেছিলেন যে, "সমাজের মানবিক ও প্রাকৃতিক পদার্থকে বিনষ্ট না করে যে কোনও জিনিস দীর্ঘ সময় ধরে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে।"

পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষতিগ্রস্থ খনিজীবী সম্প্রদায়গুলো এই অনিশ্চিত সম্প্রদায়ের সুরক্ষার জন্য নেটওয়ার্ক গঠন করেছে। এই উদ্যোগগুলি পোলানাই কর্তৃক সমর্থিত করা পাল্টা আন্দোলনের রূপকল্প বীজ কিনা যদিও তা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তবে মাইকেল বুরাওয়এবং কার্ল ফন হোল্ডের কল, বোর্ডিউয়ের সাথে তাদের কথোপকথনে, "জোহান্সবার্গের আন্দোলন " মতকে সমর্থন করে । জোহান্সবার্গের আন্দোলনকে তারা লেখেন এটি পরবর্তী বর্ণবিদ্বেষ আন্দোলন, রাজনৈতিক ভাঙ্গনের আন্দোলন । এটি তীব্র প্রতিযোগিতা, সামাজিক বিভাজন এবং "সমাজের একটি গভীর বিকৃতি" এর একটি আন্দোলন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
আলেক্সিয়া ওয়েবস্টার
<alexiawebster@gmail.com>
এডওয়ার্ড ওয়েবস্টার
<edward.webster@wits.ac.za>

> ডানপন্থি জনপ্রিয়তা

সংহতির দৃষ্টিকোণ

জার্গ ফ্লেকার, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রিয়া এবং আইসিএ গবেষণা কমিটির সদস্য সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত (আরসি ৩০),
ক্যারিনা আল্ট্রেইটার, ইস্তভেন গ্রাজকজার এবং সাস্কজা শিন্ডলার, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রিয়া

হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে নতুন শ্রম আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, জানুয়ারী ২০১৯।

ইউরোপের ডান-পন্থা দলগুলি ২০০৮ সালে আর্থিক এবং তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পাশাপাশি সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থাভাজন হ্রাস থেকে উপকৃত হয়েছে। নতুন শতাব্দীর শুরু থেকেই এই দলগুলির অনেকগুলি সামাজিক প্রশ্নকে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নিয়ে এসেছে । অভিবাসনকে এক কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসাবে বেছে নিয়ে, এই দলগুলি ২০১৫ সালে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আগমনকে জনগণের মধ্যে বিরক্তি ও শত্রুতাকে একত্রিত করতে সফলভাবে ব্যবহার করতে পারে। তাদের কল্যাণমূলক উগ্রবাদ যা কিনা তাদের রাজনৈতিক কৌশল এর ভিত্তি মূলত কল্যাণ-রাষ্ট্র-বান্ধব বক্তব্য এবং আরও আক্রমণাত্মক উগ্র জাতীয়তাবাদ বা জেনোফোবিক অবস্থানের উপর। এই প্রক্রিয়াতে, ডান-পন্থা দল সংহতির পক্ষে তাদের অবস্থানের অজুহাত দেখিয়ে এটি আর রাজনৈতিক বাম দলকে কে ছেড়ে দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, হাঙ্গেরিয়ান প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান শরণার্থীদের জন্য হাঙ্গেরিয়ান সীমান্ত বন্ধের বিষয়টি ইউরোপীয় সংহতির একটি উদাহারন হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন।

গবেষণা প্রকল্প "সংকটের সময়ে সংহতি" (এস ও সি আর আই এস) সংহতির ধারণাকে তার সূচনালগ্ন হিসাবে প্রতীকী সংগ্রাম নিয়েছে। প্রতীকী সংগ্রামের মাধ্যমে, আমরা বিতর্কগুলি বোঝাতে চাইছি যার মধ্যে (সম্মিলিত) ব্যক্তিরা তাদের সামাজিক বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এটি উভয়কেই আমরা যা সঠিক বা ভুল, ভাল বা মন্দ, মূল্যবান বা মূল্যহীন বলে বিবেচনা করি এবং "প্রতীকী সীমানা" এর সাথে উভয়ই সম্পর্কযুক্ত যা লোকদের দলে বিভক্ত করে এবং সাদৃশ্য এবং অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি তৈরি করে। প্রকল্পটি অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে । এই দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব খুব আলাদাভাবে পড়েছে, তবে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একই ধারা লক্ষ্য করা যায়। সংখ্যাগত এবং গুণগত উপাত্তগুলির ভিত্তিতে এবং ট্রায়াংগুলেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে, SOCRIS সামাজিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক মননশীলতা বা সাবজেক্টিভিটির মধ্যে জটিল সম্পর্কের গভীর উপলব্ধি সরবরাহ করে।

সংহতি ও সম্পর্কিত প্রতীকী সংগ্রামের ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করার জন্য, আমরা সংহতির কল্পনা করা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্র বা সীমানার মাত্রা, সংহতির ভিত্তি এবং সংহতিমূলক কর্মকাণ্ড বিবেচনা করেছিলাম, উদাহরণস্বরূপ, সুশীল সমাজে। অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরিতে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে পরিচালিত SOCRIS জরিপটি কাজের বয়সী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি নমুনার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। লোকেরা কাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে, কখন এবং কেন অন্যকে সাহায্য করার জন্য দায়বদ্ধ বোধ করে এবং তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনগণের

>>

অস্ট্রিয়ের ভিয়েনায় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন, মার্চ 2019 । ছবি: জার্গ ফ্লেকার।

জন্য কল্যাণ-রাষ্টের সমর্থনের পক্ষে রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এক গভীর উপলব্ধি প্রদান করে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রশ্ন ছিল: যে দেশগুলি গভীরভাবে বিভক্ত বলে মনে হচ্ছে, তাদের মধ্যে কী ধরনের বিভিন্ন সংহতি ধারণাগুলি বোঝা যায়, উদাহরণস্বরূপ, শরণার্থী সমর্থন, উপায়-পরীক্ষিত সামাজিক সুবিধাগুলি বা রোমা সংখ্যালঘুদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় সমর্থন সম্পর্কিত বিষয়গুলি? সংহতি সম্পর্কিত লোকদের মতামত অনুযায়ী গোষ্ঠীভুক্ত করার জন্য, সমীক্ষার তথ্যগুলিকে একটি পরিসংখ্যানগত ক্লাস্টার হিসাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে প্রতি দেশে সাতটি গ্রুপ দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয়, কিছু গ্রুপ উভয় দেশে একই রকম সংহতি ধারণা পোষণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি "সংহতি বিহীন এবং নিষ্ক্রিয়" গোষ্ঠীকে পরিবার এবং পাড়া প্রতিবেশের সংহতি সীমাবদ্ধতা এবং নাগরিক সমাজের কর্মসূচীর অভাবের দ্বারা কল্যাণ রাষ্ট্রের পক্ষে সামান্য সমর্থন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সংহতি ধারাবাহিকতার অন্য মেরুতে আমরা উভয় দেশগুলিতে একটি "সংহতিপূর্ণ এবং সক্রিয়" গোষ্ঠী দেখতে পেয়েছি, অর্থাত্ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জন্য দৃঢ় জনসমর্থন এবং নাগরিক সমাজ সংগঠনের উচ্চ স্তরের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা চিহ্নিত সংহতির একটি নিদর্শন দেখায়। তবুও, এই গোষ্ঠী সংহতির প্রেক্ষিত এই দেশগুলির মধ্যে ভিন্ন: অস্ট্রিয়াতে মানুষ সমস্ত মানবজাতির জন্য উদ্বেগ প্রদর্শন করে, হাঙ্গেরিতে উদ্বেগ জাতীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ।

তবে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এই চরমপন্থার দুই মেরুর মধ্যে অবস্থিত হতে পারে। সেখানে আমরা সংস্থার ভিত্তি এবং ক্ষেত্রের বিভিন্ন সংমিশ্রণের পাশাপাশি ক্রিয়াকলাপের স্তরের বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রদর্শন করে, এমন আরও বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী সনাক্ত করতে পারি। কিছু নিদর্শন কেবল একটি দেশে বিদ্যমান তবে সর্বাধিক সুস্পষ্ট পার্থক্য দেশের দলগুলির আকারের সাথে সম্পর্কিত। যদি আমরা দলগুলি বা সংহতির প্রকারগুলি এক সাথে গ্রহণ করি এবং কেবলমাত্র একচ্ছত্রতা এবং অন্তর্ভুক্তির মধ্যে পার্থক্য করি, অর্থাৎ লোকেরা জাতিগত এবং জাতীয়তাবাদী সীমানার পক্ষে কিনা বা সর্বজনীন সংহতির পক্ষে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অস্ট্রিয়াতে ৬২% অন্তর্ভুক্তিক সংহতির পক্ষে, যেখানে হাঙ্গেরির উত্তরদাতাদের মধ্যে কেবল ৩৯% জন এর পক্ষে ।বিপরীতে, প্রায় ৪০% হাঙ্গেরিয়ান জাতিগতভাবে বা জাতীয়ভাবে সীমাবদ্ধ সংহতির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছে যেখানে অস্ট্রিয়ার উত্তরদাতাদের মধ্যে সেই ধরনের মতামত ২৭% ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উভয় দেশের জেনোফোবিক বা উগ্রজাতীয়তাবাদী এবং ওয়েলফেয়ার কেন্দ্রিক দলগুলির শক্তির কারণে আমরা সংহতির চরিত্রগুলি দলীয় পছন্দগুলির সাথে মেলে কিনা তাও দেখতে আগ্রহী ছিলাম। যেমনটি প্রত্যাশা করা হয়েছে, চূড়ান্ত এবং জনতাতান্ত্রিক ডানপন্থী দলগুলির পক্ষে শক্তিশালী সমর্থন উভয় দেশের অ-সংহতিযুক্ত এবং জাতীয়ভাবে-একচেটিয়া সংহতি ক্লাস্টারের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে, আমরা আরও দেখতে পেলাম যে অন্তর্ভুক্ত ক্লাস্টারগুলির মধ্যে (হাঙ্গেরিতে ২০% এবং অস্ট্রিয়ায় প্রায় ১৫%) সর্বাধিক সংখ্যক জনগণ এই দলগুলির সমর্থক। এর অর্থ এই যে, কিছু লোক এই দলগুলিকে ভোট দেয় তাদের জেনোফোবিক এবং কল্যাণ উগ্রবাদী অবস্থানের কারণে নয়, বরং তার পরিপন্থী অবস্থান সত্ত্বেও । এ থেকে আমাদের প্রচলিত ধারনার বিরুদ্ধেও সতর্ক হওয়া উচিত যে উগ্র ডান পন্থারা জনসংখ্যায় বিদ্যমান মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ বেশ কিছু লোকেরা ভিন্ন কারণে এতে আকৃষ্ট হতে পারে।

ডানপন্থী জনতান্ত্রিকতা (পপুলিজম)নিয়ে বর্তমান বিতর্কের বিশাল অংশের বিপরীতে, সোক্রিস প্রকল্পের ফলাফলগুলি থেকে জানা যায় যে শুধু মাত্র একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী নয়, যেমন বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীরা, যাদের ভোটদান সুদূর-ডানদের সাফল্যের ব্যাখ্যা দেয়, বরং বিভিন্ন জন গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ কারণেও এদের সমর্থন দিতে পারে। যদিও নিম্ন মর্যাদাবোধ, বঞ্চনা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতার অনুভূতি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অস্ট্রিয়ান এবং হাঙ্গেরিয়ান উভয় দেশে উগ্র ডান পন্থার সহানুভূতিশীলদের একটি প্রভাবশালী অংশ বিত্তশালী, সমাজ সমাদৃত এবং সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন থেকে উপকৃত।

সংহতি দৃষ্টিকোণ সমাজে বিভাজন এবং ডানপন্থী রাজনীতি সমর্থন করার সম্পর্কে আমাদের সঠিক বোঝার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখে। সংহতি ধারণা এবং দলীয় পছন্দগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মিল রয়েছে। তবুও, কল্যাণবাদী উগ্র মতাদর্শের গুরুত্ব সত্ত্বেও, আমরা এই দলগুলির সাফল্যকে কেবল "বর্জনীয় সংহতি" হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি না। বিশেষত, তাদের বক্তব্যগুলির বিপরীতে দলগুলি এমনকি জাতীয় গোষ্ঠীগুলির জন্য একটি উন্নত কল্যাণ রাষ্ট্রকে সমর্থন করে না। সবচেয়ে বড় কথা, সংহতির নিদর্শনগুলি প্রায়শই জটিল হয় এবং পরবর্তী দ্ব্যর্থতা এবং দ্বন্দ্বগুলি বিভিন্ন পক্ষ থেকে রাজনৈতিক মবিলাইজেশনের বা জড়োকরণের জন্য একটি নির্দিষ্ট উন্মুক্ততা সরবরাহ করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য Jörg Flecker <joerg.flecker@univie.ac.at>

১. এই প্রকল্পটি অর্থায়ন করেছে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞান তহবিল এফডাব্লুএফ (এনআরআই I 2698-G27) এবং হাঙ্গেরিয়ান বৈজ্ঞানিক গবেষণা তহবিল ওটিকা (এনআর. এএনএন 120360)।

জার্গ ফ্লেকারের সরাসরি সকল যোগাযোগ <joerg.flecker@univie.ac.at>